বিশ্বভারত গ্রন্থমালা

শেক্সপিয়রের গল্প

(Lamb's Tales from Shakespeare অনুসরণে)

শ্রীশিশিরকুমার নিয়োগী, এম-এ, বি-এল

বরদা এজেন্সী
৬৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুচি

টেবু   তিমু   তিলক

...   .

স্মরণে

বৈশাখ, ১৩৪৩

লিয়র

অনেক দিন আগে ইংলণ্ডে লিয়র নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর তিনটি মেয়ে ছিল। বড় মেয়ে গনেরিলের আল্‌বেনির ডিউকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল—মেজো মেয়ে রিগানের বিয়ে হয়েছিল কর্ণওয়ালের ডিউকের সঙ্গে। ছোট মেয়ে কর্ডেলিয়ার তখনও বিয়ে হয়নি। ফ্রান্সের রাজা আর বার্গাণ্ডির ডিউক, দু'জনেই তাকে বিয়ে করবার জন্যে উৎসুক হয়েছিলেন এবং সেই জন্যে তাঁরা দু'জনেই এই সময়ে লিয়রের রাজধানীতে এসে বাস কচ্ছিলেন।

রাজা তখন খুব বুড়ো হয়েছিলেন—বয়েস হয়েছিল আশীরও উপর। রাজকার্য্য দেখাশুনো করেন এমন ক্ষমতা আর ছিল না। মনে ভাবলেন, উপযুক্ত লোকের হাতে সব ভার দিয়ে শেষ সময়টা পরকালের চিন্তায় কাটাবেন। তাই একদিন মেয়েদের ডেকে

জিজ্ঞেস্ করলেন, "তোমাদের মধ্যে কে আমাকে সকলের চেয়ে বেশী ভালবাস? সেই অনুসারে আমার রাজ্য তোমাদের মধ্যে ভাগ করে' দেবো।"

বড় মেয়ে গনেরিল বল্‌ল, "বাবা, তোমাকে আমি যে কত ভালবাসি তা কথায় প্রকাশ করা যায় না। তুমি আমার নিজের চোখের চাইতেও প্রিয়, তোমাকে আমার প্রাণের চাইতেও বেশী ভালবাসি।" গনেরিল মুখে এইরকম অনেক কথাই বল্লে বটে, কিন্তু রাজাকে যে সত্যি সে তেমন ভালবাস্‌ত তা নয়। রাজা তা মোটেই বুঝতে পার্‌লেন না; তার কথা বিশ্বাস করে', মহা খুসী হ'য়ে তাঁর প্রকণ্ড রাজ্যের তিন ভাগের একভাগ গনেরিল ও তার স্বামীকে দিয়ে দিলেন। তারপর রাজা মেজো মেয়েকে জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন, "রিগান, তুমি আমায় কেমন ভালবাস বলত?" মেজো মেয়েও বড় মেয়েরই মত। বলবার সময় সে তার বোন্‌কেও ছাড়িয়ে উঠ্‌লো। সে বল্লে, "বাবা, দিদি তোমায় যেরূপ ভালবাসে বল্‌ল, আমার ভালবাসার তুলনায় তা কিছুই নয়। তোমাকে ভালবেসে আমি যত সুখ পাই, অন্য কিছুতেই আর তেমন সুখ পাই না।" মেয়েরা তাঁকে এত ভালবাসে শুনে লিয়র নিজকে পরম ভাগ্যবান

মনে করতে লাগলেন। গনেরিলের মত রিগান ও তার স্বামীকেও রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে দিলেন।

এইবার ছোট মেয়ে কর্ডেলিয়ার দিকে ফিরে রাজা বল্লেন, "মা, তুমি কি বল?" ছোট হ'লেও কর্ডেলিয়া রূপে গুণে বোন্‌দের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, রাজাও তাকে সকলের চেয়ে বেশী ভালবাস্‌তেন। রাজা ভেবেছিলেন, কর্ডেলিয়া না জানি আরও কত কি বলে' তার ভালবাসা জানাবে। কিন্তু কর্ডেলিয়া তার বোন্‌দের ভালবাসার ভাণ করতে দেখে বড়ই বিরক্ত হয়েছিল। সে বল্লে, "বাবা, মেয়ের যেমন উচিত আমি আপনাকে তেম্‌নি ভালবাসি, তার চেয়ে কমও নয় বেশীও নয়।"

এ কথায় রাজা মনে করলেন, কর্ডেলিয়া তাঁকে তাঁর অন্য দু' মেয়ের মত ভালবাসে না। এই ভেবে তিনি মনে খুব কষ্ট পেলেন। তিনি বল্লেন, "কর্ডেলিয়া, যা বলছ তা ভাল করে' বুঝে বল; তোমার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের পথে কাঁটা দিও না।" কর্ডেলিয়া খুব নম্রভাবে বল্লে, "বাবা, আমি আপনার মেয়ে, আপনারই স্নেহে, ভালবাসায় আমি লালিত পালিত হয়েছি, আমিও আপনাকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করি এবং ভালবাসি। আপনার প্রতি আমার যা কর্ত্তব্য তা পালন করতে

আমি সাধ্যমত চেষ্টা করে' থাকি। কিন্তু তাই বলে' দিদিদের মত আমি অত বাড়িয়ে বল্‌তে জানি না। আপনাকে ছাড়া আর কাকেও ভালবাসি না বা বাস্‌ব না এ কথা কি করে' বল্‌ব? দিদিদের বিয়ে হয়েছে, স্বামীকে কি ওরা মোটেই ভালবাসে না? যদি আমার কখনও বিয়ে হয়, তবে আমার স্বামী নিশ্চয়ই আমার সুখদুঃখের ভাগী হবেন, আমারও তাঁকে ভাল্‌বাসতে হবে, দিদিদের মত শুধু আপনাকেই ভালবাস্‌ব এ ভেবে ত আর বিয়ে করা চল্‌বে না।"

বোন্‌রা পিতাকে যতটা ভালবাসার ভাণ কচ্ছিল, কর্ডেলিয়া সত্যি সত্যি তাঁকে সেইরূপ ভালবাস্‌ত। অন্য কোন সময় হ'লে সে হয়ত সে কথা খুলেই বল্‌ত, কিন্তু লাভের জন্যে বোন্‌দের ভালবাসার ভাণ করতে দেখে সে এতই বিরক্ত ও দুঃখিত হয়েছিল যে, তার অন্তরের ভালবাসার কথা বাইরে প্রকাশ করে' বল্‌তে তখন ঘৃণা বোধ হ'তে লাগল। সে স্থির কর্‌লে, মুখে প্রকাশ না করে' পিতাকে নীরবে ভালবাসাই হবে সব চেয়ে ভাল।

রাজা লিয়র চিরদিনই একটু উগ্রপ্রকৃতি ছিলেন এবং তোষামোদ খুব ভালবাস্‌তেন। তার উপর বুড়ো হ'য়ে, তিনি বিচারবুদ্ধিও একরূপ হারিয়েছিলেন। তাই কার

কথা সত্যি—কার কথা মিথ্যে বুঝ্‌তে পারলেন না। কর্ডেলিয়ার আন্তরিক ভালবাসাও ভুল বুঝলেন এবং তার সরল কথাগুলিকেও দাম্ভিকতা বলে' মনে কর্‌লেন। তিনি কর্ডেলিয়ার উপর এতই ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়েছিলেন যে, তখনই তার প্রাপ্য তৃতীয়াংশ তাকে না দিয়ে অন্য দু' মেয়ের মধ্যে সমান ভাগ করে' দিলেন। তারপর দু' জামাইকে ডেকে এনে সমস্ত সভাসদের সাম্‌নে তাঁদের উপর রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণের ভার অর্পণ কর্‌লেন। নিজে নামে মাত্র রাজা রইলেন। কথা রইল, তিনি শুধু একশত জন পারিষদ নিয়ে পালা করে' একমাস মেয়েদের বাড়ীতে কাটাবেন।

রাজাকে এই রকম অন্যায়ভাবে রাজ্য ভাগ কর্‌তে দেখে পারিষদেরা ভারি বিস্মিত হ'লেন। সকলেই বুঝলেন, রাজা শুধু রাগের মাথায় এই কাজ করেছেন; কিন্তু কারও প্রতিবাদ করতে সাহস হ'ল না। কেণ্টের আর্ল রাজার একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী ছিলেন। তিনি লিয়রকে রাজার ন্যায় সম্মান করতেন, পিতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন, বিশ্বস্ত অনুচরের ন্যায় তাঁর সকল আদেশই পালন করতেন। নিজের জীবন দিয়েও তিনি লিয়রের মঙ্গল করতে কুণ্ঠিত হ'তেন না। তা হ'লেও

তিনি লিয়রের এ অন্যায় ব্যবহার নীরবে সহ্য করতে পারলেন না। কিন্তু লিয়র রাগলে তাঁকে বোঝায় সাধ্য কার? কেণ্ট কর্ডেলিয়ার হ'য়ে বলতে আরম্ভ করতেই লিয়র তাঁকে ধমকে বল্লেন, "যদি প্রাণের ভয় থাকে তবে কোন কথা ব'লো না।" কেণ্ট রাজার রাগে ভীত না হ'য়ে বল্লেন, "মহারাজ, চিরকাল আপনাকে সৎপরামর্শই দিয়ে এসেছি, এখনও দেবো; জীবনের ভয়ে সে কর্ত্তব্য থেকে বিচলিত হব না। আপনি মিথ্যা তোষামোদে প্রতারিত হ'য়ে, সরলা কর্ডেলিয়ার প্রতি খুবই অন্যায় কচ্ছেন; প্রকৃত পক্ষে কেবলমাত্র কর্ডেলিয়াই আপনাকে অন্তরের থেকে ভালবাসে। আমার একান্ত অনুরোধ, আপনি ধীরভাবে এ বিষয় ভেবে দেখুন।"

কেণ্টের কথা শুনে রাজার রাগ আরও বেড়ে গেল। তিনি সেই বিশ্বস্ত ও একান্ত অনুরক্ত আর্লকে নির্ব্বাসনের আজ্ঞা দিয়ে বল্লেন, "আমার রাজ্য ছেড়ে চলে' যেতে পাঁচ দিন সময় দিচ্ছি, যদি তারপরও তোমায় আমার রাজ্যে দেখি তবে স্থির জেনো তোমার প্রাণদণ্ড হবে।" কেণ্ট উত্তর করলেন, "বেশ তাই হোক্, আমি চলেই যাচ্ছি; আপনি যে রকম কাজ কচ্ছেন তাতে এখানে থাকাই শাস্তি।"— এই বলে' কর্ডেলিয়াকে আশীর্ব্বাদ করে',

সকলের কাছে বিদায় নিয়ে সেখান থেকে চলে' গেলেন।

কেন্ট চলে' গেলে রাজা বার্গাণ্ডির ডিউক ও ফ্রান্সের রাজাকে ডেকে এনে বল্লেন, "আমি কর্ডেলিয়াকে ত্যাগ করেছি, কিছুই তাকে দেবো না, এ সত্ত্বেও তোমরা তাকে বিয়ে কর্‌তে প্রস্তুত আছ কি ?" বার্গাণ্ডির ডিউক কপর্দ্দকশূন্য কর্ডেলিয়াকে বিয়ে কর্‌তে রাজী হলেন না। কিন্তু ফ্রান্সের রাজা সব শুনে, কর্ডেলিয়ার গুণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন, ও তাকে বিয়ে করে' নিয়ে যেতে চাইলেন। কর্ডেলিয়াও তাতে সম্মত হলেন। তখন ফ্রান্সের রাজা বল্লেন, "কর্ডেলিয়া, তুমি তোমার পিতার রাজ্যের কিছুই পেলে না বটে, কিন্তু আজ হ'তে তুমি ফ্রান্সের রাণী হ'লে। যাও, তোমার পিতা ও ভগ্নীদের কাছে বিদায় নিয়ে এস।"

বোন্‌দের কাছে বিদায় নেবার সময় কর্ডেলিয়া কেঁদে বল্লে, "দিদি, আমি ত চল্লুম, তোমরা মুখে বাবাকে যা বলেছ কাজেও সেই রকম কর্‌বে আশা করি।" গনেরিল ও রিগান রুক্ষভাবে উত্তর কর্‌লে, "সে কথা আর আমাদের তোমার কাছে শিখ্‌তে হবে না ; নিজে কি করে' স্বামীর মন জোগাবে এখন তাই দেখগে, তিনি ত

তোমায় পেয়ে আপনাকে কতই ভাগ্যবান্ বলে' মনে কচ্ছেন।" কর্ডেলিয়া এতে আরও দুঃখিত হ'য়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে চলে' গেলেন।

কর্ডেলিয়া চলে' যাবার অল্প দিনের মধ্যেই লিয়র তাঁর বড় দু' মেয়ের কপটতা বুঝ্‌তে পারলেন। গনেরিলের বাড়ী থাকবার প্রথম মাস না পেরুতেই তার ব্যবহারে বেশ বুঝ্‌লেন, ওদের কথায় ও কাজে কত প্রভেদ! দুষ্টা গনেরিল পিতার সর্ব্বস্ব, এমন কি রাজমুকুট পর্য্যন্ত, নিয়েও সন্তুষ্ট থাক্‌তে পার্‌লে না। তিনি যে কেবলমাত্র নামে রাজা থাকবেন, এও তার সহ্য হ'ল না। লিয়র আর তাঁর একশত পারিষদকে দেখলেই তার চোখ টাটাত। যতটা পার্‌ত তাঁদের এড়িয়ে চল্‌ত, যদিই বা কখনও তাঁদের সঙ্গে দেখা হ'ত তা হ'লে ভ্রূকুটি করে' মুখ ফিরিয়ে নিত, ভাল মুখে কথাটি পর্য্যন্ত কইত না। বৃদ্ধ পিতাকে সে মনে কর্‌তো জঞ্জাল, আর ঐ পারিষদগণের জন্যে যে ব্যয় হ'ত সেগুলোকে মনে কর্‌তো নিতান্তই বাজে খরচ। শেষে এমন হ'ল যে, ইচ্ছে কর্‌লেও লিয়র মেয়ের দেখা পেতেন না। ডেকে পাঠালে বল্‌ত, মাথা ধরেছে, কিম্বা ঐ রকম অন্য একটা ওজর দিত। শুধু তাই নয়, দেখাদেখি গনেরিলের দাসদাসীরাও রাজাকে সব বিষয়ে তুচ্ছ-

তাচ্ছিল্য ও অপমান করতে সুরু করলে। রাজা কোন কিছু করতে বল্লে তারা তা গ্রাহ্যই করতো না, কখনও বা শুনেও শোনেনি এইরূপ ভাণ করতো। এর পিছনে গনেরিলেরও যে একটু টিপুনি ছিল না তা নয়। আসল কথা, ওদের বিদেয় করে' দিতে পারলেই যেন গনেরিলের আপদ্ চুকে যায়। প্রথমটায় লিয়র এ সব দেখেও দেখতেন না, নিজের দোষেই এ হয়েছে বুঝে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করতেন।

এ দিকে লিয়র নির্ব্বাসনের আদেশ দিলেও কেণ্ট কিন্তু তাঁকে এই অবস্থায় ফেলে চলে' যেতে পারলেন না; তিনি বেশই জানতেন যে, মেয়েদের হাতে লিয়রের দুর্দ্দশার সীমা থাকবে না। তাই নিজের সুখ, ঐশ্বর্য্য—সব পরিত্যাগ করে', সামান্য একজন পরিচারকের বেশ ধরে' রাজার সেবায় নিযুক্ত হলেন। কেণ্ট তখন আসল নাম লুকিয়ে নিজেকে কেয়াস বলে' পরিচয় দিলেন—রাজাও তাঁকে এই ছদ্মবেশে চিনতে না পেরে, তাঁর কাজকর্ম্মে খুসী হ'য়ে আদর করে' কাছে রাখলেন। কেয়াস খুবই স্পষ্টবাদী। তোষামোদের নেশা কেটে যাওয়ায়, এখন কিন্তু তাঁর কথাই রাজার কাছে ভাল লাগতে লাগলো।

বরাতক্রমে কেয়াস শীগ্গিরই একদিন প্রভুর প্রতি

স্নেহ, ভক্তি ও আনুগত্যের পরিচয় দিবার সুযোগ পেলেন। গনেরিলের প্রধান ভাণ্ডারী সে দিন মুখের উপর রাজাকে অপমান করায় কেয়াস তা সহ্য কর্‌তে না পেরে, চক্ষের নিমিষে তার দু' পা ধরে' আছাড় মেরে কাছেই এক নর্দ্দমায় ফেলে দিলেন। এইরূপে তিনি রাজার আরও প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠ্‌লেন।

এই দুঃসময়ে রাজার আর একটি বন্ধু ছিল তাঁর ভাঁড়। তখনকার দিনে প্রায় সব রাজারই এক এক জন করে' ভাঁড় থাক্‌ত ; অবসরকালে তারা নানারকম হাসিঠাট্টা করে' রাজাদের চিত্তবিনোদন কর্‌তো। লিয়র তাঁর সমস্ত রাজৈশ্বর্য্য মেয়েদের বিলিয়ে দিলেও তাঁর এই ভাঁড়টি স্নেহবশতঃ তাঁকে পরিত্যাগ করে নি। কোন কারণে লিয়রকে বিমর্ষ দেখ্‌লে হাসিঠাট্টা দ্বারা সে সাধ্যমত তাঁকে প্রফুল্ল কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তো। আবার বোকামী করে' যথাসর্ব্বস্ব মেয়েদের দিয়ে দেওয়ার জন্যে তামাসা করে' রাজাকে মাঝে মাঝে দু'টো কথাও শুনিয়ে দিত। এমন কি সময়ে সময়ে গনেরিলের মুখের উপর বেশ ঠেস্‌ দিয়ে নানারূপ ঠাট্টাবিদ্রূপ কর্‌তেও ছাড়্‌ত না। সে কথা-বার্ত্তায় স্পষ্টই বুঝিয়ে দিত যে, রাজা মেয়েদের হাতে সমস্ত সঁপে দিয়ে কি অন্যায়ই না করেছেন। গনেরিল

এতে হাড়ে হাড়ে চটে' যেত। যা মুখে আসে তাই বলে, তাই গনেরিল তাকে উপযুক্ত সাজা দেবে বলে' দু'-একদিন শাসিয়েও ছিল।

দুষ্টা মেয়েদের হাতে রাজার অপমানের তখনও শেষ হয় নি। গনেরিলের বিষদৃষ্টি চিরদিনই ছিল লিয়রের ঐ একশত পারিষদের উপর। তাই একদিন আর থাক্‌তে না পেরে রাজাকে গিয়ে বল্লে, "বাবা, আমি তোমার এই অনুচরদের নিয়ে একেবারে জ্বালাতন হ'য়ে উঠেছি। এদের দিয়ে কোন লাভও হয় না, অথচ এদের পিছনে একরাশ টাকা খরচ হচ্ছে। কাজের মধ্যে কেবল মজা করে' খাচ্ছে দাচ্ছে আর চেঁচামিচি করে' রাজবাড়ী মাথায় করে' তুল্‌ছে। একটু শান্তিতে যে থাক্‌ব এ হতভাগাদের জন্যে সে উপায়ও নেই। তাই বল্‌ছি, কেবলমাত্র তোমারই মত বুড়ো বুড়ো জন-কয়েককে রেখে বাকীগুলোকে বিদেয় করে' দাও।"

কথাগুলি শুনে লিয়র হতভম্ব হ'য়ে গেলেন। তাঁরই স্নেহের কন্যা গনেরিল যে আজ তাঁকে এই সব শক্ত কথা শুনালে এ তিনি প্রথমে বিশ্বাসই কর্‌তে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু গনেরিল যখন ঐ সকল কথা নিয়ে জিদ্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল, তখন তাঁর আর সন্দেহের কোন কারণ রইল না।

তিনি রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্লেন, "গনেরিল, তুই আমাকে ভাল রকমই প্রতারণা করেছিস্‌। এখন আবার তুই আমার সম্ভ্রান্ত, প্রভুভক্ত পারিষদদের নামে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছিস্‌। তোর কথা যে সবই মিথ্যে তা বুঝ্‌তে কি আমার বাকী আছে?"—প্রকৃতপক্ষেও লিয়রের সেই একশত অনুচরের সবাই খুব ভদ্র, সুশিক্ষিত, শান্ত ও সচ্চরিত্র ছিলেন, তাঁদের দিয়ে ওরকম কাজ মোটেই সম্ভব-পর ছিল না।

রাজা তখনই তাঁর সইসকে ঘোড়া আন্‌তে পাঠালেন; গনেরিলকে বল্লেন, "আমি আমার লোকজন নিয়ে এই মুহূর্ত্তেই তোর বাড়ী ছেড়ে চলে' যাচ্ছি। তোর মত অকৃতজ্ঞ সন্তানের প্রাণ পাথর দিয়ে গড়া। তুই বাঘ-ভালুকের চেয়েও ভয়ানক, রাক্ষসীর চাইতেও ভয়ঙ্কর।" —তারপর তিনি গনেরিলকে এমন অভিসম্পাত কর্‌লেন যা শুন্‌লেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে। বল্লেন, "পাপিষ্ঠা, তুই যেন সারা জীবনে সন্তানের মুখ দেখিস্‌ না। আর যদিইবা কখনও তোর সন্তান হয়, তবে তুই আমাকে যত কষ্ট দিলি, অপমান কর্‌লি, সে বেঁচে থেকে যেন কড়ায়-গণ্ডায় তার শোধ দেয়, সে যেন হাড়ে হাড়ে তোকে বুঝিয়ে দেয় সন্তান বাপমাকে জ্বালা দিলে সে জ্বালায় কত

বিষ।” গনেরিলের স্বামী আল্‌বেনির ডিউক তখন রাজার কাছে বল্‌তে গেলেন যে, তিনি তাঁর মেয়ের কাছে যে দুর্ব্ব্যবহার পেয়েছেন তাতে তাঁর কোন হাত ছিল না। কিন্তু রাজা এমনি চটে' গিয়েছিলেন যে, তাঁর সে সব কথা কানেও তুল্‌লেন না। রাগ করে' লোকজন নিয়ে,ঘোড়ায় চড়ে' তাঁর মেজো মেয়ে রিগানের বাড়ীতে চল্লেন। পথে যেতে যেতে তাঁর কত কথাই না মনে উঠতে লাগলো ; ভাব্‌লেন, কর্ডেলিয়ার ত কোন দোষই নেই—যদিইবা কিছু থেকে থাকে, তার বোনদের তুলনায় সে অতি সামান্য। অথচ তার উপর কত অবিচারই না হয়েছে! তখন তাঁর চোখ ফেটে জল পড়্‌তে লাগ্‌লো। আবার তাঁর লজ্জাও হতে লাগ্‌লো, যে, সেদিনকার মেয়ে গনেরিল সে তাঁকে আজ নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে।

রিগান আর তার স্বামী তাদের নিজ প্রাসাদে বহু লোকলস্কর, ধনদৌলত নিয়ে খুব জাকজমকের সাথে বাস কচ্ছিল। লিয়র তাঁর ভৃত্য কেয়াসকে পত্র দিয়ে রিগানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাতে লিখে দিলেন, “তুমি আমাদের উপযুক্ত অভ্যর্থনার আয়োজন কর, আমি আমার অনুচরদের নিয়ে তোমার ওখানে যাচ্ছি।” কিন্তু গনে-রিলকে রাজা এঁটে উঠ্‌তে পার্‌বেন কেন? সে ভয়ানক

চালাক। আগে থাক্‌তেই সে রিগানের কাছে এক চিঠি পাঠিয়েছিল, তাতে লিখেছিল—রাজা আজকাল ভারি বদমেজাজী হয়েছেন, তাতে আবার সঙ্গে এক দল লোক; রিগান যেন কোন মতেই এদের তার বাড়ীতে স্থান না দেয়। এখন এই চিঠি যে নিয়ে গিয়েছিল সে আর কেয়াস দু'জনে একই সময়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত। দেখামাত্র কেয়াস চিন্‌লেন, এ সেই বেটা—লিয়রকে অসম্মান করার জন্যে যাকে ক'দিন আগে তিনি ঠ্যাং ধরে' তুলে আচ্ছা করে' এক আছাড় মেরেছিলেন। কিন্তু এ বেটা এখানে কেন? রকম-সকম দেখেও কেয়াসের ভাল লাগ্‌লো না। তখন মনে সন্দেহ হ'ল, বোধহয় পাজী বেটী গনেরিল রাজার বিরুদ্ধে কোন চিঠিপত্র পাঠিয়েছে—আর ঐ বেটা এসেছে সেই চিঠি দিতে। আর যাবে কোথা? কেয়াস তার ঘাড় ধরে' খুব কসে' পিটুনী লাগিয়ে দিলেন। যেমন কাজে এসেছিল তেমনি তার শিক্ষা হ'ল। কিন্তু রিগান আর তার স্বামীর কানে এই কথা উঠ্‌তেই তারা কেয়াসকে ধরে' নিয়ে গিয়ে গারদে রাখ্‌লে। তিনি রাজা লিয়রের দূত, সকলেরই সম্মানের পাত্র, সেজন্যেও তাঁকে কোন খাতির কর্‌লে না। কাজেই রাজাকে রিগানের দুর্গে প্রবেশ করে' প্রথমেই

দেখ্‌তে হ'ল, তাঁর প্রিয় ভৃত্য কি দুর্দ্দশা ভোগ কচ্ছেন।

রাজা ভেবেছিলেন, তাঁকে কতই না অভ্যর্থনা করা হবে, কিন্তু লক্ষণ যা দেখ্‌লেন তা বড় শুভ বলে' বোধ হ'ল না। মেয়েকে আর জামাইকে না দেখে মন তাঁর উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠ্‌লো। জিজ্ঞাসা করে' জান্‌তে পারলেন, সারা রাত্রির পথশ্রমে তারা বড়ই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে—এখন দেখা হবে না। কিন্তু যখন দেখ্‌লে, রাজা ভয়ানক রেগে গিয়ে বারবার দেখা করবার জন্যে জিদ কচ্ছেন, তখন আর কি কর্‌বে—অগত্যা দেখা কর্‌তে এল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য—রাজা দেখেন, তাদের সঙ্গে সেই পাপিষ্ঠা গনেরিল! গনেরিল যে আগে থাক্‌তেই সেখানে এসে বসেছিল তার কারণ, নানা রকম বুঝিয়ে পড়িয়ে বোনকে রাজার উপরে চটিয়ে দেওয়া, আর তাকে বেশ করে' বুঝিয়ে দেওয়া যে, তার আর তার স্বামীর কোন অপরাধই নেই, যত দোষ সব সেই বুড়ো রাজার।

গনেরিলকে ওদের সঙ্গে দেখেই রাজার ভয়ানক রাগ হ'ল। আবার যখন দেখ্‌লেন, রিগান আর সে হাত ধরাধরি করে' আস্‌ছে, তখন তিনি একেবারে অধীর হ'য়ে পড়লেন। বল্লেন, "গনেরিল, আজ তোর বুড়ো

বাপের দিকে চাইতে লজ্জা বোধ হচ্ছে না ?” রিগান বল্লে, “বাবা, আমার কথা শোন ; তোমার লোকজন অর্দ্ধেক বিদেয় করে' দিয়ে, একটু শান্তশিষ্ট হ'য়ে দিদির বাড়ীতেই গিয়ে থাক। যা করে' ফেলেছ তার জন্যে দিদির কাছে মাপ চাও, তা হ'লেই সে ক্ষমা করবে। আজকাল তুমি বুড়ো হয়েছ, সব ত ভাল করে' বুঝতে পার না ; এখন আমরা তোমাকে যে ভাবে চালাই সেই ভাবে চল।” রাজা বল্লেন, “রিগান, একি কথা ? আমি কি শেষে নিজের মেয়ের সামনে জানু পেতে বসে', জোড়হাতে ক্ষমা চেয়ে পেটের ভাতের জোগাড় করবো ? তা কখনও হবে না। তুমি ঠিক জেনো, আমি কখনই ওর সঙ্গে ফিরে যাব না। আমার একশ' অনুচর নিয়ে আমি তোমার এখানেই থাকবো। কারণ আমি জানি, তুমি এখনও ভুলে যাওনি যে, আমিই তোমাকে আমার অর্দ্ধেক রাজত্ব দিয়েছি, আর তুমি ঐ পাপিষ্ঠার মত কঠিন নও—তোমার প্রাণে এখনও দয়ামায়া আছে। অর্দ্ধেক লোক বিদেয় করে' দিয়ে গনেরিলের বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে বরং আমি আমার ছোট জামাই ফ্রান্সের রাজার দোরে গিয়ে ভিক্ষে মেগে খাব।”

এখানেও রাজার ভুল হ'ল—ভাবলেন, রিগান বুঝি

তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। কিন্তু সে যা উত্তর দিলে, তা তার দিদির কথার চেয়েও কঠোর। সে বল্লে, "পঞ্চাশ কেন, পঁচিশ জন লোক সঙ্গে রাখাও আমি তোমার পক্ষে বেশী বলে' মনে করি।"—কথা শুনে দুঃখে, ক্ষোভে রাজার বুকখানা যেন ভেঙ্গে গেল। ভাব্লেন, তবে গনেরিলের বাড়ীতে যাওয়াই ভাল। বল্লেন, "গনেরিল, তবে তোমার ওখানেই যাই, চল। তুমি তবু পঞ্চাশ জন রাখ্বে বল্ছ, রিগান বল্ছে পঁচিশ, তোমার অর্দ্ধেক। কাজেই তুমি ওর চাইতে আমাকে দ্বিগুণ ভালবাস। চল, তোমার বাড়ীতেই যাই।" গনেরিল তখন সুবিধা পেয়ে বল্লে, "পঁচিশ জনেরই বা তোমার কি দরকার? আমি ত দশ জনের—এমন কি পাঁচ জনেরও কোন দরকার দেখিনে। তোমার যা-কিছু কাজকর্ম্ম সে ত আমাদের চাকরবাকর দিয়েই চল্তে পারে।" বাপের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করতে দু' বোনে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চল্ছিল! যিনি একদিন এত বড় রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, আজ তাঁকে এতটুকু রাজসম্মান দিতেও এদের প্রাণে সইছে না! একে একে সবই ত নিয়েছে; থাক্বার মধ্যে আছে শুধু দেহরক্ষী ক'জন অনুচর! এরা তাদেরও তাড়াবার মতলব করলে—

বাসনা, লিয়র যে কোন দিন রাজা ছিলেন তার কিছুমাত্র চিহ্নও না থাকে ; বল্‌তে পার, অনুচর না হ'লে কি কেউ সুখী হ'তে পারে না ? তা পারে.; তবে রাজসিংহাসন ছেড়ে হঠাৎ একেবারে পথে দাঁড়ান, লক্ষ লক্ষ লোকের উপর হুকুম চালিয়ে হঠাৎ একেবারে অনুচরশূন্য হওয়া—এ কি যেমন তেমন কথা ? রক্তমাংসের মানুষ হ'য়ে এ কি কেউ সইতে পারে ? রাজা লিয়র আজ পথের ফকির, এ তাঁর কম দুঃখ নয় ; কিন্তু তাঁর সব চেয়ে বেশী দুঃখ এই যে, তাঁর নিজের মেয়েরাই আজ তাঁকে পথে বসাচ্ছে ! তখন রাজার বুকের ভিতরটা পুড়ে যেন খাঁক্ হ'য়ে যেতে লাগ্‌লো। নিজের উপরেও রাগ হ'তে লাগ্‌লো.কেন তিনি বোকার মত নিজের রাজ্য এমন করে' মেয়েদের বিলিয়ে দিয়েছেন ! রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে রাজা পাগলের মত হ'য়ে গেলেন ; এম্‌নি প্রতিশোধ নিবেন বলে' প্রতিজ্ঞা কর্‌লেন যে, তা শুনে পৃথিবীসুদ্ধ লোক ভয়ে শিউরে উঠ্‌বে। কিন্তু বল্লে কি হয়—সে প্রতিজ্ঞা কাজে পরিণত কর্‌বার শক্তি তাঁর আদপেই ছিল না।

রাজা বকাবকি কচ্ছেন, এদিকে ক্রমে রাত্রি হ'য়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে বিষম ঝড়, বৃষ্টি আর বিদ্যুৎ। যেন প্রলয়-কাল উপস্থিত ! রাজা যখন দেখ্‌লেন, মেয়েদের

গোঁ এততেও থাম্‌লো না, এখনও তেম্‌নি ভাবে বল্‌ছে, তাঁর অনুচরদের বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেবে না—তখন আর তিনি সেখানে দাঁড়ালেন্ না ; লোকজন ডেকে, ঘোড়া নিয়ে রিগানের বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়্‌লেন। ভাব্‌লেন, এমন অকৃতজ্ঞ, নিষ্ঠুর মেয়েদের আশ্রয়ে নিরাপদে থাকার চেয়ে নিরাশ্রয়ে, ঝড়জলের মধ্যে, বজ্রাঘাতে মরাও ভাল। মেয়েরা বল্লে, "একগুঁয়ে লোকেরা নিজেদের উপযুক্ত শাস্তি নিজেরাই ডেকে আনে।"—এই বলে' বাপ্‌কে ত আর ডাক্‌লেই না, বরং তাঁর মুখের উপরেই দরজা বন্ধ করে' দিলে।

বাইরে তখন ভয়ানক ঝড় ; বৃষ্টিও ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মেয়েদের দুর্ব্যবহারের তুলনায় বৃদ্ধ লিয়রের কাছে সে দুর্যোগ সামান্য বোধ হ'তে লাগ্‌লো। সাম্‌নে মস্ত খোলা মাঠ, ক্রোশের পর ক্রোশ চলে' গেছে, কোথাও একটু দাঁড়াবার স্থান পর্য্যন্ত নেই, এমন একটা গাছ পর্য্যন্ত নেই যার নীচে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম করতে পারেন। ঘোর অন্ধকারে লিয়র ক্রমাগত চলেছেন ; ঝড়, বৃষ্টি, মেঘগর্জ্জন—কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নেই ! এক এক বার তাঁর প্রাণের ভিতর থেকে যেন বেজে উঠ্‌ছে—"ওঠ্ ঝড় ওঠ্, দে পৃথিবীকে উড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রের

ভিতর ডুবিয়ে; না হয়ত যা সমুদ্রের সমস্ত জল টেনে এনে দে পৃথিবীকে ভাসিয়ে, যেন নেমকহারাম মানুষের আর চিহ্নমাত্রও না থাকে।" রাজার সাথে তখন আর বিশেষ কেউ ছিল না, শুধু সেই মূর্খ বিদূষক তখনও রাজাকে ছেড়ে যায় নি—তখনও নানা কৌশলে, নানা রকম মজার কথা বলে' সে রাজাকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা কচ্ছিল।

রাজা এই ভাবে যাচ্ছেন, এমন সময়ে কেয়াসের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ল। কেয়াস আগাগোড়াই রাজার পিছনে পিছনে আস্‌ছিলেন: তিনি রাজাকে এই অবস্থায় দেখে বল্লেন, "মহারাজ, যে দুর্যোগ, এতে পশু-পক্ষীরাও আশ্রয় নিয়েছে, আর আপনি এর ভিতরে কোথায় যাচ্ছেন? এসব কি আপনার সহ্য হ'তে পারে?" রাজা রেগে উঠে বল্লেন, "কেউ যদি বড় একটা আঘাত পায়, তা হ'লে অন্য কোন ছোট আঘাতের কথা তাঁর মনে আসে কি, কেয়াস? প্রাণের ভিতর যার ভীষণ ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে, তার শরীরের ভাবনা থাকে কি? কেয়াস, তুমি জান কি, যে সন্তানদের এত করে' লালনপালন করেছি তাদের দুর্ব্যবহার, অকৃতজ্ঞতা কত মর্ম্মান্তিক?"

কেয়াস কিন্তু কিছুতেই তাঁকে ছাড়লেন না; বুঝিয়ে

সুঝিয়ে তাঁকে কাছেই পথের ধারে একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। রাজার ভাঁড় কিন্তু সেখানে ঢুকেই "ভূত! ভূত !!" বলে' চীৎকার করতে করতে বেরিয়ে এল। পরে দেখা গেল, ভূতটুত কিছু নয়, একটা ভিখারী ঝড়জলে ঐ ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। সম্বলের মধ্যে তার পরনে ছেঁড়া এক টুক্‌রো কম্বল—আর তার কিছুই নেই। রাজা তার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "এরও আমারই মত অবস্থা। নিশ্চয়ই এও এর যথাসর্ব্বস্ব সন্তানদের দিয়ে আজ আমার মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েছে। সন্তানের দুর্ব্যবহার ছাড়া মানুষের কি কখনও এমন দুরবস্থা হয় ?"

রাজার এই রকম আরও দুটো-একটা খাপছাড়া কথাতে কেয়াস বুঝলেন, মেয়েদের ব্যবহারে মনে দারুণ আঘাত লাগায় রাজা সত্যি সত্যি পাগল হয়েছেন। রাজসভায় থেকে কেণ্ট রাজার যেরূপ সেবা করতে পারেন নি, আজ কেয়াস সেজে রাজার এই বিপদে তার চেয়ে ঢের বেশী উপকার কর্‌বার সুযোগ পেলেন। ডোভারে কেণ্টের অনেক বন্ধুবান্ধব ছিলেন—সেখানে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তিও ছিল। রাজার তখনও যা দু'-একজন বিশ্বস্ত অনুচর ছিল পরদিন প্রাতে তাদের সাথে দিয়ে রাজাকে

ডোভারের দুর্গে পাঠিয়ে দিলেন, আর নিজে কর্ডেলিয়ার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ফ্রান্সে যাত্রা করলেন। কেণ্ট কর্ডেলিয়ার সঙ্গে দেখা করে' তাঁর দিদিরা রাজার উপর কি রকম অমানুষিক অত্যাচার করেছে এবং তিনি এখন কি দুর্দ্দশা ভোগ কচ্চেন, এ সব খুলে জানালেন। শুনে কর্ডেলিয়ার চোখ ফেটে জল বেরুতে লাগ্‌লো। তার পর কর্ডেলিয়া স্বামীকে সব কথা বল্লেন ; আর তাঁর অনুমতি নিয়ে একদল সৈন্য সঙ্গে করে' ডোভার যাত্রা করলেন—উদ্দেশ্য, তাঁর সেই পাপিষ্ঠা বোনদের দূর করে' দিয়ে রাজা লিয়রকে আবার তাঁর সিংহাসনে বসাবেন।

রাজা পাগল হয়েছেন দেখে কেণ্ট তাঁকে সব সময়ে চোখে চোখে রাখ্‌বার জন্যে কয়েকজন লোক নিযুক্ত করে' দিয়েছিলেন। যে দিন কর্ডেলিয়া ডোভারে এসে পৌঁছলেন, ঠিক সেই দিনই রাজা তাদের হাত থেকে পালিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ডোভারে গিয়ে উপস্থিত হন। কর্ডেলিয়ার কয়েকজন সৈনিক ঐ সময় বেড়াতে বেড়াতে দেখ্‌তে পেলে, পাগল লিয়র খড়-কুটো ও লতাপাতার তৈরী একটা মুকুট মাথায় দিয়ে নেচে নেচে গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন। এ কথা শুনে কর্ডেলিয়া বাপকে দেখ্‌বার জন্যে একেবারে অস্থির হয়ে' উঠ্‌লেন ; কিন্তু এ অবস্থায় দেখা

করা ভাল হবে না, ওষুধপত্র খেয়ে রাজা একটু সুস্থ হ'লেই দেখা করতে পারবেন, সঙ্গের ডাক্তারেরা এইরূপ বলে' তাঁকে থামালেন। রাজা সেরে উঠলে কর্ডেলিয়া ডাক্তারদের খুব পুরস্কৃত করবেন বলে' তাদের বিদায় দিলেন। রাজাও কিছুদিন এইসব বড় বড় চিকিৎসকের ওষুধপত্র খেয়ে অনেকটা সেরে উঠলেন।

তার পর লিয়রের সঙ্গে কর্ডেলিয়ার দেখা হ'ল। সে করুণ দৃশ্যে পাষাণ হৃদয়ও গলে' যায়। বহুকাল পর তাঁর বড় আদরের কর্ডেলিয়াকে দেখে বৃদ্ধ লিয়রের প্রাণ আনন্দে ভরে' উঠলো—আবার সঙ্গে সঙ্গে এমন পিতৃবৎসল মেয়ের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেছিলেন মনে করে' মরমে মরে' যেতে লাগলেন। এই রকম নানা সুখদুঃখের মধ্যে বারবার পড়ে' লিয়রের দুর্ব্বল মস্তিষ্ক আবার বিকৃত হ'য়ে পড়লো। কোথায় রয়েছেন, কার সঙ্গে কথা কইছেন, কে তাঁকে এমন করে' আদর কচ্ছে, সব ভুল হ'য়ে গেল। বল্লেন, "হাঁ মা, তুই কি আমার সেই হারানো ধন কর্ডেলিয়া ?" আবার তখনই যেন লজ্জিত হ'য়ে আর সবাইকে লক্ষ্য করে' বলছেন, "দেখুন, এঁকে যে আমি আমার কন্যা কর্ডেলিয়া বলে' মনে করেছিলুম, সেজন্যে আপনারা আমাকে উপহাস

কর্‌বেন না। বুড়ো মানুষ আমি, আমার ভুল হয়েছিল।” আবার একটু পরেই রাজা কর্ডেলিয়ার সাম্‌নে জানু পেতে ব’সে জোড়হাতে নিজকৃত অপরাধের জন্যে মাপ চাইতে লাগ্‌লেন। কর্ডেলিয়া বাপের এই অবস্থা দেখে, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তাঁর পায়ে পড়ে’ বল্‌তে লাগ্‌লেন “বাবা, অমন করে’ আমায় অপরাধী কোরো না। আমি তোমারই আদরের মেয়ে কর্ডেলিয়া, আমারই উচিত তোমার পায়ে পড়ে’ প্রণাম করা। তুমি ওঠ, আমায় আশীর্ব্বাদ কর।” —এই বলে’ কর্ডেলিয়া আদর করে’ ছেলেবেলার মত বাপের গালে চুমু খেলেন। এতে লিয়রের সকল জ্বালা, সকল ব্যথা মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন দূর হ’য়ে গেল। একটু সুস্থির হ’লে কর্ডেলিয়া বল্লেন, “বাবা, আমি সবই শুনেছি। দিদিরা যে কাজ করেছে, মানুষে তা কখনও কর্‌তে পারে না। অতি বড় শত্রুকেও লোকে এত কষ্ট দেয় না। বাড়ীর কুকুর-বেড়ালকেও অমন দুর্যোগে কেউ বাড়ী থেকে বের করে’ দেয় না। যখনই এই সব কথা আমার কানে গেছে, তখনই আমি সৈন্যসামন্ত নিয়ে তোমায় সাহায্য কর্‌বার জন্যে ছুটে এসেছি।” কর্ডেলিয়ার কথা শুনে লিয়রের প্রাণটা যেন জুড়ুলো। বড় মেয়েদের দুর্ব্যবহারে রাজা পাগল হ’য়ে গিয়েছিলেন—

এখন কর্ডেলিয়ার যত্ন-আদরে আর ভাল ভাল চিকিৎসকের ঔষধে অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ব্বের মত সুস্থ হ'লেন।

এদিকে বড় মেয়েরা রাজার সঙ্গে ব্যবহারে ত অকৃতজ্ঞতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দিয়েছিলই, এখন আবার যার যার স্বামীর সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করতে আরম্ভ করলে। স্বামীর উপর তাদের ভক্তিশ্রদ্ধা কি ভালবাসার লেশমাত্রও ছিল না। পাপ বেশী দিন লুকানো থাকে না ; শেষে এ কথাও প্রকাশ হ'য়ে পড়্ল যে, তাদের দু'জনেরই স্বভাব খারাপ হয়েছে। অদৃষ্টের ফেরে আবার দু' বোনের একই লোককে বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছিল। নাম তার এড্‌মণ্ড—লোকটি গ্লোস্‌টারের আর্লের জারজ সন্তান। আর্লের বড় ছেলেও জমিদারীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী এড্‌গারকে ঠকিয়ে ধূর্ত্ত এড্‌মণ্ড এখন সম্পত্তি অধিকার করে' নিজেই আর্ল হয়েছিল।

এই সময়ে রিগানের স্বামী কর্ণওয়ালের ডিউক মারা গেলেন। আপদ্ চুকে গেল দেখে রিগান এড্‌মণ্ডকে বিয়ে করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে। এ খবর শুনে গনেরিল হিংসায় একেবারে জ্বলে উঠ্‌লো এবং গোপনে বোনকে তীব্র বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্লে। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের কথা চাপা রইল না। শীগ্‌গিরই

এ কথা গনেরিলের স্বামীর কানে উঠ্‌লো। তিনি সমস্ত ব্যাপার জান্‌তে পেরে গনেরিলকে কারাগারে আটক কর্‌লেন। বিফল মনোরথ হ'য়ে গনেরিল সকল দুঃখ-কষ্টের হাত এড়াবার জন্যে নিজেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা কর্‌লে। দুষ্টাদের সমুচিত শাস্তিই হ'ল।

এই দু' বোনের মৃত্যুতে চারদিকে ধর্ম্মের জয়জয়কার পড়ে' গেল। কিন্তু শীগ্‌গিরই আবার লোকে সুশীলা কর্ডেলিয়ার শোচনীয় পরিণামের কথা জান্‌তে পেরে মনে করতে লাগ্‌লো যে, এ সংসারে সকল সময় ধর্ম্মের, ন্যায়ের, পবিত্রতার জয় হয় না। আহা, কর্ডেলিয়া অমন ভাল মেয়ে, তার কপালে যে এমন হবে তা কে জান্‌ত! রিগান ও গনেরিল অনেক সৈন্য দিয়ে সেই দুর্ব্বৃত্ত গ্লোস্‌টারের আর্ল এড্‌মণ্ডকে কর্ডেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিল। যুদ্ধে এড্‌মণ্ডেরই জয় হ'ল। সে কর্ডেলিয়াকে বন্দী করেও নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌লে না, তাঁকে মেরে ফেল্লে—ভয়, পাছে সে বেঁচে থাক্‌লে তাদের সিংহাসন অধিকার করার পক্ষে কোন ব্যাঘাত জন্মে। কর্ডেলিয়ার মৃত্যুসংবাদে রাজার মন একেবারে ভেঙ্গে পড়্‌ল, অল্পদিনের মধ্যে তিনিও মারা গেলেন।

প্রভুভক্ত কেণ্ট শেষ পর্য্যন্ত রাজার সঙ্গে সঙ্গেই

ছিলেন ; আপদে বিপদে ছায়ার মত তিনি তাঁর সাথে সাথে ফিরতেন। রাজার মৃত্যুর পূর্ব্বে, তিনিই যে কেয়াস সেজে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছেন—এই কথা কেণ্ট তাঁকে বুঝোবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু রাজা কর্ডেলিয়ার শোকে আবার পাগল হওয়ায় সে কথা বুঝে উঠ্‌তে পারেন নি। তাঁর মাথায় এ কথা কিছুতেই ঢুক্‌লো না যে, কি করে' মন্ত্রী কেণ্ট আর কেয়াস একজন লোক হ'তে পারে। কেণ্টও দেখ্‌লেন, রাজা বদ্ধপাগল—তাই ও-কথা বুঝো-বার জন্যে বেশী চেষ্টা কর্‌লেন না। রাজার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাঁর শোকে প্রভুভক্ত কেণ্টও প্রাণত্যাগ কর্‌লেন।

দুরাচার এডমণ্ডকে ভগবান শীগ্‌গিরই উপযুক্ত শাস্তি দিলেন। তার সব বিশ্বাসঘাতকতার কথা প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌লো। তাঁর পিতার প্রকৃত উত্তরাধিকারী এড্‌গার তাকে যুদ্ধে নিহত করে' নিজ জমিদারী অধিকার কর্‌লেন। গনেরিলের স্বামী আলবেনির ডিউক যে স্ত্রীর দুষ্কার্য্যে কখনও প্রশ্রয় দেন নি এবং কর্ডেলিয়ার হত্যাবিষয়েও যে তিনি সম্পূর্ণ নিরপরাধ তাও সবাই জান্‌তে পার্‌লে। তখন সকলে আদর করে' তাঁকে লিয়রের সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর অধীনে পরম সুখে বাস কর্‌তে লাগ্‌লো।

ম্যাকবেথ

স্কটল্যাণ্ডের রাজা ডানক্যানের রাজত্বকালে ম্যাকবেথ নামে একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় উচ্চপদস্থ বীরপুরুষ বাস করতেন। ম্যাকবেথ ছিলেন রাজার নিকট আত্মীয়; তার উপর তিনি আবার খুব সমরকুশল ব'লে রাজদরবারে সকলেই তাঁকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন ও সমীহ করতেন। সম্প্রতি দেশের একদল সৈন্য বিদ্রোহী হয়েছিল, নরওয়ের রাজাও তাদের সাহায্য করবার জন্যে অনেক সৈন্য পাঠিয়েছিলেন; এই মিলিত বিদ্রোহী সৈন্যদলকে দমন করে' নিজ বীরত্ব ও সমরকুশলতার পরিচয় দিয়ে ম্যাকবেথ রাজার আরও বেশী প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠলেন—তাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তিও বেড়ে গেল।

ব্যাঙ্কো নামে রাজার আর একজন সেনাপতি ঐ বিদ্রোহ দমনে ম্যাকবেথের সহযোগী ছিলেন। বিদ্রোহ দমনের পর বিজয়ী সেনাপতিদ্বয় যখন এক মরুভূমিসদৃশ বন্য প্রান্তরের উপর দিয়ে রাজধানীতে ফিরছিলেন, তখন তিনটি কিম্ভূতকিমাকার জীব হঠাৎ এসে তাঁদের পথ রোধ

করে' দাঁড়ালে। অদ্ভুত তাদের চেহারা; দেখ্‌তে স্ত্রীলোকের মত, কিন্তু আবার দাড়িও ছিল। তাদের জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা, লোল চর্ম্ম ও বিশ্রী সাজসজ্জা দেখ্‌লে কে বল্‌বে যে, তারা এ পৃথিবীর জীব? ম্যাকবেথ প্রথমে কথা বল্লেন, কিন্তু এতে তারা একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে' তাদের শীর্ণ আঙ্গুল চর্ম্মসার মুখে লাগিয়ে ম্যাকবেথ ও ব্যাঙ্কোকে চুপ করে' থাক্‌তে ইঙ্গিত কর্‌লে। তার পর তাদের প্রথমটি ম্যাকবেথকে গ্লেমিসের অধীশ্বর বলে' অভিবাদন কর্‌লে। এই অদ্ভুত জীব তিনটি তাঁর পরিচয় জানে দেখে ম্যাকবেথ খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হলেন। কিন্তু দ্বিতীয়টি এর পরই যখন তাঁকে কডোরের অধীশ্বর বলে' সম্ভাষণ জানালে তখন ম্যাকবেথ আরও বেশী বিস্মিত হলেন, কারণ কডোরের অধিপতি হবেন একথা তিনি যে কখনও কল্পনাও কর্‌তে পারেন নি। এর পর তৃতীয়টি যখন তাঁকে "জয়, স্কটল্যাণ্ডের ভাবী রাজা ম্যাকবেথের জয়!" বলে' সম্ভাষণ কর্‌লে, তখন আর তাঁর বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না। এ যে স্বপ্নেরও অগোচর ব্যাপার! রাজা ডানক্যান তখনও জীবিত, তাঁর পুত্রেরাও বর্ত্তমান, এরা থাক্‌তে তিনি স্কটল্যাণ্ডের রাজা হবেন, সেও কি সম্ভব?

পরে ব্যাঙ্কোর দিকে ফিরে তারা বল্লে, "ম্যাকবেথ থেকে তুমি ছোট, কিন্তু বড়ও বটে; তার মত সুখী হ'তে পারবে না, কিন্তু আবার বেশী সুখীও হবে।" আরও বল্লে, যদিও তিনি নিজে কখনও রাজা হ'তে পারবেন না, তা হ'লেও তাঁর বংশধরেরা স্কটল্যাণ্ডের রাজা হবে। এ সব ব্যাঙ্কোর কাছে হেঁয়ালি বলেই বোধ হ'ল; তিনি এর মানে কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারলেন না। এর পরেই তারা বাতাসে মিলিয়ে গেল দেখে, সেনাপতিদ্বয়ের আর বুঝতে বাকী রইল না যে, এরা ডাইনি।

উভয়ে এই অদ্ভুত ঘটনার কথা ভাব্‌ছেন, এমন সময় রাজার কাছ থেকে জন কয়েক দূত এসে ম্যাকবেথকে জানালে যে, রাজা তাঁর বীরত্বে সন্তুষ্ট হ'য়ে তাঁকে কডোরের অধিপতি নিযুক্ত করেছেন। ডাইনিদের ভবিষ্যদ্বাণী এমন আশ্চর্য্যভাবে ফল্‌তে দেখে ম্যাকবেথ যার পর নাই বিস্মিত হলেন; কিছুকাল স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, দূতদের কথার উত্তর দেবার মত শক্তিটুকু পর্য্যন্ত তাঁর থাক্‌ল না। নানা রকম উচ্চাশায় তাঁর মনকে বড়ই বিব্রত করে' তুল্‌ল; তবে কি তৃতীয় ডাইনির কথাও ফল্‌বে? সত্যি কি তিনি একদিন স্কটল্যাণ্ডের রাজা হবেন? এইরূপে তাঁর মনে অল্পে অল্পে দুরাকাঙ্ক্ষার

সঞ্চার হ'ল। ব্যাঙ্কোকে সম্বোধন করে' তিনি বল্লেন, আমার বিষয়ে ওদের ভবিষ্যদ্বাণী ত হাতে হাতেই ফল্‌ল, আপনি কি আশা করেন না যে, সত্যি সত্যি আপনার বংশধরেরাও রাজা হবে?" ব্যাঙ্কো উত্তর কর্‌লেন, "ওরূপ আশা না করাই ভাল; হয়ত সে আশা আমাদের রাজসিংহাসন অধিকার কর্‌বার জন্যে উত্তেজিত করে' তুল্‌বে। এই সব নরকের প্রেতেরা ছোটখাট দু'-একটা বিষয়ে সত্যি কথা বলে' আমাদের এমনতর সব কাজ কর্‌তে প্রলুব্ধ করে, যার ফলাফল অতি ভীষণ।" কিন্তু ডাইনিদের কথাগুলি ম্যাকবেথের মনের পরতে পরতে বসে' গিয়েছিল—সেই থেকে কি করে' স্কটল্যাণ্ডের রাজা হবেন কেবল সেই চিন্তাতেই তিনি বিভোর হ'য়ে পড়েছিলেন। এ অবস্থায় ব্যাঙ্কোর কথার সারগ্রহণ কর্‌বার মত অবসরইবা তাঁর কোথায়? কাজেই ব্যাঙ্কোর সদুপদেশে কোনই ফল হ'ল না।

ম্যাকবেথ তাঁর স্ত্রী লেডি ম্যাকবেথকে সেই ডাইনিদের ভবিষ্যদ্বাণী ও তা আংশিকভাবে পূর্ণ হ'বার কথা না জানিয়ে থাক্‌তে পার্‌লেন না। লেডি ম্যাকবেথ ছিলেন অতি নীচ প্রকৃতির; তাঁর দুরাকাঙ্ক্ষারও সীমা ছিল না। তাঁর স্বামী ও তিনি নিজে যাতে উচ্চপদ লাভ কর্‌তে

পারেন, তাই ছিল তাঁর একমাত্র চেষ্টা ; এজন্যে কোনরূপ কাজ কর্‌তেই তিনি দ্বিধা বোধ কর্‌তেন না—হোক্ না সে কাজ অতি জঘন্য ! স্কটল্যাণ্ডের রাজা হ'বার বাসনা ম্যাকবেথের খুবই প্রবল—কিন্তু রাজা ও তাঁর পুত্রদের হত্যা না করে' তা যে সম্ভবপর নয় ! এই হত্যার কথা মনে আস্‌তেই তিনি ক্ষণেকের জন্যে শিউরে উঠ্‌লেন, কিন্তু আবার ভবিষ্যতের মোহন ছবি মনে আস্‌তেই তাঁকে আনন্দে আত্মহারা করে' তুল্‌ল। লেডি ম্যাকবেথ স্বামীর সুপ্ত বাসনাকে জাগিয়ে তুল্‌তে ও তাঁকে উৎসাহ দিতে সাধ্যমত চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন ; ডাইনিদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হ'তে হ'লে রাজা ও রাজপুত্রদের মেরে ফেলা যে একান্ত আবশ্যক, তা ম্যাকবেথকে ক্রমাগতই শোনাতে লাগ্‌লেন। এ দিকে ধীরে ধীরে ম্যাকবেথের মনেও একটা উদ্দাম ভাব জেগে উঠ্‌ছিল।

রাজা ডানক্যান রাজোচিত সৌজন্য ও উদারতার বশবর্ত্তী হ'য়ে তাঁর রাজ্যের অভিজাতসম্প্রদায়ের সাথে প্রায়ই দেখাশুনো করতে যেতেন। অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন—তার উপর এবার বিদ্রোহ দমন করে' দেশে ফিরেছেন, তাই ম্যাকবেথকে বিশেষ ভাবে সম্মানিত ও আপ্যায়িত কর্‌বার জন্যে নিজের দুই ছেলে, ম্যাকম ও

ডোনালবেন এবং অনেক সম্ভ্রান্ত পারিষদ ও অনুচর সঙ্গে নিয়ে রাজা এই সময়ে একদিন ম্যাকবেথের প্রাসাদে এসে উপস্থিত হ'লেন।

ম্যাকবেথের দুর্গটি অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত। সুমধুর নির্ম্মল বাতাস ঝির ঝির ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে। স্থানটি রাজার কাছে খুবই মনোরম ব'লে বোধ হ'ল—তার উপর লেডি ম্যাকবেথের সাদর অভ্যর্থনা ও যত্নে বিশেষ পরিতুষ্টও হ'লেন। সরলতার অভিনয়ের আড়ালে কি ক'রে অন্তরে বিশ্বাসঘাতকতার ভাব লুকিয়ে রাখ্‌তে হয় তা' লেডি ম্যাকবেথ বেশ ভাল রকমই জান্‌তেন।

পরিশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছিলেন ব'লে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর রাজা একটু সকাল সকালই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লেন। অভ্যর্থনায় রাজা খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, শুতে যাবার আগে তিনি তাঁর প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদের নানারূপ উপহার দিয়ে পরম আপ্যায়িত কর্‌লেন, এবং লেডি ম্যাক-বেথকে একখানি বহুমূল্য হীরক উপহার দিলেন। রাজার শোবার ঘরে দু'জন ক'রে রক্ষী থাক্‌বার প্রথা ছিল; কিন্তু লেডি ম্যাকবেথ তাদের এমন ক'রে মদ খাইয়ে দিয়েছিলেন যে, তারাও অল্প সময়ের মধ্যে ঘুমে অচেতন হ'য়ে পড়্‌ল।

মধ্য রাত্রি, অতি ভীষণ সময়। অর্দ্ধেকটা জগৎ যেন

মৃত অবস্থায় প’ড়ে রয়েছে। কেউ বা নানা রকমের বিশ্রী স্বপ্ন দেখে নরক-যন্ত্রণা ভোগ কচ্ছে, কেউ বা শান্তিতে ঘুমুচ্ছে। হিংস্র জীবজন্তু শিকারের খোঁজে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হত্যাকারীর কু-মতলব হাসিল করবার এ-ই উপযুক্ত সময়।—লেডি ম্যাকবেথ ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে উঠ্‌লেন, রাজাকে খুন করবার এমন সুযোগ হয়ত আর মিল্‌বে না। স্ত্রীজাতির স্বভাববিরুদ্ধ এমন কাজ তিনি অন্য কোন সময়ে করতে যেতেন না; কিন্তু তাঁর স্বামীকে তিনি মোটেই বিশ্বাস করতে পাচ্ছিলেন না। কি জানি, যদি কাজের বেলা তাঁর প্রকৃতিসুলভ কোমলতার জন্যে তিনি রাজাকে এমন গুপ্তভাবে নির্ম্মম বিশ্বাসঘাতকের মত হত্যা ক’রে উঠ্‌তে না পারেন! তিনি বেশই জান্‌তেন যে, তাঁর স্বামীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা নেই, আর কডোরের অধীশ্বর হ’য়ে রাজসম্মান লাভের জন্যে তাঁর লালসা বেড়েই গিয়েছে। কিন্তু শত হ’লেও অকুণ্ঠিতভাবে যে-কোন দুষ্কর্ম্ম করবার মত অবস্থায় তিনি তখনও এসে পৌঁছোন নি। স্বামীকে উত্তেজিত করতে কসুর করেন নি; তিনিও রাজাকে হত্যা করবেন ব’লে রাজী হয়েছিলেন বটে; কিন্তু লেডি ম্যাকবেথ তাঁর উপর নির্ভর ক’রে থাকতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর স্বামী তাঁর চেয়ে স্বভাবতই কিছু বেশী কোমল-হৃদয়; হয়ত

তাই এ-কাজ তাঁকে দিয়ে হ'য়ে উঠ্‌বে না। এই ভেবে তিনি নিজেই ছোরা হাতে ক'রে রাজা যে ঘরে ঘুমুচ্ছিলেন আস্তে আস্তে সেই ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। পথের পরিশ্রমে ক্লান্ত ডানক্যান গভীর নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে আছেন; কিন্তু একি! নিদ্রিত রাজাকে ঠিক লেডি ম্যাকবেথের পিতার মত দেখাচ্ছে না? তিনি যতই দেখ্‌তে লাগ্‌লেন ততই তাঁর ঐ-কথা আরও বেশী ক'রে মনে হ'তে লাগ্‌লো। হত্যা করা দূরের কথা, রাজার দিকে আর একটু এগুবার সাহস পর্য্যন্ত তাঁর হ'ল না। তিনি স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে ধীরে ধীরে ফিরে এলেন।

এদিকে ম্যাকবেথের মনে ভীষণ ঝড় ব'য়ে যাচ্ছিল, প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁর সঙ্কল্প শিথিল হ'য়ে আসছিল। তিনি যতই ভাব্‌ছিলেন ততই বুঝ্‌তে পাচ্ছিলেন যে, ঐ-কাজ কিছুতেই ঠিক হবে না। একে তিনি ডানক্যানের প্রজা, তায় আবার নিকট আত্মীয়, এর উপর রাজা তাঁকে সম্মানিত ও আপ্যায়িত করবার জন্যেই তাঁর গৃহে অতিথি হয়েছেন; এরূপ অবস্থায় তাঁরই কর্ত্তব্য হচ্ছে, রাজাকে সব রকম বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করা, আর তিনি নিজেই কিনা তাঁকে হত্যা করবেন! ম্যাকবেথের বুক কেঁপে উঠ্‌ল, গা শিউরে উঠ্‌ল। তারপর মনে হ'ল, রাজা কেমন ন্যায়-

পরায়ণ, দয়ালু ও প্রজাবৎসল—তিনি ভুলেও কখনো তাঁর প্রজাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেন নি। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ও গণ্যমান্য লোকদের, বিশেষতঃ তাঁকে, তিনি কত না স্নেহ করেন! তাঁর চরিত্রগুণে তিনি প্রজাদেরও কত না প্রিয়! এমন মহামতি, সদাশয়, ন্যায়পর রাজা নিশ্চয়ই দেবগণের বিশেষ আশ্রিত; এঁর হত্যা প্রজারাও নীরবে সহ্য করবে না; নিশ্চয়ই নিদারুণ প্রতিশোধ নেবে। আরও ভাব্‌লেন, "রাজা আমাকে অশেষ সম্মানে সম্মানিত করেছেন, তাই প্রজাগণও আমার সুযশ গেয়ে বেড়ায়। ঐরূপ পৈশাচিক কাজ ক'রে সবার কাছে নিজেকে হেয় করা কি খুবই অনুচিত হবে না? আর এর ভীষণ পরিণামই বা এড়াব কি ক'রে?"

ম্যাকবেথের মনে যখন এইরূপ একটা সংশয়ের ভাব জেগে উঠেছে, যখন 'সু'-এর দিকেই মতিটা একটু ফির্‌বার উপক্রম হয়েছে, ঠিক সেই সময়ে লেডি ম্যাকবেথ এসে উপস্থিত হ'লেন। পাপিনীর পাপ বাসনার কিন্তু মোটেই নিবৃত্তি হয় নি! স্বামীকে ইতস্ততঃ কর্‌তে দেখে তিনি যেন একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠ্‌লেন। নানারকম কারণ দেখিয়ে, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল মোহন ছবি তাঁর সাম্‌নে ধ'রে, তাঁকে প্রলুব্ধ ও উত্তেজিত কর্‌তে সাধ্যমত

চেষ্টা করতে লাগলেন। কাজটি খুবই সহজ, সব শেষ করতে সময়ও অতি অল্পই লাগবে; কোন রকমে শেষ ক'রে ফেলতে পারলেই জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার রাজ-সিংহাসন লাভ হবে। এমন সুযোগ কি সকলের জীবনে আসে? আসলেও একবারের বেশী দু'বার আসে না। এও কি হেলায় হারাতে হবে? এমনি আরও কত কি ব'লে তিনি যেন তাঁর নিজের কলুষিত মনোভাব দিয়ে ক্রমে ক্রমে স্বামীর মনকেও আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে লাগলেন। ধীরে ধীরে ম্যাকবেথের মনে আবার সেই নির্ম্মম লালসাকে জাগিয়ে তুললেন। শেষটাতে লেডি ম্যাকবেথ এতটা উত্তেজিত হ'য়ে পড়লেন যে, স্বামীকে মিথ্যাবাদী, ভীরু, কাপুরুষ ইত্যাদি ব'লে তাঁর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করতেও ছাড়লেন না। আরও বল্লেন, "তুমিই প্রথমে আমাকে এ-কথা ব'লেছিলে—তুমিই আমাকে প্রলুব্ধ করেছিলে, কিন্তু তুমি এমনই বীর পুরুষ যে, এখন ভয়ে সে সঙ্কল্প পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে যাচ্ছ! এত অল্পতেই সঙ্কল্প ত্যাগ করা তোমার মত চঞ্চলপ্রকৃতি ভীরু লোকেরই সাজে বটে! তোমার মত যদি আমি প্রতিজ্ঞা করতেম, তা' হ'লে যে শিশুকে আমি নিজে বুকে ক'রে সস্নেহে দুধ দিয়েছি, যাকে আমি কত না ভালবাসি, আমার মুখের দিকে চেয়ে

যে হাসির লহর তুলে থাকে, যার হাসিতে আমি বিমল স্বর্গীয় আনন্দের আভাস পাই, সেই হাস্যোজ্জ্বল শিশুকে নিজের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আছ্‌ড়িয়ে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিতে পারতেম। আমি মেয়ে-মানুষ হ'য়ে এ পারি, আর কিনা পুরুষ হ'য়েও তোমার এই সামান্য কাজটি করবার মত সাহস নেই! ধিক্ তোমার বীরত্বে! রাজার শরীররক্ষীদের মদ খাইয়ে এমন অচেতন ক'রে রেখেছি যে, তারা এ-কাজের বিন্দুমাত্রও জান্‌তে পার্‌বে না; আবার তাদের উপরেই অনায়াসে সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া যাবে। রাজার মৃত্যুতে শোক-প্রকাশের ঘটাটা এম্‌নি ক'রেই করা যাবে যে, কেউ আমাদের সন্দেহ ক'রে কথাটি পর্য্যন্ত বল্‌তে সাহস পাবে না।"

লেডি ম্যাকবেথের পাপ উত্তেজনায় আবার সত্যি সত্যি ম্যাকবেথকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কৃতসঙ্কল্প ক'রে তুল্‌লো। ছোরা হাতে নিয়ে তিনি অন্ধকারে চোরের মত নিঃশব্দে পা টিপে টিপে রাজার ঘরের দিকে চল্‌লেন। সহসা যেন দেখ্‌তে পেলেন যে, রক্তমাখান আর একখানা ছোরা শূন্যে তাঁর সাম্‌নে ঝুল্‌ছে—মনে হ'ল যেন হাত বাড়ালেই ধ'রতে পারেন; হাত বাড়ালেন, কিন্তু কোথাও ত কিছু নেই! বুঝ্‌তে পারলেন, তাঁর মাথা গরম হ'য়ে উঠেছে, তাই

বিভীষিকা দেখ্‌ছেন ; ক্রমে ক্রমে আবার তিনি প্রকৃতিস্থ হ'লেন—ভয় চ'লে গেল, সাহসে বুক বেঁধে রাজার শোবার ঘরে ঢুকে ছোরার এক আঘাতেই নিদ্রিত ডানক্যানকে হত্যা করলেন। যেই রাজাকে হত্যা করা শেষ হয়েছে, অমনি রাজার রক্ষীদের একজন ঘুমের মধ্যেই হেসে উঠ্‌লো, আর একজন চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লো, "খুন!" এতে ক'রে তারা দু'জনেই জেগে পড়্‌লো। হাত জোড় ক'রে দু'জনে একটু প্রার্থনা করলো ; প্রার্থনার শেষে একজন বল্লে, "ঈশ্বর আমাদের কল্যাণ করুন!" অন্য জন বল্লে, "তথাস্তু!" এর পরেই তারা আবার ঘুমিয়ে পড়্‌লো। ম্যাকবেথ দাঁড়িয়ে সবই দেখ্‌লেন ও শুনলেন। প্রথম রক্ষীর কল্যাণ কামনার উত্তরে তিনি "তথাস্তু" বল্‌তে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠরোধ হ'য়ে এল ; তিনি ঐ-কথাটি কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারলেন না—অথচ তাঁরই তখন সব চেয়ে বেশী ভগবানের কৃপার প্রয়োজন ছিল।

আবার যেন তিনি শুনতে পেলেন কে বলছে, "আর ঘুমিও না, হত্যাকারী ম্যাকবেথ নিদ্রা নাশ করলে—যাতে ক'রে শ্রান্তি দূর হয়, জীবন পুষ্ট হয় সেই সুনিদ্রা নাশ করলে!" আবার যেন কে বাড়ীর নিদ্রিত লোকদের সম্বোধন ক'রে বল্লে, "আর ঘুমিও না! গ্লামিসের অধিপতি সুখনিদ্রা

নাশ করলে—কডোরাধিপতি আর ঘুমুবে না, ম্যাকবেথ আর কখনো ঘুমুতে পারবে না।"—ম্যাকবেথ শিউরে উঠলেন।

লেডি ম্যাকবেথ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ম্যাকবেথের জন্যে অপেক্ষা কচ্ছিলেন; তাঁর আশঙ্কা হচ্ছিল যে, ম্যাকবেথ বোধ হয় রাজাকে হত্যা করতে পারেন নি, হয়ত বা কোন রকমে সব চেষ্টাই বিফল হয়েছে। ম্যাকবেথকে উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে আসতে দেখে তিনি তাঁকে অস্থিরমতি ব'লে ব্যঙ্গ করতেও ছাড়লেন না; তারপর হাতে রক্ত দেখে তাঁকে হাত ধুয়ে ফেলতে পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে তিনি নিজে ম্যাকবেথের রক্তমাখান ছোরা নিয়ে রাজার রক্ষীদের হাতে পায়ে রক্ত মাখিয়ে দিতে ও ছোরাখানা তাদের কাছে রেখে আসতে চললেন; ভাবলেন, এতে সবাই তাদেরই হত্যাকারী ব'লে বিশ্বাস করবে, তাঁকে ও তাঁর স্বামীকে কেউ সন্দেহ মাত্র করবে না।

এমন হত্যাকাণ্ড ত আর ছাপিয়ে রাখবার বিষয় নয়; তাই পরদিন প্রাতেই সবাই জানতে পেলে। ম্যাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথ কপট শোক প্রকাশ করতে কিছুমাত্র ত্রুটি করলেন না। রক্ষীদের বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব ছিল না, তাদের হাতে পায়ে রক্ত মাখান—রক্তমাখান ছোরাও তাদের কাছেই পাওয়া গেছে। ম্যাকবেথ রাজাকে

হত্যা করার অপরাধে এই নিরপরাধ নিরীহ রক্ষীদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা কর্‌লেন ; ভাব্‌লেন, এতেই সব আপদ চুকে যাবে। কিন্তু এত ক'রেও লোকের সন্দেহের হাত এড়াতে পার্‌লেন না : রাজাকে হত্যা করায় বেচারা রক্ষীদের চেয়ে তাঁরই স্বার্থ বেশী, তাই সবাই তাঁকেই সন্দেহ কর্‌ছিল। সব দেখে শুনে রাজার ছেলেদের আর সেখানে থাক্‌তে সাহস হ'ল না ; তাঁরা তখনই সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। বড় রাজপুত্র ম্যাকম ইংলণ্ডের রাজার আশ্রয় নিলেন, আর ছোট রাজপুত্র ডোনালবেন গেলেন আয়ারল্যাণ্ডে।

রাজপুত্রেরা পালিয়ে যাওয়ায় তাঁদের পরে নিকটতম আত্মীয় ব'লে ম্যাকবেথই রাজ্যাভিষিক্ত হ'লেন। এম্‌নি ক'রে ডাইনিদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হ'ল।

রাজা হ'লেন বটে, কিন্তু ডাইনিদের ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ অংশের কথা মনে ক'রে ম্যাকবেথ ও তাঁর রাণীর মনে শান্তি ছিল না। ডাইনিরা যে বলেছিল, ব্যাঙ্কোর বংশ-ধরেরাই পরে রাজা হ'বে, এ-কথা তাঁদের সব সময়ই মনে পড়্‌ত। তাঁদের নিজেদের ছেলেরা রাজা না হ'য়ে ব্যাঙ্কোর ছেলেপুলেরা রাজা হ'বে, এ-চিন্তা তাঁদের আর সহ্য হচ্ছিল না। তবে কি তাঁরা ব্যাঙ্কোর বংশধরদের রাজা

করবার জন্যেই ডানক্যানের রক্তে তাঁদের হাত কলুষিত ক'রেছেন ?—এত পাপ করেছেন ? ডাইনিদের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁদের বেলা যেমন ফলেছে ব্যাঙ্কোর ছেলেপুলেদের বেলাও যদি তেমনি ফলে, তবে ত সবই বৃথা হবে! কোন রকমেই কি ঐটুকু বিফল করা যায় না ? অনেক পরামর্শের পর স্বামী-স্ত্রীতে ঠিক করলেন, যে ক'রেই হোক্ ব্যাঙ্কো ও তাঁর ছেলেকে মেরে ফেলতে হ'বে—তা' হ'লেই ডাইনিদের কথা মিথ্যে হ'বে।

মনে এই ফন্দি এঁটে তাঁরা একদিন রাত্রে এক মহাভোজের আয়োজন করলেন; তাতে রাজ্যের প্রধান প্রধান ও গণ্যমান্য লোকদের সবাই নিমন্ত্রিত হ'লেন; ব্যাঙ্কো ও তাঁর ছেলে ফ্লিয়েন্সকে একটু বিশেষ ক'রেই নিমন্ত্রণ করা হ'ল। তারপর যে পথে ব্যাঙ্কো ও তাঁর ছেলেকে ম্যাকবেথের প্রাসাদে আসতে হবে, সেই পথে তাঁদের মেরে ফেলবার জন্যে জন কয়েক গুপ্তঘাতক রেখে দিলেন। রাত্রে পিতাপুত্রে যখন সেই পথে নিমন্ত্রণে যাচ্ছিলেন তখন ঐ ঘাতকদের হাতে ব্যাঙ্কো নিহত হ'লেন, কিন্তু এদের ধস্তাধস্তি থেকে কোন রকমে আত্মরক্ষা ক'রে ফ্লিয়েন্স পালিয়ে গেলেন। এই ফ্লিয়েন্স ও তাঁর বংশ-ধরেরাই পরে স্কটল্যাণ্ডের রাজা হ'ন; এই বংশের

রাজা ষষ্ঠ জেমস্ পরে ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড উভয় রাজ্যেরই রাজা হ'য়ে ইংলণ্ডের প্রথম জেমস্ নাম গ্রহণ করেন।

এদিকে ভোজের সময় রাণীর কৃত্রিম আদর-অভ্যর্থনায় ও অমায়িকতায় উপস্থিত সকলেই বিশেষ আপ্যায়িত বোধ করতে লাগলেন। ম্যাকবেথও শিষ্টালাপে সবাইকে পরিতুষ্ট কচ্ছিলেন। তিনি বল্‌ছিলেন, আর কেবলমাত্র তাঁর উদারহৃদয় বন্ধু ব্যাঙ্কো এলেই আজ তাঁদের গৃহে স্বদেশের অভিজাতসম্প্রদায়ের সবাই একত্রিত হ'তেন; তাঁর মনে হ'চ্ছে, অশুভ কিছু ঘটেছে ব'লে যে ব্যাঙ্কো আসেন নি তা নয়, প্রকৃত স্নেহের অভাব বশতঃই বোধ হয় তিনি এখনও আস্‌ছেন না।—এই ব'লে ব্যাঙ্কোর অনুপস্থিতির জন্যে কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ ক'রে যেই তিনি বস্‌তে যাচ্ছেন, অমনি দেখ্‌তে পেলেন, যেন ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা ঘরে ঢুকে তাঁরই (ম্যাকবেথের) বস্‌বার আসনে বস্‌লেন। তাঁর মুখ ভয়ে একেবারে ফ্যাকাসে হ'য়ে গেল, তিনি সেই প্রেতের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাণী ও আর সবাই এর কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিলেন না; ম্যাকবেথকে শূন্য আসনের দিকে অমন ভাবে তাকিয়ে থাক্‌তে দেখে তাঁরা তাঁর মতিভ্রম হ'য়েছে ব'লে মনে কর্‌লেন। লেডি ম্যাকবেথ স্বামীকে সমুঝিয়ে দেবার

চেষ্টা ক'রে চুপি চুপি বল্লেন, ডানক্যানকে হত্যা করবার সময় সেই শূন্যে রক্তমাখান ছোরা ঝুলতে দেখবার মত আজও বোধহয় তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে ; কিন্তু তাতে কোন ফলই হ'ল না। ম্যাকবেথ ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মাকে তেমনি ভাবে দেখতে থাকলেন—দেখলেন, যেন তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, তা' থেকে যেন অনবরত রক্ত পড়ছে ; ম্যাকবেথ ভয়ে শিউরে উঠলেন। কারও কথায় কান না দিয়ে তিনি আর সকলের কাছে অবোধ্য অথচ বেশ অর্থযুক্ত ভাষায় প্রেতাত্মাকে সম্বোধন ক'রে কথা বলতে সুরু করলেন। এই নির্ম্মম কাহিনী পাছে বেরিয়ে পড়ে, এই ভয়ে রাণী নিমন্ত্রিত সবাইকে ফাঁকি দিয়ে বিদায় ক'রে দিলেন ; বল্লেন, ম্যাকবেথের মাঝে মাঝে এই একরকম পীড়া উপস্থিত হয়—এ বিশেষ কিছুই নয় ; একটু নির্জ্জনে থাকলেই সেরে যাবে। এর পর হ'তে অনেক সময়ই ম্যাকবেথ ঐ রকমের বিভীষিকা দেখতেন। স্বামী-স্ত্রী কারও মোটেই সুনিদ্রা হ'ত না, কত যে ভয়ানক স্বপ্ন দেখতেন তার আর শেষ ছিল না।

ব্যাঙ্কোর ছেলে ফ্লিয়েন্স যে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে, সে যে এখনও জীবিত, এতে তাঁদের অশান্তির সীমা ছিল না ; এমন কি ব্যাঙ্কোকে হত্যা ক'রে যে অশান্তি ভোগ

কচ্ছিলেন তার চেয়েও এ অশান্তি হয়েছিল বেশী। এখন ফ্লিয়েন্সকে তাঁরা স্কটল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ রাজবংশের আদিপুরুষ ব'লেই মনে কর্‌তেন—আর এরাই ত হ'বে তাঁদের ছেলেপুলেদের রাজা না হ'বার কারণ!

এই সব ক্লেশকর চিন্তাতে তাঁরা মনে একেবারেই শান্তি পেতেন না; তাই ভবিষ্যতে বরাতে আরও কি আছে, আরও কত অশান্তিভোগ আছে, তা' জান্‌বার জন্যে ম্যাকবেথ আবার একবার সেই ডাইনিদের খোঁজে যাবেন ব'লে স্থির কর্‌লেন।

পরদিন ম্যাকবেথ সেই প্রান্তরের এক গহ্বর মধ্যে ডাইনিদের দেখা পেলেন। তারা আগে থেকেই জান্‌ত যে, ম্যাকবেথ তাদের কাছে আবার আস্‌বেন, তাই তারা নানারূপ ভয়াবহ ভেল্কীর সৃষ্টি ক'রে ভবিষ্যৎ জান্‌বার জন্যে প্রেতাত্মাদের ডেকে আন্‌ছিল। সে এক বীভৎস ব্যাপার—একটা প্রকাণ্ড কড়ার মধ্যে কোলা বেঙ, বাদুড়, সাপ, আঞ্জুনির চোখ, কুকুরের জিভ, গিরগিটীর ঠ্যাং, প্যাঁচার ডানা, পাখাওয়ালা সাপের আঁস, নেক্‌ড়ে বাঘের দাঁত, হাঙ্গরের পাকস্থলী, শুট্‌কী করা মড়া ডাইনি, আঁধার রাতে খুঁড়ে তোলা বিষগাছের শেকড়, ছাগলের পিত্তি, ইহুদীর মেটে (লিবার), গ্রহণের রাতে কাটা কবর ভূঁয়ের

ঝাউ গাছের ডাল, মড়া ছেলের আঙ্গুল, বাঘের ভুঁড়ি —এই সব বিদ্ঘুটে জিনিসপত্তর একত্র ক'রে নিয়ে তারা সেদ্ধ কচ্ছিল। কড়া যখন খুব তেঁতে উঠ্ছিল তখন আবার তাতে হনুমানের রক্ত দিয়ে সেটা ঠাণ্ডা কচ্ছিল। এতে আবার ছানাখেকো মাদী শূয়রের রক্ত মিশিয়ে দিয়ে ফাঁসিকাঠের গা থেকে আনা মড়া মানুষের চর্ব্বি আগুনে ঢেলে দিচ্ছিল। এই রকম ক'রেই নাকি ঐ ডাইনিরা প্রেতাত্মাদের কাছ থেকে ভবিষ্যৎ জেনে থাকে।

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ম্যাকবেথ ডাইনিদের এই সব কাণ্ডকারখানা দেখ্ছিলেন। অন্য কেউ হ'লে হয়ত ভয় খেয়ে যেত; কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হ'লেন না। ডাইনিরা জিজ্ঞেস্ করলে যে, তিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তর তাদের মুখেই শুন্বেন—না, খোদ প্রেতাত্মাদের কাছ থেকেই জবাব নেবেন? ম্যাকবেথ তাতে মোটেই না ঘাব্ড়িয়ে বল্লেন, প্রেতদের কাছ থেকে কথার উত্তর পেলেই তিনি বেশী খুসী হবেন। তখন ডাইনিদের আহ্বানে একে একে তিনটি প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব হ'ল। প্রথমে আবির্ভাব হ'ল একটি কাটামুণ্ডের, সেটা ম্যাক্বেথকে নাম ধ'রে ডেকে বল্লে, "ম্যাকবেথ, ফাইফের অধিপতি ম্যাকডফ থেকে সাবধানে থেকো।" ম্যাকবেথ নিজেও ম্যাকডফকে সন্দেহের

চোখেই দেখ্‌তেন, কাজেই কাটামুণ্ডের কথা তাঁর খুবই বিশ্বাস হ'ল।

কাটামুণ্ডের অন্তর্ধানের সাথে সাথেই একটি রক্তাক্ত-কলেবর শিশুমূর্ত্তির আবির্ভাব হ'ল; সে বল্লে, "ম্যাকবেথ, কোনও ভয় নেই—মায়ের পেটে জন্মেছে এমন কেউ তোমার কিছু করতে পারবে না।" এ-কথা শুনে ম্যাকবেথ ব'লে উঠ্‌লেন, "ম্যাকডফ, তবে তুমি বেঁচে থাক্‌তে পার, তোমাকে আর আমি ভয় করিনে; না, তবু তোমাকে বাঁচ্‌তে দেব না—শত্রুর শেষ রাখ্‌তে নেই।"

দ্বিতীয় প্রেতমূর্ত্তি অন্তর্হিত হ'ল—একটি মুকুটধারী শিশুমূর্ত্তি হাতে একটি গাছের ডাল নিয়ে তার স্থানে আবির্ভূত হ'ল। সে বল্লে, "ম্যাকবেথ, ষড়যন্ত্রে, লোকের কানাকানিতে বা অসন্তোষে কিছুমাত্র বিচলিত হ'য়ো না, যতদিন বার্ণাম বন ডানসিনেন পাহাড়ে এসে না পড়ে, তত দিন তোমার পরাজয় নেই।" এই কথা ব'লে প্রেতাত্মা তিরোহিত হ'ল। ম্যাকবেথ ব'লে উঠ্‌লেন, "এ তো বেশ ভাল খবর, বন আবার কবে এক জায়গা থেকে উঠে অন্য জায়গায় গিয়ে থাকে? তাও কি কখনও সম্ভব হয়? যাক্, তা' হ'লে আর যা-ই হোক্ আমার অপমৃত্যু হ'বে না—আমি পূর্ণ বয়স পর্য্যন্ত বেঁচে থেকে রাজ্যসুখ ভোগ করতে

পার্‌ব। এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল ; কিন্তু একটা কথা বড়ই জান্‌তে ইচ্ছে হয়”—এই ব'লে ডাইনিদের সম্বোধন ক'রে তিনি বল্লেন, “তোমরা আমাকে নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পার কি যে, ব্যাঙ্কোর বংশধরেরা সত্যি সত্যি রাজা হ'বে কিনা ?”—এই কথা জিজ্ঞেস্‌ কর্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই কড়াটা মাটির ভিতর ব'সে গেল এবং এক রকমের সঙ্গীতধ্বনি উঠ্‌ল। একে একে আটটি রাজমূর্ত্তি ম্যাক-বেথের সাম্‌নে দিয়ে চ'লে গেল, সকলের শেষে ব্যাঙ্কো একখানা দর্পণ হাতে ক'রে উপস্থিত হ'লেন—তাতে আরও অনেকের মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে—আর রক্তাক্তকলেবর ব্যাঙ্কো যেন ম্যাকবেথের দিকে চেয়ে হাস্‌ছেন ও তাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন ! ম্যাকবেথ বেশই বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে, এরাই ব্যাঙ্কোর বংশধর, এরাই তাঁর পরে স্কটল্যাণ্ডের রাজা হ'বে। মধুর সঙ্গীতের তালে তালে নাচ্‌তে নাচ্‌তে তাঁকে অভিবাদন ক'রে ও স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে ডাইনিরা সহসা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল ! এর পর থেকে ম্যাকবেথের মনে আর তিলমাত্রও শান্তি রইল না ; কেবল যা'-কিছু ভীষণ, যা'-কিছু ভয়ানক সেই সব চিন্তাতেই তাঁকে পেয়ে বস্‌ল।

ডাইনিদের গহ্বর থেকে রাজধানীতে ফিরে প্রথমেই তিনি শুন্‌তে পেলেন যে, ফাইফের অধিপতি ম্যাকডফ ইংলণ্ডে

পালিয়ে গিয়ে ডানক্যানের বড় ছেলে ম্যাকমের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন—উদ্দেশ্য, ম্যাকবেথকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে প্রকৃত উত্তরাধিকারী ম্যাকমকে রাজা করবেন। এতে ম্যাকবেথের আর রাগের সীমা থাক্‌ল না ; তিনি একেবারে হাড়ে হাড়ে চট্‌লেন : ম্যাকডফ স্ত্রী-পুত্রদের তাঁর দুর্গেই রেখে গিয়েছিলেন, ম্যাকবেথ হঠাৎ একদিন তাঁদের আক্রমণ ক'রে সবাইকে মেরে ফেল্লেন, এমন কি ম্যাকডফের অতিদূর আত্মীয়েরাও রেহাই পেলেন না।

এইরূপ নানাপ্রকার অত্যাচারে রাজ্যের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত লোকেরা সকলেই ম্যাকবেথের উপর যার-পর-নাই বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। এই সময়ে ইংলণ্ড থেকে প্রকাণ্ড একদল সৈন্য সংগ্রহ ক'রে ম্যাকম ও ম্যাকডফ তাঁকে আক্রমণ কর্‌বার জন্যে স্কটল্যাণ্ডের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন। যাঁরা পার্‌লেন পালিয়ে গিয়ে এই দলের সঙ্গে যোগ দিলেন ; আর যাঁরা ভয়ে প্রকাশ্য ভাবে ম্যাকবেথের বিরুদ্ধে যোগ দিতে সাহসী হ'লেন না তাঁরাও মনে মনে সেই দুরাচারের পতন কামনা করতে লাগ্‌লেন। সুতরাং ম্যাকবেথের সৈন্যসংগ্রহ অতি ধীরভাবেই চল্‌তে লাগ্‌ল। রাজ্যমধ্যে মহা অশান্তি, হাহাকার ও অনর্থ উপস্থিত হ'ল। ছোট বড় সবাই ম্যাকবেথকে ঘৃণা করতে ও সন্দেহের চোখে দেখ্‌তে

সুরু করেছিল। তাঁকে ভালবাসে বা অন্তরের থেকে শ্রদ্ধা করে এমন কেউ ছিল না। ক্রমে তাঁর মনে হ'তে লাগ্‌ল, যে ডানক্যানকে তিনি হত্যা করেছেন, না জানি সে ডানক্যানও এখন তাঁর চেয়ে কত বেশী সুখী! আরও মনে হ'ল যে, তাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় ডানক্যানের যা' ক্ষতি কর্‌বার তার চরমই করেছে বটে, কিন্তু আজ ডানক্যানে ও তাঁতে কত প্রভেদ! তিনি আজ মহানিদ্রায় অভিভূত, ছোরার ঘায় কিংবা বিষপ্রয়োগে, দেশের লোকের হিংসাদ্বেষে কিংবা বিদেশীর আক্রমণে, এ পৃথিবীর কিছুতেই এখন তাঁর কিছু কর্‌তে পারে না—তিনি আজ এ-সবের অতীত। আর রাজা হ'য়েও ম্যাকবেথ আজ কত না অসুখী, কত না ঘৃণ্য! এ অবস্থায়ও ম্যাকবেথ একটু শান্তি পেতেন তাঁর স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে, কিন্তু এম্‌নি দুরদৃষ্ট যে, তাঁর পাপের একমাত্র সঙ্গিনী সেই স্ত্রীও লোকের অবজ্ঞা ও কৃতপাপের জন্য আত্মগ্লানিতে জীবনটাকে নিতান্ত দুর্বিবষহ বোধ ক'রে একদিন সকল জ্বালা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আত্মহত্যা কর্‌লেন। রাণীর এই আকস্মিক মৃত্যুতে ম্যাকবেথের আপনার বল্‌বার আর কেউ রইল না, এমন কেউ রইল না যে ভালবেসে তাঁর দুঃখে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে বা যার কাছে পাপাত্মা নিজের পাপবাসনা ব্যক্ত কর্‌তে পারে।

যতই দিন যেতে লাগ্‌ল ততই ম্যাকবেথ জীবনের প্রতি মমতাশূন্য হ'য়ে মৃত্যুকামনা কর্‌তে লাগ্‌লেন। যখন খবর পেলেন যে, ম্যাকম সৈন্যসামন্ত নিয়ে অনেকটা কাছে এসে পড়েছেন, তখন তাঁর সেই আগেকার শৌর্য্যের যা-কিছু তখনও ছিল, তার-ই বলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগ্‌লেন; স্থিরসঙ্কল্প কর্‌লেন, প্রাণ দিতে হয় যুদ্ধ ক্ষেত্রেই দিবেন। এ ছাড়া "মায়ের পেটে জন্মেছে এমন কেউ তোমার কিছু কর্‌তে পার্‌বে না" ও "যতদিন বার্ণাম বন ডান্‌সিনেন পাহাড়ে এসে না পড়ে ততদিন তোমার পরাজয় নেই"—ডাইনিদের এই দু'টি কথার উপর নির্ভর ক'রে তিনি আপনাকে আশ্বস্ত করেছিলেন ; ভেবেছিলেন, প্রথম কারণে মানুষ থেকে তাঁর মৃত্যু ভয় নেই, আর বার্ণাম বন স্থান ছেড়ে চ'লে আসা, সে ত একেবারেই অসম্ভব, তাই তাঁর পতনের ভয়ও নেই। এই মনে ক'রে তিনি তাঁর দুর্ভেদ্য দুর্গের দ্বার রুদ্ধ ক'রে দিয়ে এক রকম নিশ্চিন্তভাবেই ম্যাকম ও ম্যাকডফের আক্রমণের প্রতীক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন। একদিন ব'সে আছেন, এমন সময় একজন দূত এসে উপস্থিত হ'ল। ভয়ে তার মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেছে, সমস্ত শরীর কাঁপছে, ভাল ক'রে কথা পর্য্যন্ত বল্‌তে পার্‌ছিল না। অনেক কষ্টে সে বল্লে, "মহারাজ, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার ;

পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলাম, হঠাৎ একবার বার্ণাম বনের দিকে নজর পড়ায় মনে হ'ল, যেন বন সচল হয়েছে—যেন ক্রমে আমাদের এই দুর্গের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে।" ম্যাকবেথ কিন্তু প্রথমটায় দূতের কথায় মোটেই বিশ্বাস করেন নি, তাই চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন, "মিথ্যাবাদী—প্রবঞ্চক, যদি তোর কথা মিথ্যা হয়,তবে প্রথমেই যে গাছ আমার নজরে প'ড়্‌বে তাতেই তোকে জীবন্ত ঝুলিয়ে রাখ্‌ব, যে পর্য্যন্ত না অনাহারে তোর প্রাণ যায়। আর যদি তোর কথাই সত্যি হয়, তা' হ'লে আমাকে ঐরূপ কর্‌লেও কোন আপশোষ থাক্‌বে না।" ক্রমেই যেন ম্যাকবেথ নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়্‌ছিলেন, ক্রমেই সেই প্রেতাত্মাদের প্রহেলিকাময় কথায় তাঁর সন্দেহ উপস্থিত হচ্ছিল। বার্ণাম বন ডান্‌সিনেন পাহাড়ে এসে না পড়া পর্য্যন্ত তাঁর ভয়ের কোন কারণই নেই, কিন্তু আজ ত বার্ণাম বন সচল হয়েছে, ডান্‌সিনেনের দিকে আস্‌ছে, তবে কি সত্যি সত্যি এতদিনে তাঁর পতনের সময় উপস্থিত ? তিনি মুখে বল্লেন, "দূতের কথাই যদি সত্যি হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে আর দেরী কর্‌লে চল্‌বে না ; এখনই সজ্জিত হ'য়ে আমাদের বেরুতে হ'বে। এখান থেকে পালাবার উপায় নেই, কিন্তু এখানে ব'সে থাক্‌লেও আর চল্‌বে না। আর সহ্য হয় না, যে ক'রেই হোক জীবনের

শেষ হ'লেই বাঁচি।" ম্যাকবেথ একেবারে মরিয়া হ'য়ে উঠেছিলেন। বিপক্ষ দলও দুর্গের কাছে এসে পড়েছিল। তাই আর বিলম্ব না ক'রে সসৈন্যে বেরিয়ে গিয়ে ম্যাকবেথ তাদের আক্রমণ করলেন।

এক রকমে ধরতে গেলে দূত ঠিক কথাই বলেছিল। সুদক্ষ সেনাপতির ন্যায় নিজেদের সৈন্যসংখ্যা ম্যাকবেথের কাছ থেকে গোপন করবার উদ্দেশ্যে, ম্যাকম বার্ণাম বনের ভিতর দিয়ে আসবার সময়, সৈন্যদের প্রত্যেককে একখানা ক'রে গাছের ডাল কেটে নিয়ে নিজের সামনে ধ'রে চলতে আদেশ করেছিলেন। কাজেই দূর থেকে সত্যি মনে হচ্ছিল, যেন বার্ণাম বনটি-ই সচল হ'য়ে উঠেছে। দূত বেচারাও তাই দেখে অত ভয় পেয়েছিল। ম্যাকবেথ যা বুঝেছিলেন, তার থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে এমনি ক'রেই প্রেতাত্মাদের কথার খানিকটা ফলল; আজ তাঁর দু'টি দৃঢ় বিশ্বাসের একটি দূর হ'য়ে গেল।

দু' দলে ভীষণ যুদ্ধ হ'তে লাগল। ম্যাকবেথের সৈন্যসংখ্যা তেমন বেশী ছিল না; যা' ছিল তাও দুর্ম্মতির অত্যাচারে ও উৎপীড়নে তাঁর উপর মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না, বরং তাঁকে খুব ঘৃণাই করত এবং অনেকেই অন্তরে অন্তরে তাঁর নিধন ও রাজপুত্র ম্যাকমের জয় কামনা কচ্ছিল।

ম্যাকবেথ নিজে অতুল বিক্রমে যুদ্ধ কচ্ছিলেন, তাঁর সেই আগেকার বীরত্ব যেন ফিরে এসেছিল—বিপক্ষ সৈন্য তাঁর সাম্‌নে কিছুতেই টিকে থাক্‌তে পার্‌ছিল না। এম্‌নি ভাবে যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে ম্যাকবেথ ম্যাকডফের সম্মুখে এসে পড়্‌লেন। ম্যাকডফকে দেখেই ম্যাকবেথের সেই কাটামুণ্ডের কথা মনে পড়্‌ল, তাই তিনি অন্য দিকে চ'লে যাচ্ছিলেন; কিন্তু ম্যাকডফ বাধা দিলেন। ম্যাকডফ যুদ্ধের আগাগোড়াই ম্যাকবেথকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন, এখন একত্র হওয়ায় দু'জনের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। তাঁর স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয়স্বজনকে নিষ্ঠুর ভাবে পশুর ন্যায় হত্যা করার জন্যে ম্যাকডফ ম্যাকবেথকে যা'-তা' ব'লে গালাগালি দিতেও ছাড়্‌লেন না; ম্যাকবেথের উপর তাঁর রাগের কিছুতেই উপশম হচ্ছিল না।

ম্যাকবেথের আত্মা ম্যাকডফের স্বজনবর্গের রক্তে কলুষিত, তাই তখনও তিনি ম্যাকডফের সাথে যুদ্ধ এড়াতে চেষ্টা কচ্ছিলেন, কিন্তু ম্যাকডফ তাঁকে নরাধম, নরহন্তা, নারকী কুক্কুর ইত্যাদি ব'লে এমনই উত্তেজিত ক'রে তুল্‌লেন যে, শেষটায় ম্যাকবেথও প্রচণ্ড তেজে ম্যাকডফকে আক্রমণ কর্‌লেন। উভয়ের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ চল্‌তে লাগ্‌ল।

হঠাৎ ম্যাকবেথের সেই দ্বিতীয় প্রেতমূর্ত্তির ভবিষ্যদ্বাণীর

কথা মনে পড়্‌ল—যে, মায়ের পেটে জন্মেছে এমন কেউ তাঁর কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। হেসে সাহঙ্কারে তিনি ম্যাকডফকে বল্লেন, "ম্যাকডফ, বৃথা চেষ্টা তোমার—বরং এই অচ্ছেদ্য অশরীরী বায়ুকে তোমার তীক্ষ্ণধার তরবারি দিয়ে তুমি আঘাত কর্‌তে পার, কিন্তু আমার কেশাগ্রও তুমি স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না; মোহিনীশক্তি দ্বারা আমার জীবন রক্ষিত, আমি গর্ভপ্রসূত ব্যক্তির অবধ্য।"

ম্যাকডফ উত্তর কর্‌লেন, "ও-সব মন্ত্রবলের কথা ছেড়ে দাও। স্বাভাবিক ভাবে মাতৃগর্ভ থেকে আমার জন্ম হয় নি; অসময়ে চিকিৎসকের অস্ত্রপ্রভাবে আমার জন্ম হয়েছিল।"

ম্যাকবেথ নিজের কানকে বিশ্বাস কর্‌তে পাচ্ছিলেন না; পরে শিউরে উঠে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে বল্লেন, "যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়—ডাইনিদের কথায় বিশ্বাস ক'রে বেশ শিক্ষা পেয়েছি! আর যেন কেউ কোন দিন ওদের কথায় বিশ্বাস না করে। ওদের সব কথারই দু'রকম অর্থ—এক রকম বুঝে লোকে প্রলুব্ধ হ'য়ে উঠে; পরে কিন্তু আশাভঙ্গ হয়!—না, তোমার সাথে আমি আর যুদ্ধ ক'র্‌ব না।"

অবজ্ঞাভরে ম্যাকডফ উত্তর কর্‌লেন, "বেশ, তবে তাই হোক, কাপুরুষের মত অধীনতা স্বীকার ক'রে সকলের

দেখ্‌বার জিনিস হ'য়ে জীবন যাপন কর। হিংস্র জন্তু দেখ্‌বার মত সবাই এসে তোমাকে দেখে যাবে। একখানা তক্তায় বড় বড় হরপে লিখে রাখ্‌ব, "সবাই দেখে যাও, এখানে এক নির্ম্মম, অত্যাচারী নরহন্তা রয়েছে।"

হতাশায় মরিয়া হ'য়ে উঠে ম্যাকবেথ বল্লেন, "না, কখনই পরাজয় স্বীকার কর্‌ব না, কখনই বালক ম্যাকমের পদানত হ'ব না, আর বাজে লোকের ঠাট্টা-বিদ্রূপও সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। যদিও বার্ণাম বন ডান্‌সিনেন পাহাড়ে এসে উপস্থিত হয়েছে, যদিও নাকি তুমি স্বাভাবিক ভাবে মায়ের গর্ভ থেকে জন্মাও নি, তবুও শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌ব।" এই কথা ব'লে ম্যাকবেথ বিপুল বিক্রমে আবার ম্যাকডফকে আক্রমণ কর্‌লেন। আবার উভয়ে তুমুল যুদ্ধ চল্‌তে লাগ্‌ল। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর ম্যাকডফ জয়লাভ কর্‌লেন এবং ম্যাকবেথের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে গিয়ে নবীন রাজা ম্যাকমকে উপহার দিলেন। পাপীর উপযুক্ত পরিণামই লাভ হ'ল।

প্রেতাত্মাদের প্রথম তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী এত দিনে সত্যি সত্যি ফ'ল্‌ল। এতদিনে ম্যাকম তাঁর হারানো পিতৃরাজ্য ফিরে পেলেন। রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ও প্রজাবৃন্দ সবাই মিলে মহাসমারোহে তাঁকে সিংহাসনে বসালেন; রাজ্যে সুখ-শান্তি ফিরে এল।

ডাইনিদের শেষ কথাটিও ফলেছিল—শেষে সত্যি ব্যাঙ্কোর বংশধরেরা স্কটল্যাণ্ডের এবং পরে স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের রাজা হয়েছিলেন।

শীতের গল্প

সিসিলির রাজা ছিলেন লিয়ন্টিস, আর তাঁর রাণী ছিলেন হারমিয়নি। তিনি যেমন সুন্দরী তেম্‌নি সাধ্বী। উভয়ে মিলে বেশ আনন্দে দিন কেটে যাচ্ছিল। রাণীর ভালবাসায় রাজা পরম সুখে ছিলেন, কোন সাধই তাঁর অপূর্ণ ছিল না। কেবল মাঝে মাঝে তাঁর বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী বোহেমিয়ার রাজা পলিক্‌সেনিসকে দেখ্‌তে এবং তাঁকে হারমিয়নির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে ইচ্ছা হোতো। তাঁরা দু'টিতে ছেলেবেলা থেকেই এক সঙ্গে লালিত পালিত হয়েছিলেন; পরে পিতার মৃত্যুতে দু'জনকেই নিজ নিজ রাজ্যের ভার নিতে হ'ল। সে জন্য অনেক দিন আর দু'জনে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি—তবে চিঠিপত্র লেখালেখি, উপহার বিনিময় ও খোঁজখবর লওয়া অনেক সময়ই চল্‌ত।

অনেক নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের পর, শেষটায় পলিক্‌সেনিস একবার সিসিলিতে বন্ধুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে এলেন। প্রথমে পলিক্‌সেনিসকে পেয়ে লিয়ন্টিস ত মহা খুসী! বাল্যবন্ধুকে রাণীর সঙ্গে ভাল রূপ পরিচয় ক'রে দিলেন; প্রিয় বন্ধুকে পেয়ে সেদিন যেন তাঁর আনন্দের আর সীমা

রইল না। দু'জনে মিলে সেই ছেলেবেলার কথা হ'তে লাগ্‌ল। সেই স্কুলে পড়্‌বার সময়ের কথা, প্রথম যৌবনের কত রকমের কত ছেলেমানুষির কথা তাঁরা হারমিয়নিকে শোনাতে লাগ্‌লেন—রাণীও বেশ আনন্দে তাতে যোগদান কর্‌লেন। অনেক দিন থাক্‌বার পর পলিক্‌সেনিস যখন যাবার কথা তুল্‌লেন, তখন লিয়ন্টিস—এবং স্বামীর অনুরোধে হারমিয়নিও, তাঁকে আরও কিছুদিন থাক্‌বার জন্যে অনুরোধ কর্‌তে লাগ্‌লেন।

এইবার রাণীর দুঃখের পালা আরম্ভ হ'ল। পলিক্‌-সেনিস লিয়ন্টিসের অনুরোধে থাক্‌তে স্বীকার হচ্ছিলেন না, কিন্তু রাণীর সানুনয় অনুরোধ তিনি এড়াতে পার্‌লেন না। লিয়ন্টিস বরাবর জান্‌তেন যে, তাঁর বন্ধু পলিক্‌সেনিস সাধু এবং সচ্চরিত্র—আর তাঁর রাণীও খুব সুশীলা এবং ধর্ম্মপরায়ণা; তবু এই ঘটনায় তাঁর মনে বিষম ঈর্ষা দেখা দিল। স্বামীকে খুসী কর্‌বার জন্যে, তাঁরই অনুরোধে, হারমিয়নি পলিক্‌সেনিসকে খুব খাতির যত্ন কর্‌তেন; কিন্তু লিয়ন্টিস বুঝ্‌লেন অন্য রকম। তিনি বন্ধুকে এত যে স্নেহ কর্‌তেন, রাণীকে এত যে ভালবাস্‌তেন—সে-সব একেবারে ভুলে গিয়ে সহসা পশুবৎ নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠ্‌লেন। ক্যামিলো ব'লে একজন অমাত্যকে রাজা তখনই

ডেকে আন্‌লেন, আর তাঁর সন্দেহের কথা তাঁকে খুলে ব'লে পলিক্‌সেনিসকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্‌তে আদেশ কর্‌লেন।

কামিলো খুব সৎলোক ছিলেন। তিনি বেশ জান্‌তেন, এ সন্দেহের সত্যিকার কোন কারণই নেই—তাই বিষ না খাইয়ে, পলিক্‌সেনিসকে রাজার আদেশ জানিয়ে তাঁর সঙ্গে সিসিলি রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যাবার পরামর্শ কর্‌লেন। ক্যামিলোর সাহায্যে পলিক্‌সেনিস নিরাপদে নিজ রাজ্যে এসে পৌঁছলেন। ক্যামিলোও পলিক্‌সেনিসের বিশেষ প্রিয়পাত্র ও একজন প্রধান বন্ধু হ'য়ে তাঁর সভায় র'য়ে গেলেন।

পলিক্‌সেনিস পালিয়ে যাওয়ায় হিংসায় রাজা আরও রেগে গেলেন। একেবারে রাণীর ঘরে গিয়ে হাজির। রাণী তখন তাঁর শিশুপুত্র ম্যামিলিয়সকে কোলে নিয়ে ব'সে ছিলেন, আর সে তার মাকে খুসী কর্‌বার জন্যে বেশ ভাল একটা গল্প বল্‌বার যোগাড় কচ্ছিল। এমন সময় রাজা এসে ছেলেকে রাণীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে গারদে পাঠিয়ে দিলেন।

ম্যামিলিয়স শিশু হ'লেও তার মাকে বড়ই ভাল-বাস্‌ত। মায়ের এই অপমান, আর তাঁকে গারদে নিয়ে

আট্‌কে রাখ্‌লে দেখে, তার মনে ভারি আঘাত লাগ্‌ল। মনের দুঃখে সে দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগ্‌ল এবং আহার-নিদ্রাও প্রায় ত্যাগ কর্‌ল; শেষে সবাই বুঝ্‌তে পার্‌লেন, মায়ের জন্যে ভেবে ভেবেই সে মারা যাবে। রাণীকে গারদে পূরে, সত্যি তিনি অসতী কিনা জান্‌বার জন্যে, রাজা ক্লিওমিনিস ও ডিয়ন বলে' দু'জন পারিষদকে আপোলোর মন্দিরের দৈববাণী শুন্‌তে ডেল্‌ফিতে * পাঠিয়ে দিলেন।

অল্পদিন কারাগারে থাক্‌বার পরেই রাণীর সুন্দর একটি মেয়ে হ'ল। তার মুখ দেখে এত দুঃখেও তিনি মনে অনেকটা শান্তি পেলেন। তার মুখ পানে চেয়ে রাণী বল্লেন, "বাছারে, তোর মত নিষ্পাপ হ'য়েও আজ আমি বন্দিনী!"

এন্টিগোনাস নামে সিসিলিতে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী পলিনা রাণীর একজন প্রিয় সখী। রাণীকে তিনি প্রাণের চাইতেও ভালবাস্‌তেন, আর তাঁর মনটাও ছিল খুব উদার। রাণীর মেয়ে হওয়ার খবর পেয়ে তিনি কারাগারে গিয়ে রাণীর পরিচারিকা এমিলিয়াকে

* ডেল্‌ফি প্রাচীন গ্রীসের একটি নগর—সেখানকার আপোলোর মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। বহুলোক নিজেদের মনোগত প্রশ্নের উত্তর শুন্‌বার জন্য সেখানে উপস্থিত হ'ত।

বল্লেন, "তুমি রাণীকে গিয়ে বল যে, তিনি তাঁর মেয়েটিকে আমার কাছে দিয়ে বিশ্বাস পেলে আমি তাকে রাজার কাছে নিয়ে যেতে পারি; হয়ত এই শিশুকে দেখ্‌লে তাঁর মনটা একটু নরম হ'তে পারে।" এমিলিয়া বল্লে, "তা, আপনার এ-কথা আমি রাণীকে বল্‌তে পারি। তিনিও আজই বল্‌ছিলেন, যদি তাঁর কোন বন্ধু সাহস করে' এই মেয়েটিকে রাজার কাছে নিয়ে যেতে পার্‌তেন, তবে বড়ই ভাল হ'ত।" পলিনা বল্লেন, "তাঁকে ব'লো, আমি তাঁর হ'য়ে নির্ভয়ে রাজাকে সব কথাই বল্‌বো।" এমিলিয়া শুনে খুব খুসী হ'ল, বল্লে, "আমাদের রাণীকে আপনি খুবই স্নেহ করেন; ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।" এমিলিয়া গিয়ে রাণীকে সব কথা বল্লে। তিনি খুসী হ'য়ে মেয়েটিকে পলিনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন—তাঁর ভয় ছিল, হয়ত কেউ মেয়েটিকে তার বাপের কাছে নিয়ে যেতে সাহস কর্‌বে না!

রাজা হয়ত রাগ কর্‌বেন, এই ভেবে পলিনার স্বামী তাঁকে নিবৃত্ত কর্‌বার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি রাজসভায় উপস্থিত হ'য়ে নবজাত শিশুটিকে রাজার পায়ের কাছে শুইয়ে দিলেন। রাণীর হ'য়ে রাজাকে অনেক বুঝিয়ে বল্লেন এবং তাঁর নির্ম্মমতার জন্যে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে নির্দ্দোষ রাণী ও তাঁর ছোট মেয়েটির প্রতি সদয় হ'তে অনেক অনুনয়

বিনয় কর্‌লেন। পলিনার স্পষ্ট কথায় রাজার রাগ আরও বেড়ে গেল। তাঁর সাম্‌নে থেকে পলিনাকে নিয়ে যেতে তিনি এন্টিগোনাসকে আদেশ কর্‌লেন। পলিনা যাবার সময় শিশুটিকে তার বাপের পায়ের কাছেই রেখে গেলেন। ভাব্‌লেন, যখন শুধু শিশুটি নিকটে থাক্‌বে, তখন তার মুখের পানে নিশ্চয়ই তাকাবেন এবং বেচারীর উপর তাঁর মায়াও হ'বে। কিন্তু সরলা পলিনা ভুল বুঝেছিলেন। তিনি ওখান থেকে চ'লে যেতেই নির্ম্মম লিয়ন্টিস পলিনার স্বামী এন্টিগোনাসকে ডেকে বল্লেন, "এখনই এটাকে নিয়ে গিয়ে দূরে সমুদ্রের ধারে কোন জন-মানবশূন্য স্থানে ফেলে দিয়ে এস।" এন্টিগোনাস ত আর ক্যামিলো নন, রাজার আদেশ তিনি কড়ায়-গণ্ডায় পালন কর্‌লেন, তখনই তিনি মেয়েটিকে জাহাজে ক'রে বা'র সমুদ্রে নিয়ে গেলেন—মনে কর্‌লেন, সাম্‌নে যেখানে জন-প্রাণীহীন স্থান পাবেন সেখানেই তাকে ফেলে দিয়ে আস্‌বেন।

হারমিয়নি দোষী, এ ধারণা রাজার মনে এম্‌নি গেঁথে গিয়েছিল যে, ক্লিওমিনিস ও ডিয়নের ডেল্‌ফি থেকে দৈববাণী শুনে ফিরে আসা পর্য্যন্তও তাঁর সবুর সইল না। মেয়ের জন্য রাণীর শোকের কিছুমাত্র কম্‌তি না হ'তেই রাজা

প্রকাশ্য দরবারে পারিষদবর্গের সামনে তাঁর বিচারের আয়োজন কর্‌লেন। যখন পারিষদগণ, বিচারকগণ এবং রাজ্যের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ রাজসভায় জড় হয়েছেন, আর সেই হতভাগিনী হারমিয়নি নিজের প্রজাগণের কাছে বিচারপ্রার্থিনী হ'য়ে, বন্দিনী অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন, ঠিক সেই সময় ক্লিওমিনিস ও ডিয়ন রাজসভায় প্রবেশ ক'রে সিলমোহর করা ডেল্‌ফির দৈববাণী রাজার হাতে দিলেন। লিয়ন্টিস মোহর ভেঙ্গে ফেলে সেই দৈববাণী চেঁচিয়ে পড়্‌তে বল্লেন। তাতে লেখা ছিল—"হারমিয়নির কোন অপরাধ নেই, পলিক্‌সেনিস নিষ্পাপ, ক্যামিলো রাজভক্ত প্রজা, লিয়ন্টিস অত্যাচারী রাজা। যা' হারিয়ে গেছে তা' ফিরে না পেলে, রাজাকে উত্তরাধিকারীহীন হ'য়েই থাক্‌তে হ'বে।" রাজার কিন্তু এতে মোটেই বিশ্বাস হ'ল না, তিনি বল্লেন, এ-সব রাণীর বন্ধুবান্ধবদের কারসাজি; আর বিচারকদের রাণীর বিচার আরম্ভ কর্‌তে আদেশ কর্‌লেন। রাজা যখন এই সব বল্‌ছেন, সেই সময় একজন লোক সেখানে এসে বল্লে, "রাজকুমার ম্যামিলিয়স মায়ের বিচার হ'বে শুনে শোকে, দুঃখে ও অপমানে হঠাৎ মারা গেছেন।"

হারমিয়নি তাঁর প্রাণাধিক পুত্রের মৃত্যুসংবাদে একেবারে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌লেন। লিয়ন্টিসও এতে খুব মর্ম্মাহত হ'লেন,

আর তখন তাঁরও রাণীর জন্যে কষ্ট হ'তে লাগ্ল। তিনি পলিনা ও রাণীর পরিচারিকাদের তাঁকে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা কর্‌তে বল্লেন। একটু পরেই পলিনা ফিরে এসে রাজাকে জানালেন যে, রাণী মারা গেছেন।

রাণীর মৃত্যুসংবাদে তাঁর প্রতি নিজের অযথা নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ ক'রে লিয়ন্টিসের মনে খুবই আত্মগ্লানি উপস্থিত হ'ল। যখন মনে হ'ল তাঁরই দুর্ব্ব্যবহারে রাণীর হৃদয় ভেঙ্গে গিয়েছিল, তখন তাঁর বিশ্বাস হ'ল যে, রাণী বাস্তবিকই কোন দোষে দোষী ছিলেন না। রাজকুমার ম্যামিলিয়স মারা গেছেন, এখন "যা হারিয়ে গেছে তা' ফিরে না পেলে"—অর্থাৎ মেয়েকে না পেলে—তাঁকে "উত্তরাধিকারীহীন হ'য়েই থাক্‌তে হবে," ডেল্‌ফির দৈববাণীর এই সব কথা মনে পড়ায় তিনি বেশই বুঝ্‌লেন যে, সেগুলো মিথ্যা নয়। তখন ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, সমস্ত রাজ্য নিয়েও যদি তাঁর হারানো মেয়েটিকে কেউ এনে দিত! তাঁর অনুতাপের আর সীমা রইল না। এই ভাবে শোকে ও দুঃখে রাজার দিন কাটতে লাগ্‌ল।

এদিকে যে জাহাজে এন্টিগোনাস রাজকন্যাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, ঝড়ে তাকে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে লিয়ন্টিসের বন্ধু পলিক্‌সেনিসের রাজ্য বোহেমিয়াতে নিয়ে ফেল্‌ল।

এন্টিগোনাস ত তা' জানেন না, তিনি সেইখানে রাজকন্যাকে ফেলে রেখে চ'লে এলেন। এন্টিগোনাস সিসিলিতে ফিরে এসে যে লিয়ন্টিসকে ঐ খবর দিবেন তা' আর হ'য়ে উঠ্‌ল না। জাহাজে ফিরে যাবার পথে বন থেকে একটা ভালুক বেরিয়ে এসে তাঁকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেল্লে। দুষ্টমতি রাজার হুকুম পালন করার উপযুক্ত ফলই ফল্‌ল।

মেয়েটির গায়ে দামী দামী পোষাক ও জড়োয়া গয়না ছিল, কারণ হারমিয়নি তাকে রাজার কাছে পাঠাবার সময় বেশ সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠিয়েছিলেন। এন্টিগোনাস মেয়েটিকে সেখানে ফেলে রেখে আস্‌বার সময় এক টুক্‌রা কাগজে 'পার্‌ডিটা' এই নামটি লিখে আর তা'তে তার উচ্চবংশে জন্মের ও দুরদৃষ্টের একটু আভাস দিয়ে তার পোষাকের সঙ্গে এটে দিয়েছিলেন। এক গরিব মেষ-পালক পার্‌ডিটাকে দেখ্‌তে পেলে এবং যত্ন ক'রে তাকে বাড়ীতে স্ত্রীর কাছে নিয়ে গেল। তার স্ত্রীও পরম যত্নে তাকে মানুষ কর্‌তে লাগ্‌ল। তারা বড় গরিব, তাই গয়নাগুলো লুকোবার লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লে না। পাছে লোকে টের পায়, কোথা থেকে হঠাৎ তাদের এত টাকা-পয়সা হ'ল, সেই ভয়ে তারা সে জায়গা ছেড়ে অন্য স্থানে

গিয়ে অনেকগুলো মেষ কিনে ঘর-সংসার পেতে বস্‌ল। পার্‌ডিটাকে সে নিজের মেয়ের মতই মানুষ কর্‌তে লাগ্‌লো। পার্‌ডিটাও জান্‌তো যে, সে ঐ মেষ-পালকেরই মেয়ে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পার্‌ডিটার সৌন্দর্য্য দিন দিন বাড়্‌তে লাগ্‌ল। লেখাপড়া বেশী হ'ল না; মেষ-পালকের মেয়ের যেমন হ'য়ে থাকে তেমনি হ'ল। তবু তার মা রাণী হারমিয়নির গুণ আর স্বভাব-সৌন্দর্য্য পার্‌ডিটার মধ্যে এম্‌নি ভাবে ফুটে উঠেছিল যে, চালচলন দেখে মনে হ'ত যেন সে রাজার ঘরেরই মেয়ে।

বোহেমিয়ার রাজা পলিক্‌সেনিসের একটি মাত্র ছেলে; তাঁর নাম ফ্লোরিজেল। একদিন শিকার কর্‌তে গিয়ে রাজপুত্র সেই মেষপালকের বাড়ীর কাছে তার পালিতা কন্যা পার্‌ডিটাকে দেখ্‌তে পেলেন। পার্‌ডিটার সৌন্দর্য্য, নম্রতা ও রাজার মেয়ের মত চালচলন দেখে ফ্লোরিজেলের তাকে বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছে হ'ল। সেই থেকে তিনি সামান্য একজন ভদ্রলোক সেজে, ডোরিক্লিস ব'লে নিজের পরিচয় দিয়ে, প্রায়ই সেই বুড়ো মেষপালকের বাড়ীতে যেতে লাগ্‌লেন।

ফ্লোরিজেল প্রায়ই রাজধানীতে থাকেন না দেখে

পলিক্‌সেনিসের মনে কেমন সন্দেহ হ'তে লাগ্‌ল। পেছনে লোক লাগিয়ে তিনি ছেলের গতিবিধির কথা সবই জান্‌তে পার্‌লেন। পলিক্‌সেনিস তখন তাঁর জীবনদাতা ক্যামিলোকে সঙ্গে ক'রে একদিন সেই মেষপালকের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'লেন। সেদিন সেখানে একটা উৎসব হচ্ছিল। তাঁরা অপরিচিত হ'লেও মেষপালক তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে উৎসবে যোগ দিতে অনুরোধ কর্‌ল। সেখানে তখন খুব আমোদ চল্‌ছে। টেবিলে রকম রকম সব খাবার সাজান হয়েছে; অবস্থানুযায়ী আয়োজনেরও ত্রুটি হয় নি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়ীর সাম্‌নে সবুজ মাঠের উপর আনন্দে ছুটোছুটি ক'রে খেলা কচ্ছিল, আর তাদের চেয়ে যারা বয়েসে একটু বড় তারা দোরগোড়ায় এক ফিরিওয়ালার কাছ থেকে নানা-রকমের সামান্য সামান্য উপহারের জিনিস সব কিন্‌ছিল। ফ্লোরিজেলও সেদিন সেখানে ছিলেন। তিনি আর পার্‌ডিটা কিন্তু এ-সব আমোদের দিকে মন না দিয়ে নিরিবিলি একটি কোণে ব'সে বেশ মনের সুখে গল্প কচ্ছিলেন।

রাজা এম্‌নি ছদ্মবেশ ধরেছিলেন যে, তাঁর ছেলেরও সাধ্য ছিল না তাঁকে চিন্‌তে পারেন। তাই স্বচ্ছন্দে খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে কাথাবার্ত্তা সব শুন্‌তে লাগ্‌লেন। তাঁর

ছেলের সঙ্গে পার্‌ডিটাকে এমন সহজ ও সুন্দর ভাবে কথাবার্ত্তা বল্‌তে শুনে রাজা ভারি আশ্চর্য্য বোধ করতে লাগ্‌লেন। মেয়েটিকে দেখে ক্যামিলোকে বল্লেন, "গরিবের ঘরে এর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে আমি আর কখনো দেখি নি। একে যতই দেখ্‌ছি ততই যেন মনে হচ্ছে, এ কোন বড় ঘরের মেয়ে।" ক্যামিলো বল্লেন, "সত্যি মহারাজ, এ যেন গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে।" রাজা তখন মেষপালককে ডেকে ফ্লোরিজেলকে দেখিয়ে বল্লেন, "মশায়, ঐ সুন্দর যুবকটি কে ?" মেষপালক উত্তর করল, "ওর নাম ডোরিক্লিস, ও আমার মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে চায়। আমার মেয়েরও যে এ বিয়েতে ইচ্ছে আছে তাও জান্‌তে পেরেছি। ডোরিক্লিস কিন্তু স্বপ্নেও ভাবতে পারে না যে, পার্‌ডিটাকে বিয়ে কর্‌তে পার্‌লে কি সব জিনিস পাবে !"— তার মানে সেই সব জড়োয়া গয়না। মেষ প্রভৃতি কিনে যা' বাকি ছিল, সে-সবই বিয়ের সময় পার্‌ডিটাকে যৌতুক দেবে ব'লে মেষপালক যত্ন ক'রে তুলে রেখে দিয়েছিল।—তখন পলিক্‌সেনিস ছেলেকে ডেকে বল্লেন, "ওহে বাপু, চারদিকের আমোদ-প্রমোদে দেখ্‌ছি তোমার মন নেই। শুন্‌ছি, তুমি এই মেয়েটিকে বিয়ে কর্‌তে চাও। ফিরিওয়ালা চ'লে গেল, কিন্তু তুমি ত একে সামান্য একটা পুতুলও কিনে দিলে না !" রাজকুমার

বুঝ্‌তে পারেন নি যে, তিনি তাঁর বাপের সঙ্গে কথা বল্‌ছেন। তিনি বল্লেন, "মশায়, এ-সব তুচ্ছ জিনিস পার্‌ডিটা পছন্দ করে না। বিয়ে হ'লে আমি সবই ত ওকে দেব। পার্‌ডিটা আমার কাছে যে উপহার চায়, তা' আমার এই হৃদয়ের মধ্যে লুকান রয়েছে।" তার পর পার্‌ডিটার দিকে ফিরে বল্লেন, "পার্‌ডিটা শোন, আমি ঈশ্বরের নাম নিয়ে বল্‌ছি, তোমাকে বিয়ে কর্‌ব—আর এই বুড়ো ভদ্রলোক আমার কথার সাক্ষী থাক্‌লেন।" এই ব'লে রাজাকে বল্লেন, "মশায়, আমার অঙ্গীকার শুন্‌লেন ত?" রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁর ছদ্মবেশ ফেলে দিয়ে ফ্লোরিজেলকে বল্লেন, "আর তুমিও শোন, তোমার এ অঙ্গীকার মত কাজ কখনো হ'তে পার্‌বে না।" ছেলে নীচবংশে বিয়ে কর্‌তে চেয়েছিলেন ব'লে তাঁকে পলিক্‌সেনিস খুব তিরস্কার কর্‌লেন। পার্‌ডিটাকেও 'ছোটলোকের মেয়ে,' 'চাষার মেয়ে' এই রকম যা-মুখে-এল তাই ব'লে গালাগাল দিলেন। আর ভয় দেখালেন যে, আবার যদি তাঁর ছেলেকে তার কাছে আস্‌তে দেয়, তবে তাকে ও তার বাপকে নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেল্‌বেন। এই ব'লে রাজকুমারকে নিয়ে আস্‌তে ক্যামিলোকে আদেশ ক'রে রাজা খুব রাগভরে সেখান থেকে চ'লে গেলেন।

পার্‌ডিটা হাজার হ'লেও রাজারই ত মেয়ে, সহ্য হ'বে

কেন ? পলিক্সেনিস চ'লে গেলে তিনি বল্লেন, "আমাদের যা' হ'বার তা' ত হ'লই। আমি কিন্তু মোটেই ভয় পাইনি। দু'-একবার মনে হচ্ছিল, মুখের উপর ব'লে ফেলি, রাজা হ'লেও তাঁর অহঙ্কার কর্‌বার কিছুই নেই, ভগবানের চোখে তিনিও যেমন আমরাও তেমন।" শেষে খুব দুঃখভরে ফ্লোরিজেলকে বল্লেন, "আজ আমার সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল—রাণীগিরিতে আমার কাজ নেই, আপনি আমাকে ভুলে যান, আমার অদৃষ্টে যা' আছে তাই হ'বে।"

সহৃদয় ক্যামিলো পার্‌ডিটার তেজ ও সুসঙ্গত ব্যবহার দেখে মুগ্ধ হ'লেন। আরো যখন বুঝ্‌লেন, রাজপুত্র পার্‌ডিটাকে বিয়ে কর্‌বেনই, তখন তিনি এদের দু'জনের উপকার ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও একটা মতলব হাসিল কর্‌বার উপায় স্থির কর্‌লেন। ক্যামিলো আগেই জেনেছিলেন যে, এখন সিসিলির রাজা লিয়ন্টিস নিজের অন্যায় কাজের জন্যে সত্যি সত্যি অনুতপ্ত হয়েছেন। রাজা পলিক্সেনিসের প্রিয় বন্ধুরূপে পরমসুখে দিন কাটালেও, ক্যামিলোর এখন একবার নিজের দেশে ফিরে গিয়ে লিয়ন্টিসকে দেখ্‌তে বড়ই ইচ্ছা হ'ল। পার্‌ডিটা ও ফ্লোরিজেলকে তিনি বল্লেন, "তোমরা আমার সঙ্গে সিসিলি দেশে চল। আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌ছি, সেখানে লিয়ন্টিস তোমাদের আশ্রয় দিবেন। তার পর

যাতে রাজা পলিক্‌সেনিস তোমাদের ক্ষমা করেন আর বিয়েতে মত দেন আমি ব'লে ক'য়ে তার চেষ্টা করব।" তাঁরা অত্যন্ত আহ্লাদের সঙ্গে এই প্রস্তাবে সম্মত হ'লেন। ক্যামিলো তাঁদের পালাবার সমস্ত বন্দোবস্ত করলেন। বুড়ো মেষপালক ও তার স্ত্রীকেও সাথে ক'রে নিয়ে গেলেন। যাবার সময় মেষপালক পারডিটার বাকী গয়নাগুলো, তাঁর ছেলেবেলার পোষাক-পরিচ্ছদ আর জামায় আট্‌কান সেই কাগজটুকু সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল।

ফ্লোরিজেল, পারডিটা, ক্যামিলো আর সেই মেষপালক ও তার স্ত্রী জাহাজে চ'ড়ে নিরাপদে লিয়ন্টিসের রাজ্যে গিয়ে পৌঁছলেন। রাণী হারমিয়নি ও তাঁর সেই ছোট মেয়েটির শোকে রাজা তখনও খুব কাতর। এতদিন পরে ক্যামিলোকে দেখে রাজা খুব খুসী হ'লেন; বন্ধুপুত্র ফ্লোরিজেলকেও তিনি মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। পারডিটাকে যুবরাজ তাঁর পত্নী ব'লে পরিচয় দিয়েছিলেন। এখন এই পারডিটা, কি যেন কেন, সকল সময়ের জন্যেই রাজার মন টান্‌তে লাগ্‌লে। রাণী হারমিয়নির সঙ্গে এর অনেকটা সাদৃশ্য দেখে রাজার শোক আবার নূতন হ'য়ে উঠ্‌ল—তিনি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, তাঁর মেয়েটিকে যদি তিনি নিষ্ঠুর ভাবে ফেলে না দিতেন, তবে সেও হয়ত আজ

এমনটি-ই হ'ত। শেষে ফ্লোরিজেলকে বল্লেন, "কুমার, নিজ দোষে আজ আমি তোমার বাপের বন্ধুত্ব ও সঙ্গ হারিয়েছি। এখন আবার আমার তাঁকে দেখ্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে।"

মেষপালক যখন শুন্‌লে, রাজা পার্‌ডিটাকে খুব স্নেহের চক্ষে দেখ্‌ছেন আর এই রাজারই এক মেয়েকে শিশুকালে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, তখন কত দিন আগে কেমন ক'রে সে পার্‌ডিটাকে পেয়েছিল, কত দামী দামী জড়োয়া গয়না আর দামী দামী কাপড় তার সঙ্গে ছিল—এই সব তার মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। এখন এ-সব থেকে সে বুঝ্‌লে, এই পার্‌ডিটা আর রাজা লিয়ন্টিসের সেই হারানো মেয়ে এক না হ'য়েই যায় না।

ফ্লোরিজেল, পার্‌ডিটা, ক্যামিলো, পলিনা প্রভৃতির সাম্‌নে মেষপালক রাজাকে সব খুলে বল্লে। কেমন ক'রে একদিন মেয়েটিকে পথের মাঝে কুড়িয়ে পেয়েছিল, কেমন ক'রে চোখের সাম্‌নেই এক ভালুক এসে এণ্টিগোনাসের উপর প'ড়ে তাঁকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলেছিল, এক এক ক'রে সব কথাই বল্লে। যে জামাটা মেয়েটিকে পরানো ছিল সেই জামা বের ক'রে দেখালে পলিনা চিন্‌লেন, এই জামা রাণী হারমিয়নি তাকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। তার

পর, সেই সব জড়োয়া গয়না বের ক'রে দেখালে পলিনা তাও চিন্‌লেন—বল্লেন, "এই হার রাণী নিজ হাতে মেয়ের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন।" শেষে মেষপালক সেই কাগজখানা দিলে পলিনা তাঁর স্বামীর হাতের লেখাও চিন্‌লেন। পার্‌ডিটা যে লিয়ন্টিসেরই সেই মেয়ে এখন আর এতে কোন সন্দেহ-ই রইল না। পলিনার যে তখন মনের কি ভীষণ অবস্থা তা' ব'লে বুঝান যায় না ; এক দিকে স্বামীর মৃত্যু-সংবাদে দারুণ মনঃকষ্ট, আবার অন্যদিকে রাজার হারানো মেয়ে ফিরে পাওয়ার আনন্দ। লিয়ন্টিস যখন জান্‌লেন, পার্‌ডিটা তাঁরই মেয়ে, তখন হারমিয়নি আজ বেঁচে নেই মনে ক'রে তিনি শোকাকুল হ'লেন—তাঁর তখন এত বেশী কষ্ট হ'তে লাগ্‌ল যে, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি আর কোন কথাই বল্‌তে পার্‌লেন না, শুধু নীরবে চোখের জল ফেল্‌তে লাগ্‌লেন।

এই সুখদুঃখের প্রবাহের মাঝে পলিনা ব'লে উঠ্‌লেন, "মহারাজ, আমি ইটালী দেশের বিখ্যাত শিল্পী জুলিও রোমানিওকে দিয়ে মহারাণীর এমন একটি প্রতিমূর্ত্তি তৈরী করিয়েছি যে, আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে আমার বড়ীতে গিয়ে সেটিকে একবার দেখেন, তা' হ'লে নিশ্চয়ই মনে কর্‌বেন, জীবন্ত হারমিয়নি আপনার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে

আছেন।” তখন সকলেই পলিনার বাড়ীতে গেলেন। রাজা ব্যস্ত, কখন তাঁর প্রিয়তমা রাণীর প্রতিমূর্ত্তিখানি দেখ্‌বেন। আর পার্‌ডিটা, আহা, মাকে ত কখনও দেখেন নি! তাই কেমন তাঁর চেহারা ছিল দেখ্‌তে উৎকণ্ঠিতা।

তার পর পলিনা যখন সেই প্রতিমূর্ত্তির সাম্‌নে থেকে পর্দ্দাখানা টেনে নিলেন, তখন রাণী হারমিয়নির সঙ্গে তার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখে রাজা শোকে একেবারে অধীর হ’য়ে পড়্‌লেন; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বাক্‌ ও নিশ্চল হ’য়ে রইলেন।

পলিনা বল্লেন, “মহারাজ, আপনাকে নীরব দেখে বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে, আপনি খুব বিস্মিত হয়েছেন। এখন বলুন ত এই প্রতিমূর্ত্তি ঠিক মহারাণীর মতই হয়েছে কিনা?” রাজা নিজেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে বল্লেন, “ঠিক বটে, যখন প্রথম তাকে দেখেছিলুম তখন সে এম্‌নি ভাবেই দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পলিনা, এই মূর্ত্তি দেখে যে বয়েস মনে হচ্ছে, তখন তার অতটা বয়েস হয় নি।” পলিনা উত্তর কর্‌লেন, “এতেই বুঝুন মহারাজ, শিল্পীর বাহাদুরী কত! আজ রাণী হারমিয়নি বেঁচে থাক্‌লে তিনি দেখ্‌তে যেমনটি হ’তেন, শিল্পী মূর্ত্তিটিকে ঠিক তেমনটি ক’রেই তৈরী করেছেন। এখন তা’ হ’লে একটু সরুন, মহারাজ, পর্দ্দাটা টেনে দি,

নইলে হয়ত এখনই আপনি ভাব্‌বেন, মূর্ত্তি বুঝি নড়্‌চে।" রাজা বল্লেন, "না—না, পর্দ্দা টেনে দিও না পলিনা! ক্যামিলো, মূর্ত্তিটি নিঃশ্বাস ফেল্লে ব'লে বোধ হচ্ছে না? চোখ দেখে মনে হচ্ছে যেন নড়্‌ছে।" পলিনা বল্লেন, "মহারাজ, পর্দ্দাটা ফেলে দিতে দিন, আনন্দে আপনি বিহ্বল হ'য়ে পড়েছেন—ভাব্‌ছেন, এ বুঝি জীবন্ত হারমিয়নি।" রাজা বল্লেন, "পলিনা, এ ভুল যেন আমার জীবনেও না যায়। এর নিঃশ্বাস এখনও যেন আমার গায়ে লাগ্‌ছে। এমন শিল্পী কে আছে পলিনা, যে পাথরের ভিতর নিঃশ্বাস এনে দিতে পারে? তোমরা আমায় পাগল ব'লো না—আমি এ মূর্ত্তিকে আলিঙ্গন কর্‌ব।" পলিনা বল্লেন, "না—না, অমন কর্‌বেন না মহারাজ, মূর্ত্তির রং এখনও শুকোয় নি, আপনার গায়ে রং লেগে যাবে। সরুন, পর্দ্দা ফেলি।" রাজা বল্লেন, "কি বল্‌ছ পলিনা? কখনো এ পর্দ্দা ফেল্‌তে দেবো না।"

এতক্ষণ পর্য্যন্ত পার্‌ডিটা হাঁটু গেড়ে ব'সে অবাক্ হ'য়ে মায়ের অতুলনীয় রূপ দেখ্‌ছিলেন, বাপের কথার সঙ্গে সঙ্গে এখন তিনিও ব'লে উঠ্‌লেন, "হা, যতদিন পর্য্যন্ত মাকে দেখে দেখে আমার তৃপ্তি না হ'বে ততদিন এ পর্দ্দা ফেলে কাজ নেই।"

পলিনা রাজাকে বল্লেন, “মহারাজ, আপনি স্থির হ'ন, আমি পর্দ্দা ফেলি—নয়ত আরো অদ্ভুত ব্যাপার দেখ্‌তে প্রস্তুত হ'ন। আমি এমন কর্‌তে পারি যে, ঐ মূর্ত্তি ন'ড়ে বেড়াবে, এখনি ঐখান থেকে নেমে এসে আপনার হাত ধ'রে অভ্যর্থনা কর্‌বে। তা' হ'লে আপনি হয়ত বল্‌বেন, আমি ডাইনি মন্তর জানি, কিন্তু সত্যি বল্‌ছি সে-সব আমি কিছু জানি না।”

রাজা খুব আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে বল্লেন, “একে দিয়ে তুমি যা' করাবে তা' আমি দেখ্‌ব, যা' বলাবে তা' আমি শুন্‌ব। যদি সত্যি একে হাঁটাতে পার, তবে কথা বলাতেও পার্‌বে।”

পলিনা তখন নিজের তৈরী কয়েকটি গান সখীদের গাইতে বল্লেন। গানের সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্ত্তি উপর থেকে নেমে এসে লিয়ন্টিসের গলা জড়িয়ে ধর্‌ল। সকলে ত অবাক্! মূর্ত্তি তখন কথা বল্‌ল, ভগবানের কাছে স্বামীর আর মেয়ের জন্যে প্রার্থনা কর্‌তে লাগ্‌ল।

কিন্তু আশ্চর্য্য হ'বার এতে কিছুই নেই। সেই মূর্ত্তি আর কিছু নয়, স্বয়ং হারমিয়নি। পলিনা রাণীর মৃত্যু সম্বন্ধে রাজাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছিলেন, কারণ এ ছাড়া তাঁকে বাঁচাবার অন্য কোন উপায় ছিল না। তার

পর থেকে রাণী বরাবর পলিনার বাড়ীতেই ছিলেন। কিন্তু তিনি যে বেঁচে আছেন, পারডিটাকে ফিরে পাবার আগে পর্য্যন্ত হারমিয়নি রাজাকে তা' জানাতে স্বীকার হ'ন নি। রাজা তাঁকে যত কষ্ট দিয়েছিলেন তার জন্যে তিনি বহুপূর্ব্বেই তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু মেয়ের প্রতি রাজার নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা তিনি কখনো ভুল্‌তে পারেন নি।

তাঁর রাণীকে ও হারানিধি মেয়েকে ফিরে পেয়ে লিয়ন্টিসের আর আনন্দের—সুখের সীমা রইল না। সকলের মনেই আনন্দ আর ধরে না।

অমন দুর্দ্দশার দিনেও রাজকুমার ফ্লোরিজেল তাঁদের মেয়েকে ভালবাসতেন জেনে রাজা ও রাণী দু'জনেই তাঁকে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন। মেষপালক তাঁদের কন্যাকে রক্ষা করেছিল, সেজন্য তাকেও তাঁরা যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলেন। ক্যামিলো ও পলিনার ত আজ আনন্দের সীমাই নাই। এতকাল প্রাণ ঢেলে তাঁরা রাজার জন্যে কত কষ্ট স্বীকার করেছেন, আজ চোখের সাম্‌নে তাঁরা তাঁদের পরিশ্রম সার্থক হ'তে দেখ্‌লেন, একি কম সুখের কথা ?

আজকের আনন্দে কিছুমাত্র খুঁত রাখা যেন ভগবানের

ইচ্ছা নয়, সেই জন্যেই যেন পলিক্‌সেনিসও তখন সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন। পলিক্‌সেনিস বেশই জান্‌তেন, ইদানীং ক্যামিলো তাঁর স্বদেশ সিসিলিতে ফিরে যাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন; তাই রাজপুত্র ও ক্যামিলোকে না দেখে প্রথমেই বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে, তাঁরা নিশ্চয়ই সিসিলিতে গেছেন। কিছুমাত্র দেরী না ক'রে তিনি সিসিলি রওনা হ'লেন ও ঠিক সময়েই সেখানে এসে পৌঁছলেন।

পলিক্‌সেনিস সকলের আনন্দে খুব আহ্লাদের সাথেই যোগ দিলেন। তিনি লিয়ন্টিসকে এর পূর্ব্বেই ক্ষমা করেছিলেন। আবার দু' বন্ধুতে সেই ছেলেবেলার মত মন খুলে মিশ্‌তে লাগ্‌লেন। পলিক্‌সেনিসের এখন পারডিটার সঙ্গে ফ্লোরিজেলের বিয়েতে অমতের কোন কারণই থাক্‌ল না—তিনি তাঁদের বিয়েতে অন্তর থেকে অনুমতি দিলেন; পারডিটা ত আর এখন যে-সে নয়, রাজারই মেয়ে। খুব জাঁক-জমকের সঙ্গে ফ্লোরিজেল ও পারডিটার বিয়ে হ'য়ে গেল।

পরমগুণবতী, সতী-সাধ্বী রাণী হারমিয়নির দুঃখের পালা এত দিনে শেষ হ'ল; এখন তাঁর সোনার সংসার—তিনি স্বামী ও মেয়ে-জামাই নিয়ে সুখে কাল কাটাতে লাগ্‌লেন।

রোমিও-জুলিয়েট

ইটালী-দেশে ভেরোনা নামে একটি নগর আছে; বহুদিন পূর্ব্বে সেখানে ক্যাপিউলেট ও মণ্টেগ নামে দু'টি বিশেষ প্রতিপত্তিশালী জমিদার পরিবার বাস কর্‌তেন। এই ক্যাপিউলেট ও মণ্টেগদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিষম শত্রুতা চ'লে আস্‌ছিল। সে বিদ্বেষের ভাব ক্রমে এত বেড়ে গিয়েছিল যে, শেষে উভয় পরিবারের জ্ঞাতিকুটুম্ব, এমন কি চাকরবাকর পর্য্যন্ত, পরস্পরের শত্রু হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। এর ফলে, পথেঘাটে দেখা হ'লেও এদের মধ্যে একটা মারা-মারি রক্তারক্তি না হ'য়ে যেত না।

একদিন রাত্রে বুড়ো ক্যাপিউলেট-কর্ত্তা তাঁর বাড়ীতে এক মহাভোজের আয়োজন কর্‌লেন। মণ্টেগরা বাদে ভেরোনার যত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা সবাই এই ভোজে উপস্থিত হয়েছিলেন। ক্যাপিউলেট-কর্ত্তাও অতিথি অভ্যাগত সবাইকে সাদর অভ্যর্থনায় ও সুমিষ্ট ব্যবহারে পরম আপ্যায়িত কচ্ছিলেন। নিমন্ত্রিত দলের মধ্যে সুন্দরী রোজালিনও ছিলেন। এই রোজালিনকে বুড়ো মণ্টেগ-কর্ত্তার ছেলে রোমিও খুব ভালবাসতেন। কিন্তু রোজালিন

রোমিওকে ভালবাসা ত দূরের কথা, বরং ঘৃণার চোখেই দেখ্‌তেন—এমন কি ভালমুখে কথাটি পর্য্যন্ত কইতেন না। এতেও রোমিও রোজালিনকে ভুলতে পারেন নি। তিনি লোকের সাথে মেলামেশা করা এক রকম ছেড়েই দিয়েছিলেন, আহারনিদ্রা ত্যাগ ক'রে নিরিবিলি ব'সে ব'সে সব সময় কেবল রোজালিনের কথাই ভাব্‌তেন। রোমিওর প্রিয়বন্ধু বেনভোলিও রোমিওকে নানা রকমের লোক ও বিদুষী সুন্দরীদের মধ্যে টেনে এনে এবং তাঁদের সাথে মিশ্‌তে বাধ্য ক'রে, যাতে তিনি রোজালিনকে ভুলে যান সেজন্যে চেষ্টার ত্রুটি কর্‌তেন না; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাতে বিশেষ কোন ফল হয় নি। তাই তাঁদের পক্ষে ক্যাপিউলেট বাড়ীর ভোজে যাওয়া খুব বিপজ্জনক হ'বে জেনেও, আর একবার চেষ্টা কর্‌বার জন্যে বেনভোলিও রোমিওকে নিয়ে সেখানে যাবার সঙ্কল্প কর্‌লেন, এবং তাঁকে বল্লেন, "রোমিও, চল ছদ্মবেশে ক্যাপিউলেট বাড়ীর ভোজে যাই। সেখানে ভেরোনার তরুণীরা প্রায় সবাই আজ একত্রিত হয়েছে; দেখ্‌বে রূপেগুণে তোমার আদরিণী রোজালিন তাদের অনেকেরই পায়ের কাছে দাঁড়াতে পারে না।" বেনভোলিওর কথা বিশ্বাস না কর্‌লেও, সেখানে গেলে রোজালিনকে অন্ততঃ একবার দেখ্‌তে পাবেন, এই আশাতেই

রোমিও শেষটায় তাঁর প্রস্তাবে রাজী হ'লেন। তার পর রোমিও, বেনভোলিও ও মারকিউসিও ব'লে তাঁদের এক বন্ধু, এই তিন জন ছদ্মবেশে ক্যাপিউলেট বাড়ীর ভোজে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। ক্যাপিউলেট-কর্ত্তা তাঁদের চিনতে পারেন নি, তাই নিমন্ত্রিত আর সকলের মত তাঁদেরও সাদর অভ্যর্থনা ক'রে ভিতরে নিয়ে গেলেন ও তরুণীদের সঙ্গে নাচ-গানে যোগ দিতে অনুরোধ করলেন। বুড়ো ক্যাপিউলেট-কর্ত্তা বেশ খোসমেজাজী ও আমুদে লোক; একটু পরিহাস ক'রে বল্লেন, "আমরাও তোমাদের মত বয়সকালে সুন্দরী যুবতীদের সঙ্গে নানারূপ প্রেমালাপ করেছি।" এর পরে তাঁরা নাচ-গানে যোগ দিলেন। হঠাৎ সেই নৃত্যের মধ্যে অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী এক যুবতীকে দেখে রোমিও একেবারে চমৎকৃত ও বিমোহিত হ'য়ে গেলেন। এমন অপরূপ রূপ তিনি আর কখনো দেখেন নি; তাঁর বোধ হ'ল যেন এ রূপের কাছে বাতিগুলোর উজ্জ্বল আলো পর্য্যন্ত মলিন দেখাচ্ছে। এমন সৌন্দর্য্য নরলোকে দুর্লভ। এর অতুলনীয় সৌন্দর্য্য আর সবাইকে নিষ্প্রভ ও ম্লান ক'রে দিয়েছে। রোমিও এতটা আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়েছিলেন যে, মনের এই ভাব তিনি অকপটে বন্ধুদের কাছে প্রকাশ ক'রে ফেল্লেন। ক্যাপিউলেট-গিন্নীর ভাইপো টাইবল্টও নিকটেই

দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি কণ্ঠস্বরে রোমিওকে চিনে ফেল্লেন। টাইবল্ট বড় বদ্‌রাগী মানুষ, মণ্টেগ পরিবারের কেউ যে ছদ্মবেশে এসে তাঁদের কোন উৎসবঅনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছে—হয়তবা তা' নিয়ে নানারূপ ঠাট্টাবিদ্রূপও কচ্ছে, এ তাঁর একান্ত অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ল। টাইবল্ট রাগে ও ক্ষোভে গর্‌-গর্‌ কচ্ছিলেন; তখনই রোমিওকে খুন করেন এই তাঁর মতলব। কিন্তু ক্যাপিউলেট-কর্ত্তার মোটেই ইচ্ছা নয় যে, টাইবল্ট কোন বিভ্রাট বাধিয়ে বসেন, তাই বল্লেন—"দেখ টাইবল্ট, তুমি এ নিয়ে কোন গোলমাল কর তা' আমি একেবারেই চাইনে। তা' হ'লে আজকের সব আমোদপ্রমোদই মাটি হ'য়ে যাবে এবং নিমন্ত্রিতেরাও সবাই মহাবিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হবেন। আর রোমিও ত এখানে এসে কোন রকম অভদ্র বা অন্যায় ব্যবহারই করে নি; ভেরোনার সহরশুদ্ধ লোক তার প্রশংসাই ক'রে থাকে, তাকে সুশীল, বিনয়ী ও সচ্চরিত্র ব'লেই সকলে জানে।" বাধ্য হ'য়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তখনকার মত টাইবল্টকে চুপ ক'রে যেতে হ'ল, কিন্তু তিনি মনে মনে শপথ করলেন যে, মণ্টেগ-তনয় রোমিওকে এর জন্যে একদিন সমুচিত শিক্ষা না দিয়ে ছাড়্‌বেন না।

নাচ-গান শেষ হ'বার পর সেই নিরুপমা সুন্দরী যেখানে

দাঁড়িয়ে বিশ্রাম কচ্ছিলেন, রোমিও একদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যতই দেখ্‌ছিলেন ততই আরো মুগ্ধ হচ্ছিলেন। শেষে তিনি ধীরে ধীরে সই সুন্দরীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। ছদ্মবেশে থাকায় এখন সেই তরুণীর সঙ্গে প্রেমালাপ কর্‌বার বেশই সুবিধা হ'ল। দু'টিতে কথাবার্ত্তা হচ্ছে, এমন সময় সেই যুবতী তাঁর মায়ের ডাকে সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হ'লেন। পরে তাঁর মা কে, এই খোঁজ নিতে গিয়ে রোমিও জান্‌তে পার্‌লেন যে, সেই অতুলনীয়া রূপসী আর কেউ নন, স্বয়ং তাঁদের চিরশত্রু ক্যাপিউলেট-কর্ত্তারই একমাত্র কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী জুলিয়েট! তিনি আরও টের পেলেন যে, নিজে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সেই শত্রু-কন্যাকেই ভালবেসে ফেলেছেন। অবস্থাটা ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পেরে তাঁর আর দুঃখের—পরিতাপের সীমা রইল না; কিন্তু তবুও তাঁর পক্ষে জুলিয়েটকে না ভালবেসে থাকা সম্ভবপর হ'ল না! আবার জুলিয়েটেরও সেই অবস্থা—তিনিও যখন জান্‌তে পার্‌লেন, যে ভদ্রলোকের সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ কচ্ছিলেন, কিছুমাত্র না বুঝে একবারমাত্র দেখেই যাঁকে মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছেন, সে আর কেউ নয়, তাঁদেরই পরমশত্রু মণ্টেগ-কর্ত্তার পুত্র রোমিও, তখন তিনিও দুঃখে কষ্টে অনুতাপে

ম্রিয়মাণ হ'লেন। এমনতর যে হবে বা হ'তে পারে, এ তিনি আগে স্বপ্নেও ভাবেন নি। পারিবারিক হিসাবে যেখানে কেবলমাত্র ঘৃণাবিদ্বেষই সম্ভব, সেখানে যে কি ক'রে এত তাড়াতাড়ি—এমন অজ্ঞাতসারে ভালবাসা জন্মাতে পারে, তা' তিনি তখন পর্য্যন্তও ভাল ক'রে বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিলেন না; সবই যেন তাঁর কাছে অদ্ভুত ব'লে—রহস্যময় ব'লে বোধ হচ্ছিল। কিন্তু আর যে কোন উপায়-ই নেই; সে স্বর্গীয় ভালবাসার যে আর বিনাশ নেই!

রাত দুপুর হ'য়ে গেছে, কাজেই রোমিও ও তাঁর দুই বন্ধু ক্যাপিউলেট বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়্‌লেন। খানিকটা যাবার পরই তাঁর বন্ধুরা লক্ষ্য কর্‌লেন যে, রোমিও আর তাঁদের সাথে নেই। এদিকে রোমিও কিছুতেই ক্যাপিউলেট বাড়ী ছেড়ে যেতে পাচ্ছিলেন না; তাঁর মন প'ড়ে রয়েছিল জুলিয়েটের কাছে। শেষটায় আর থাক্‌তে না পেরে তিনি লুকিয়ে জুলিয়েটদের বাড়ীর পিছনের বাগানের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। পাঁচিল টপ্‌কে বাগানের ভিতরে পড়্‌লেন। এর অল্পক্ষণ পরেই জুলিয়েটসুন্দরী তাঁর শোবার ঘরের জানালায় এসে দাঁড়ালেন; জানালা দিয়ে তাঁর অনুপম রূপরাশি যেন নবোদিত সূর্য্যের মত জ্যোতিঃ বিকিরণ করতে লাগ্‌ল।

এতক্ষণ চাঁদের আলো বাগানখানিকে আলোকিত ক'রে রেখেছিল; রোমিওর মনে হ'ল, জুলিয়েটের বিমল রূপ-চ্ছটায় যেন চাঁদের আলো অপ্রতিভ, ম্লান হ'য়ে গেল। জুলিয়েট গালে হাত দিয়ে ব'সে কি যেন ভাব্‌ছিলেন, তাঁকে খুবই চিন্তান্বিতা ব'লে বোধ হচ্ছিল। নিজেকে একলাটি মনে ক'রে জুলিয়েট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ব'লে উঠ্‌লেন, "হা অদৃষ্ট!" তাঁর এই সামান্য কথাটিমাত্র শুনে রোমিও একেবারে বিমোহিত হ'য়ে গেলেন—তাঁর মনে হ'ল, যেন জুলিয়েট তাঁর কানে মধু ঢেলে দিলেন। জুলিয়েট টের পান নি যে, তাঁর কথা আবার কেউ শুন্‌ছে। ভোজের সময় রোমিওকে দেখে অবধি তাঁর মনে যে অনুরাগের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে তাঁর মনপ্রাণ ভ'রে উঠেছিল, তাই তাঁর প্রণয়ীর নাম ধ'রে ডেকে তিনি বল্লেন, "রোমিও, রোমিও, তুমি কেন রোমিও হ'লে? কেন তুমি আমাদের চিরশত্রু মণ্টেগদের ছেলে হয়েছ? আমার জন্যে তোমার ও নাম ছেড়ে দাও; বোলো না যে, তুমি মণ্টেগদের ছেলে। তা' যদি না কর, তবে দিব্যি ক'রে বল যে, তুমি আমার হ'বে—তা' হ'লে আমি-ই ক্যাপিউলেটদের সম্বন্ধ জন্মের মত ছেড়ে দেবো; বল, এতে রাজী আছ?" এ-কথা শুনে রোমিও আরো উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌লেন, তাঁর

আনন্দের আর সীমা রইল না। তিনি আর চুপ ক'রে থাক্‌তে না পেরে প্রেমবিহ্বল কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লেন, "প্রিয়তমে, তাই হোক্, আমি আর রোমিও নই; ও নাম যখন তুমি পছন্দ কর না তখন তাতে আমার প্রয়োজন নেই। তুমি আজ থেকে আমায় তোমার যে নাম ধ'রে ইচ্ছে ডেকো।" হঠাৎ বাগানে একজন পুরুষের কথা শুনে জুলিয়েট চম্‌কে উঠ্‌লেন; রাত্রির অন্ধকারে কে যে এমন ভাবে লুকিয়ে তাঁর মনের কথা শুন্‌তে আস্‌তে পারে, তা' তিনি প্রথমটায় বুঝে উঠ্‌তে পারেন নি। কিন্তু রোমিও আর একবার কথা বল্‌তেই তিনি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে, এ তাঁর প্রিয়তমেরই কণ্ঠস্বর। পাঁচিল টপ্‌কে বাগানে ঢুকে রোমিও যে বড়ই অন্যায় করেছেন, এ যে তাঁর নিজের পক্ষে বড়ই বিপজ্জনক,— তিনি মণ্টেগ, সুতরাং জুলিয়েটের আত্মীয়স্বজন কেউ তাঁকে দেখ্‌লে তাঁর যে প্রাণ পর্য্যন্ত যেতে পারে, এ-সব ব'লে জুলিয়েট রোমিওকে খুবই অনুযোগ কর্‌লেন। রোমিও বল্লেন, "প্রিয়ে জুলিয়েট, তুমি আমার প্রতি সদয় হ'লে আমি কোন শত্রুকেই গ্রাহ্য করি না। তোমার ভালবাসায় বঞ্চিত হ'য়ে বেঁচে থাকার চেয়ে তাদের হাতে প্রাণ যাওয়া আমার পক্ষে শতগুণে ভাল।" এম্‌নি ধারা তাঁদের মধ্যে অনেক কথাই হ'চ্ছিল;

দু'জনে দু'জনার প্রেমে বিভোর, কথার যেন আর শেষই হয় না! এ-দিকে যে রাত প্রায় ভোর হ'য়ে এসেছে সে-দিকেও তাঁদের কিছুমাত্র খেয়াল্ নেই! এমন সময় জুলিয়েটের ধাই তাঁকে শুতে যেতে ডাক্‌লে; তাই বাধ্য হ'য়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু'জনকে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিতে হ'ল। যাবার সময় জুলিয়েট রোমিওকে ব'লে গেলেন, "যদি তুমি আমাকে সত্যি সত্যি ভালবেসে থাক—যদি আমাকে বিয়ে কর্‌লে তুমি সুখী হ'বে ব'লে মনে কর, তা' হ'লে আমি কাল তোমার কাছে একজন লোক পাঠিয়ে দেবো, তুমি বিয়ের স্থান ও সময় ঠিক ক'রে আমাকে খবর দেবে। বিয়ের পর আমি তোমারই হ'ব; তখন তোমার সাথে এ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যেতেও আমার পক্ষে কোন বাধা থাক্‌বে না।"

একে ভোর হ'য়ে গেছে, তার উপর জুলিয়েটের চিন্তায় তিনি তখন এতই বিভোর যে, রোমিও আর বাড়ীতে ফির্‌লেন না; তিনি সেখান থেকে কাছেই লরেন্স নামে একজন পাদ্রীর মঠে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। লরেন্স অনেকটা আগেই উঠেছিলেন, তখন তাঁর প্রাতঃক্রিয়া ও উপাসনাদি প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল। এত সকালে রোমিওকে দেখে তিনি ঠিকই অনুমান কর্‌লেন যে,

গতরাত্রে রোমিওর বরাতে আর ঘুমান হ'য়ে উঠে নি। রোজালিনের প্রতি রোমিওর অনুরাগের কথা তিনি সবই জান্‌তেন; আর রোজালিন তাঁকে মোটেই ভালবাসেন না, বরং একটু অবজ্ঞার চোখেই যে দেখেন এও তাঁর অজানা ছিল না। রোমিও সবই তাঁকে বল্‌তেন, এবং রোজালিনের দুর্ব্ব্যবহারের জন্যে তাঁর কাছে প্রায়ই আক্ষেপ কর্‌তেন। তাই লরেন্স মনে ক'রেছিলেন যে, রোজালিনের চিন্তাতে বিভোর হ'য়েই হয়ত রোমিও সারা রাত জেগে কাটিয়েছেন! কিন্তু রোমিও যখন অকপটে তাঁকে জুলিয়েটের প্রতি নিজের নূতন অনুরাগের কথা জানালেন এবং সেই দিনই তাঁদের বিয়ে দিয়ে দেবার জন্যে বিশেষ ক'রে অনুরোধ কর্‌লেন, তখন তিনি যেন একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলেন। একটু উপহাস ক'রেই বল্লেন, "তা' হ'লে দেখ্‌ছি তোমাদের মত যুবাপুরুষদের ভালবাসা মোটেই আন্তরিক নয়, কেবল চোখের নেশা মাত্র।" রোমিও উত্তর ক'র্‌লেন, "রোজালিন যে আমাকে এতটুকুও ভালবাসে না তা' ত আপনি বেশই জানেন, আর আমারও মোহ কেটে গেছে। এ-দিকে আমি ও জুলিয়েট পরস্পরকে সত্যি সত্যি ভালবেসেছি; আপনি পৌরহিত্য ক'রে বিয়ে দিয়ে দিলেই আমাদের সকল সাধ পূর্ণ হয়।" রোজালিন রোমিওকে

ভালবাসেন না, অথচ রোমিও তাঁকে অন্ধের মত ভাল-বাস্‌তেন দেখে লরেন্স রোমিওকে বরং একটু তিরস্কারই কর্‌তেন, কিন্তু তখন তাতে বিশেষ কোন ফলই হয় নি। লরেন্স, ক্যাপিউলেট ও মণ্টেগ উভয় পরিবারেরই পরম হিতৈষী ছিলেন। দু' পরিবারের বিবাদ-বিসম্বাদের একটা ভালরূপ মীমাংসা কর্‌বার জন্যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু এ-পর্য্যন্ত তাঁর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। এ জন্য তিনি আন্তরিক দুঃখিতও ছিলেন। এর উপর আবার রোমিওকে তিনি খুবই স্নেহ কর্‌তেন, তাঁকে অদেয় তাঁর কিছুই ছিল না। এখন সব শুনে এবং রোমিও ও জুলিয়েট পরস্পরকে যার-পর-নাই ভালবাসেন জেনে, তিনি তাঁদের বিয়েয় পৌরহিত্য কর্‌তে রাজী হ'লেন। ভাব্‌লেন, এ দু'জনায় বিয়ে হ'লে হয়ত ক্যাপিউলেট ও মণ্টেগ পরিবারের বংশগত শত্রুতা ক্রমে দূর হ'য়ে যাবে।

লরেন্স তাঁদের বিয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করায় ও তা'তে পুরোহিতের কাজ কর্‌তে সম্মত হওয়ায় রোমিওর আনন্দের সীমা রইল না। জুলিয়েটও নিজের প্রেরিত লোকের মুখে সব খবর পেয়ে শীগ্‌গিরই গোপনে লরেন্সের মঠে এসে উপস্থিত হ'লেন। যথাসময়ে, যথাবিধি রোমিও ও জুলিয়েটের বিয়ে হ'য়ে গেল। বুড়ো পাদ্রী নবদম্পতির

সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন ; আরও প্রার্থনা করলেন, যেন এই বিয়ে থেকে ক্যাপিউলেট ও মণ্টেগ পরিবারের ভয়ানক শত্রুতার শেষ হয়।

বিয়ে হ'য়ে যেতেই জুলিয়েট তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে গেলেন। গতরাত্রির মত আজ রাত্রেও রোমিও সেই বাগানে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাই অধীরভাবে রাত্রির জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

এ-দিকে সেই বিয়ের দিনই দুপুরবেলা রোমিওর বন্ধু বেনভোলিও ও মারকিউসিওর সঙ্গে প্রকাশ্য রাজপথে একদল ক্যাপিউলেটের দেখা হ'ল। সেই উগ্রপ্রকৃতি টাইবল্ট—গতরাত্রে ক্যাপিউলেট বাড়ী নিমন্ত্রণের সময় যিনি রোমিওকে মারবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিলেন—তিনিই ছিলেন এই ক্যাপিউলেট দলের নেতা। দু' দলের দেখা হ'তেই টাইবল্ট মারকিউসিওকে মণ্টেগ রোমিওর সঙ্গে মেলামেশা করার জন্যে গালাগালি দিতে আরম্ভ করলেন। মারকিউসিও-ও ছিলেন টাইবল্টেরই মত একজন বদ্‌রাগী যুবাপুরুষ ; সাহস বা বীর্য্যেও মারকিউসিও কিছু কম ছিলেন না ; তাই তিনিও টাইবল্টকে মুখের উপরেই বেশ কড়া কড়া জবাব দিলেন। বেনভোলিও একটু ধীর-স্থির ; তিনি সাধ্যমত উভয়কেই থামিয়ে রাখতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতে কোন ফল

হ'ল না। এমন সময় স্বয়ং রোমিও সেখানে এসে হাজির হ'লেন। রোমিওকে দেখে মারকিউসিওকে ছেড়ে টাইবল্ট তাঁকেই আক্রমণ কর্‌লেন এবং নানারকম অপমানসূচক গালি দিতে সুরু কর্‌লেন। রোমিও চিরদিনই সুবুদ্ধি ও শান্তস্বভাব। এই পারিবারিক শত্রুতা ও বিদ্বেষের মধ্যেও তিনি বড়-একটা থাক্‌তেন না। এর উপর আবার জুলিয়েটের ভাই ব'লে টাইবল্টের সঙ্গে ঝগড়া কর্‌বার তাঁর একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। তাই তিনি টাইবল্টের গালিগালাজ নীরবে সহ্য ক'রে যাচ্ছিলেন; যাতে তাঁর সঙ্গে কোনরূপ বিবাদ না বাধে সে-ই চেষ্টাই কর্চ্ছিলেন। কিন্তু টাইবল্ট মণ্টেগ-মাত্রকেই ভীষণ ঘৃণা ক'র্‌তেন; তিনি খাপ থেকে তরবারি বের ক'রে রোমিওকে আক্রমণ কর্‌লেন। রোমিওর দিক্ থেকে টাইবল্টের সঙ্গে বিবাদ না কর্‌বার যে কোন গুপ্ত কারণ থাক্‌তে পারে, তা' মারকিউসিও জান্‌তেন না, সুতরাং রোমিওর ব্যবহার তাঁর কাছে নিতান্ত কাপুরুষোচিত ও হীন ব'লেই মনে হ'ল। এ অপমান তাঁর সহ্য হ'ল না; তিনি নানারূপ অবজ্ঞাসূচক কথা ব'লে টাইবল্টকে উত্তেজিত ক'রে তুল্লেন ও তাঁকে আক্রমণ কর্‌লেন। রোমিও ও বেনভোলিও শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ চেষ্টা ক'রেও তাঁদের নিরস্ত করতে পার্‌লেন না। এর ফলে, যুদ্ধে

মারকিউসিওকে পরাস্ত ক'রে টাইবল্ট তাঁর প্রাণবধ করলেন। তখন রোমিও আর স্থির থাক্‌তে পারলেন না। তিনি ভীম বিক্রমে, টাইবল্টকে আক্রমণ করলেন। সে প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে টাইবল্ট শীগ্‌গিরই তাঁর হাতে প্রাণ হারালেন।

দিন-দুপুরে প্রকাশ্য রাজপথে এ হেন সাংঘাতিক হাঙ্গামার কথা দেখ্‌তে না দেখ্‌তেই চারদিকে রাষ্ট্র হ'য়ে পড়্‌ল। অল্প সময়ের মধ্যেই সে-স্থান লোকে লোকারণ্য হ'য়ে উঠ্‌ল। ক্যাপিউলেট ও মণ্টেগ কর্ত্তারাও সস্ত্রীক সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন। একটু পরেই স্বয়ং ভেরোনারাজও পারিষদবর্গের সঙ্গে সেখানে এসে হাজির হ'লেন। মারকিউসিও ছিলেন রাজারই আত্মীয়; তাঁর মৃত্যুতে রাজা খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এর উপর ক্যাপিউলেট ও মণ্টেগদের বিবাদের জন্যে প্রায়ই নগরের শান্তিভঙ্গ হ'ত ব'লে রাজাপ্রজা সবাই বিষম তিক্তবিরক্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। আজকের ঘটনায় রাজার সত্যি ধৈর্য্যচ্যুতি হ'য়েছিল, তিনি আগে থেকেই দৃঢ় সঙ্কল্প ক'রে এসেছিলেন যে, প্রকৃত অপরাধীদের আজ বিশেষ ক'রেই শাস্তি দিবেন। বেনভোলিও আগাগোড়া সবই দেখেছিলেন। কি ক'রে হাঙ্গামা বাঁধ্‌লো রাজা তাঁকে সে-কথা জিজ্ঞেস্ করলেন। রোমিওকে বাঁচিয়ে

এবং নিজের দলের লোকদের দোষ সম্ভবমত হাল্কা ক'রে দিয়ে তিনি যতটা পার্লি।৩ ন স্য কথাই বল্লেন। ক্যাপিউলেট গিন্নী টাইবণ্টের মৃত্যুতে খুবই শোকার্ত্তা হয়েছিলেন, প্রতিহিংসায় তাঁর বুক জ্ব'লে যাচ্ছিল। ন্যায়বিচার ক'রে টাইবণ্টের হত্যাকারীকে অতি কঠোর শাস্তি দিবার জন্যে তিনি রাজাকে উত্তেজিত কর্তে লাগ্লেন; আরো বল্লেন যে, বেনভোলিও রোমিওর বন্ধু ও নিজে মণ্টেগ ব'লে নিরপেক্ষ ভাবে সব কথা বলেন নি, সুতরাং রাজা যেন তাঁর কথায় পূরোপূরি বিশ্বাস না করেন। এম্নি ক'রে রোমিওর বিরুদ্ধে তিনি কত কথাই না বল্লেন! তিনি ত জান্তেন না যে, রোমিও তাঁর প্রিয়তমা কন্যা জুলিয়েটেরই স্বামী। ওদিকে মণ্টেগ-গিন্নী প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণরক্ষার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা কচ্ছিলেন। তিনি অনেকটা উচিতমতই বল্‌ছিলেন যে, টাইবণ্টকে বধ ক'রে রোমিও কোন অপরাধই করেন নি, কেন না, মারকিউসিওকে হত্যা করেছিলেন ব'লে টাইবণ্টের ত প্রাণদণ্ড হ'তই। রাজা এদের কারো কথায় বিচলিত না হ'য়ে আগাগোড়া সব শুন্‌লেন এবং রোমিওকে ভেরোনা থেকে নির্ব্বাসিত কর্‌লেন। সদ্যোবিবাহিতা জুলিয়েটের পক্ষে এ বড়ই মর্ম্মান্তিক হ'ল; রোমিওর

নির্ব্বাসনে বিয়ের দিনই স্বামীর সাথে তাঁর চিরবিচ্ছেদ ঘট্‌লো।

এদিকে দাঙ্গার পরেই রোমিও লরেন্সের মঠে আশ্রয় নিয়েছিলেন; সেখানে থেকেই তিনি রাজার নিদারুণ আদেশের কথা জান্‌তে পেলেন। এই নির্ব্বাসনদণ্ডকে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক ব'লে তাঁর বোধ হ'ল। কেন না, জুলিয়েটকে না দেখে বেঁচে থাকা, সে ত শুধু বিড়ম্বনা মাত্র। রোমিও যার-পর-নাই অধীর হ'য়ে পড়্‌লেন। লরেন্স নানা কথা ব'লে তাঁকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। রোমিও একটু প্রকৃতিস্থ হ'লে লরেন্স বল্লেন, "আজ রাত্রেই গোপনে জুলিয়েটের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর কাছ থেকে কিছুদিনের মত বিদায় নিয়ে এস। তার পর ভোরের আগেই এখান থেকে বরাবর মণ্টুয়াতে চ'লে যাও, এখনকার মত সেখানেই থাকগে। এদিকে সময় বুঝে তোমাদের বিয়ের কথা আমি যত শীগ্‌গির পারি প্রচার ক'রে দেবো; হয়ত তাতেই তোমাদের দু' পরিবারের চির-বিবাদ ও মনোমালিন্য দূর হ'য়ে গিয়ে বান্ধবতা স্থাপিত হ'তে পার্‌বে। এ হ'লে রাজা নিশ্চয়ই তোমায় ক্ষমা কর্‌বেন, আর তুমিও দেশে ফিরে আস্‌তে পার্‌বে। এখন দেশ ছেড়ে যেতে যে কষ্ট হচ্ছে, এর পর তা' থেকে শতগুণ

সুখ পাবে সেখানে ফির্তে।” স্নেহশীল—শুভাকাঙ্ক্ষী লরেন্সের সদুপদেশে রোমিও ক্রমে শান্ত হ’লেন। তার পর তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে, রোমিও জুলিয়েটের সঙ্গে দেখা কর্তে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়্লেন; স্থির কর্লেন, সারারাত সেখানে কাটিয়ে খুব ভোরে উঠে একলা মণ্টুয়ার দিকে রওনা হবেন। বিদায়ের কালে লরেন্স রোমিওকে আশীর্ব্বাদ ক’রে বল্লেন, “এ দিকের জন্যে তুমি ব্যস্ত হোয়ো না, এখানকার সব খবরই মাঝে মাঝে পত্র লিখে তোমায় জানাব।”

রাত্রি হ’লে আগের রাত্রির মত পাঁচিল টপ্‌কে রোমিও জুলিয়েটদের বাড়ীর পিছনের সেই বাগানের ভিতর পড়্লেন। সেখান থেকে অতি গোপনে জুলিয়েটের সাহায্যে তাঁর শোবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ’লেন। মিলনের আনন্দে প্রথম খানিকক্ষণ পরম সুখে কাট্‌ল, কিন্তু ভাবী বিচ্ছেদের কথা স্মরণ হওয়ায় সে মিলনের সুখ বেশীক্ষণ স্থায়ী হ’ল না; তাঁরা খুবই উতলা ও শোকাকুল হ’য়ে উঠ্লেন। দেখ্তে দেখ্তেই যেন রাত কেটে গেল। পূবদিকে ভোরের আলো ফুটে উঠ্তে দেখে বিদায়ের সময় হয়েছে বুঝে, প্রণয়ীযুগল যার-পর-নাই শোকবিহ্বল হ’য়ে পড়্লেন। পরে একটু স্থির হ’লে রোমিও পরম

দুঃখভারাক্রান্ত মনে প্রিয়তমা পত্নীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন; ব'লে গেলেন যে, মণ্টুয়া থেকে সব সময়ই তাঁকে চিঠি লিখ্‌বেন। ঘরের জানালা গলিয়ে রোমিও বাগানে নাম্‌লেন। জুলিয়েট একদৃষ্টে রোমিওকে দেখ্‌ছিলেন, আর কেঁদে আকুল হচ্ছিলেন; নানারকম ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা তাঁকে আরো ব্যাকুল ক'রে তুল্‌ছিল। দিন হ'লে যদি কেউ রোমিওকে ভেরোনার সীমার মধ্যে দেখ্‌তে পায়, তা' হ'লে রাজার আদেশে নিশ্চয়ই তাঁর প্রাণ যাবে, তাই বাধ্য হ'য়ে রোমিওকে শীগ্‌গিরই চ'লে যেতে হ'ল।

এইবার হতভাগ্য প্রণয়ীযুগলের দুঃখের দিন আরম্ভ হ'ল। ক্যাপিউলেট কর্ত্তা মেয়ের বিয়ের কথা কিছুই জান্‌তেন না। রোমিও ভেরোনা ছেড়ে চ'লে যাবার অল্প দিন পরেই প্যারিস নামে একজন রূপবান্, গুণবান্ ও সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকের সঙ্গে তিনি জুলিয়েটের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির কর্‌লেন। পিতার প্রস্তাবে জুলিয়েট এক মহা-সমস্যার মধ্যে প'ড়ে গেলেন। তাঁর আগেই বিয়ে হ'য়ে গেছে এ-কথা গোপন ক'রে তিনি নানারূপ ওজর-আপত্তি কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু তাঁর পিতা কোন আপত্তিই গ্রাহ্য কর্‌লেন না; দু'দিন পরেই প্যারিসের সঙ্গে তাঁর বিয়ের দিন স্থির করেছেন ব'লে তিনি চূড়ান্ত জবাব দিলেন।

কোন বিপদ-আপদে পরামর্শের দরকার হ'লে জুলিয়েট লরেন্সের কাছে যেতেন। এ-সঙ্কটেও তিনি তাঁরই শরণাপন্ন হ'লেন। লরেন্স বিয়ের প্রস্তাবের কথা পূর্ব্বেই শুনেছিলেন; তিনি বল্লেন, "দেখ, এ-বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার এক উপায় আছে, কিন্তু তুমি তা' পেরে উঠ্বে কি?" জুলিয়েট উত্তর কর্লেন, "আমার স্বামী বর্ত্তমান; এ-অবস্থায় আবার বিয়ে হওয়ার চেয়ে আমার পক্ষে যে মরণও ভাল।" তখন লরেন্স বল্লেন, "তুমি বাড়ীতে ফিরে গিয়ে তোমার বাবার ইচ্ছামত এই বিয়েয় মত দাওগে। কাল রাত্রে শোবার সময় এই শিশিতে যা' আছে তা' খেয়ে ফেলো। এতে তোমাকে বিয়াল্লিশ ঘণ্টা সময় ঠিক মরার মত ক'রে রাখ্বে, সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে, জীবনের চিহ্নমাত্রও থাকৃবে না। বিয়ের দিন প্রাতে সবাই দেখ্তে এসে, হঠাৎ তোমার মৃত্যু হয়েছে ব'লে মনে করবে। তার পর চিরপ্রথামত তোমায় সাজিয়ে গুজিয়ে সমাধিস্থানে নিয়ে যাবে। যদি কোনরূপ ভয় না ক'রে আমার কথামত কাজ করতে পার, তা' হ'লে এই ওষুধ খাবার ঠিক বিয়াল্লিশ ঘণ্টা পরে তুমি নিশ্চয়ই আবার জেগে উঠ্বে; তোমার মনে হবে, যেন একটা স্বপ্ন দেখে জেগে উঠ্লে। এদিকে তোমার জ্ঞান হ'বার আগেই আমি

লোক পাঠিয়ে রোমিওকে সব জানিয়ে দেবো। সে গোপনে রাত্রে এখানে এসে তোমাকে সামাধি-মন্দির থেকে তুলে নিয়ে আবার মণ্টুয়াতে চ'লে যাবে।"— লরেন্সের কাছ থেকে ওষুধের শিশিটি নিয়ে, তাঁর পরামর্শ মত সব কাজ করবেন ব'লে জুলিয়েট বাড়ী ফিরে গেলেন।

মঠ থেকে বাড়ী ফির্বার পথে প্যারিসের সঙ্গে জুলিয়েটের দেখা হ'ল। প্যারিস আবার বিয়ের প্রস্তাব করায় এবার তিনি লজ্জাশীলতার ভাণ ক'রে সে-প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন। জুলিয়েট সত্যি সত্যি বিয়েয় রাজী হ'য়েছেন মনে ক'রে প্যারিস মহা খুসি হ'লেন। তাঁর কাছ থেকে এ-খবর পেয়ে ক্যাপিউলেট কর্ত্তা ও গিন্নী মেয়ের বিয়েয় এমন সমারোহের আয়োজন কর্লেন যে, ভেরোনার লোকে এর আগে তেমন ব্যাপার আর কোন দিন চোখে দেখে নি।

বিয়ের আগের দিন রাত্রে শোবার সময় লরেন্সের দেওয়া সেই ওষুধের শিশিটি হাতে নিয়ে জুলিয়েটের মনে নানা রকম আশঙ্কা হ'তে লাগ্ল; লরেন্স তাঁদের গোপনে বিয়ে দিয়েছেন, হয়ত নিজের দোষ যাতে না বেরিয়ে পড়ে এখন সে-জন্যে কৌশলে তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্তে চাচ্ছেন। আবার ভাবলেন, না, তাঁকে দিয়ে

এ নিতান্তই অসম্ভব; সকলে চিরদিন তাঁকে পুণ্যাত্মা ব'লেই জানে, এমন কাজ তাঁকে দিয়ে হ'তেই পারে না। আবার মনে হ'ল, রোমিওর যখন সমাধিক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হ'বার কথা তার আগেই যদি তিনি জেগে উঠেন, তবে তাঁর দশা কি হবে? কিন্তু শেষটায় রোমিওর প্রতি গভীর ভালবাসা ও প্যারিসের উপর বিতৃষ্ণাই প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল; তিনি শিশির সবটুকু ওষুধ খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে বিছানার উপর ঢ'লে পড়্‌লেন।

এ-দিকে প্যারিস তাঁর ভাবী পত্নী জুলিয়েটকে ঘুম থেকে তুল্‌বার জন্যে খুব জাঁকজমক ক'রে ভোরবেলাই ক্যাপিউলেট বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'লেন। তখনও ঘুম থেকে উঠেন নি দেখে, জুলিয়েটের ধাই তাঁকে জাগাতে গিয়ে দেখ্‌লে যে, তিনি বেশ সেজেগুজে শুয়ে রয়েছেন। অনেক ডাকাডাকি ক'রেও যখন ধাই তাঁকে জাগিয়ে তুল্‌তে পার্‌লে না, তখন তার যেন কেমন সন্দেহ হ'ল। ভাল ক'রে দেখে তার আর বুঝ্‌তে বাকী রইল না যে, জুলিয়েটের দেহে প্রাণ নেই। সে একেবারে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠ্‌ল। তার কান্নায় ও চীৎকারে বাড়ীময় একটা সোরগোল প'ড়ে গেল। ক্রমে বাড়ীর কর্ত্তা, গিন্নী, প্যারিস—সবাই সেখানে এসে উপস্থিত

হ'লেন। প্যারিস কত সুখস্বপ্নই না দেখেছিলেন, মনে মনে বিবাহিত জীবনের কত মোহন ছবিই না এঁকে-ছিলেন! সে-সবের এমন শোচনীয় পরিণাম হবে, বিয়ের আগেই যে মৃত্যু এসে তাঁদের চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবে, তা' তিনি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবেন নি। এর চেয়েও বেশী মর্ম্মান্তিক হ'ল ক্যাপিউলেট কর্ত্তা ও গিন্নীর অবস্থা। বুড়ো বয়সের প্রধান অবলম্বন একমাত্র কন্যা জুলিয়েটের মৃত্যুতে তাঁরা যার-পর-নাই শোকাকুল হ'লেন। বড় সাধ ক'রে তাঁরা জুলিয়েটকে সৎপাত্রে অর্পণ করতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু এমনি তাঁদের অদৃষ্ট যে, সব সাধই, জীবনের সব সুখ-শান্তিই ফুরিয়ে গেল!

সু-খবরের চেয়ে কু-খবর বেশী শীগ্‌গির ক'রে চার-দিকে ছড়িয়ে পড়ে। লরেন্স তাঁর প্রতিশ্রুতি মত প্রকৃত রহস্য সব জানাবার জন্যে মণ্টুয়ায় রোমিওর কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে-লোক পৌঁছোবার আগেই রোমিও ভেরোনার অন্য একজন লোকের মুখে জুলিয়েটের মৃত্যুসংবাদ শুনতে পেলেন। জুলিয়েট যে সত্যি সত্যি মরেন নি, সবই যে একটা সাজান ব্যাপার, এ তো আর রোমিও জানেন না, তাই এক মহা অনর্থের সৃষ্টি হ'ল।

গত রাত্রে রোমিও ভারি এক মজার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি যেন ম'রে গেছেন ; তাঁর প্রিয়তমা জুলিয়েট এসে যেন চুমো খেয়ে খেয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে তুল্‌লেন। তখন তাঁর সুখের আর সীমা রইল না ; তিনি জুলিয়েটের প্রেমে বিভোর হ'য়ে পরম সুখে কাল কাটাতে লাগ্‌লেন। এই স্বপ্নের কথা থেকে থেকে স্মরণ হওয়ায় সে-দিন রোমিও বড়ই মনের আনন্দে ও খোসমেজাজে ছিলেন। মনের এই অবস্থায় ভেরোনার একজন লোককে আস্‌তে দেখে, তিনি ভাব্‌লেন যে, হয়ত সে কোন সু-খবর নিয়েই এসেছে। কিন্তু লোকটির কাছে যে নিদারুণ সংবাদ তিনি পেলেন, তাতে তাঁকে শোকে অধীর ক'রে তুল্‌ল। এ যে তাঁর স্বপ্নের ঠিক বিপরীত ! তিনি জুলিয়েটকে জন্মের মত হারিয়েছেন, আর যে তাঁকে একটি বারের জন্যেও ফিরে পাবার আশা পর্য্যন্ত নেই, এই চিন্তায় তিনি প্রায় পাগল হ'য়ে উঠ্‌লেন। সে-দিন রাত্রেই ভেরোনায় গিয়ে একবার তাঁর প্রাণাধিকা জুলিয়েটের মৃতদেহ দেখে আস্‌বার সঙ্কল্প ক'রে তিনি তাঁর চাকরকে ঘোড়া তৈরী ক'র্‌তে আদেশ ক'র্‌লেন।

শোক-দুঃখ মানুষকে মরিয়া ক'রে তোলে। তখন আর তাদের হিতাহিত, ভাল-মন্দ জ্ঞান থাকে না। সময়

বুঝে নানারূপ দুর্ব্বুদ্ধিও এসে জোটে। আজ রোমিওর অবস্থাও সেইরূপ হ'ল। কয়েক দিন আগে তিনি মণ্টুয়ার এক ওষুধবিক্রেতার দোকানের সাম্‌নে দিয়ে যাচ্ছিলেন। দোকানীর জীর্ণ-শীর্ণ দীন মূর্ত্তি দেখে, তার দোকানে জিনিষ-পত্রের নিতান্ত অভাব লক্ষ্য ক'রে রোমিওর তখন মনে হয়েছিল যে, মণ্টুয়ার আইন অনুসারে বিষ বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডনীয় হ'লেও এই হতভাগ্যকে অর্থের লোভ দেখিয়ে যে-কেউ বিষ সংগ্রহ কর্‌তে পারে। ঐরূপ কোন ভীষণ উপায় অবলম্বন ক'রেই হয়ত একদিন তাঁর নিজের শোচনীয় জীবন শেষ কর্‌তে হবে, এমন চিন্তাও যে তখন রোমিওর মনে একেবারে আসেনি তাও নয়। সে-সব কথা আজ উদ্ভ্রান্ত শোককাতর রোমিওর মনে প'ড়ে গেল। তিনি তখনই সেই ওষুধবিক্রেতার দোকানে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। দোকানী প্রথমে তাঁর কাছে বিষ বেচ্‌তে রাজি হ'ল না; কিন্তু রোমিও যখন তাকে অনেক টাকা দিতে চাইলেন তখন লোভে প'ড়ে সে তাঁর কাছে বিষ বেচ্‌লে।

বিষ সঙ্গে নিয়ে, জন্মের মত একবার জুলিয়েটের মৃত-দেহ দেখ্‌তে রোমিও ভেরোনা রওনা হ'লেন; ভাব্‌লেন, তাঁকে একবার সাধ মিটিয়ে দেখে, এই বিষ খেয়ে, তাঁরই

পাশে প্রাণত্যাগ কর্‌বেন। রাত দুপুরের সময় ভেরোনায় পৌঁছে ক্যাপিউলেটদের সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। তিনি একটা আলো, একখানা কোদালী আর একটা পেঁচ খুল্‌বার যন্ত্র সঙ্গে নিয়েছিলেন। সবেমাত্র জুলিয়েটের সমাধি খুঁড়তে আরম্ভ করেছেন, এমন সময় তিনি বিস্মিত হ'য়ে শুন্‌লেন, কে যেন বল্‌ছে, "রে দুরাত্মা মণ্টেগ, এখনো এ পাপ কাজ থেকে নিবৃত্ত হ', নইলে উপযুক্ত শিক্ষা পাবি।" এ হতভাগ্য প্যারিসের কণ্ঠস্বর; জুলিয়েটের সমাধিতে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্যে ও তাকে অশ্রুজলে অভিষিক্ত ক'রে মনের দুঃসহ দুঃখ-ভার লাঘব কর্‌বার আশায়, তিনিই এই গভীর রাত্রে সমাধিক্ষেত্রে এসেছিলেন। রোমিওর, জুলিয়েটের মৃতদেহ সমাধি খুঁড়ে তোলার উদ্দেশ্য প্যারিস বুঝে উঠ্‌তে পারেন নি; তিনি ভাব্‌লেন, মণ্টেগরা ক্যাপিউলেটদের চিরশত্রু, তাই বোধ হয় রোমিও এই গভীর রাত্রে কোন কু-মতলব সিদ্ধির জন্যে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এ-কথা মনে হ'তেই তিনি রোমিওকে জুলিয়েটের মৃতদেহ সমাধি থেকে তুল্‌তে নিষেধ করলেন; আর বল্লেন যে, আইন অনুসারে রোমিও চিরনির্ব্বাসিত হ'য়েছেন, ভেরোনা-রাজ্যে প্রবেশ

কর্‌লে প্রাণদণ্ড হবে তাঁর প্রতি এরূপ রাজাদেশও হয়েছে সুতরাং প্যারিস তাঁকে ধরিয়ে দিলে নিশ্চয়ই তিনি প্রাণ হারাবেন। রোমিও প্যারিসের কথা গ্রাহ্যমাত্র না ক'রে বল্লেন, "তুমি যে-ই হও আমায় রাগিও না; নিজের মঙ্গল চাওত এক্ষুনি আমার সাম্‌নে থেকে চ'লে যাও, নইলে টাইবল্টের মত তোমারও আমার হাতে প্রাণ যাবে।" এ-কথা শুনে ঘৃণায় ও রাগে যার-পর-নাই উত্তেজিত হ'য়ে উঠে প্যারিস রোমিওকে ধর্‌তে গেলেন। তার ফলে দু'জনের মধ্যে ভীষণ বিরোধ উপস্থিত হ'ল এবং শেষে প্রবলপরাক্রান্ত রোমিওর হাতে প্যারিস প্রাণ হারালেন। মর্‌বার আগে প্যারিস রোমিওকে বল্লেন, "আমি নিতান্ত অভাগা; যদি আমার উপর তোমার কিছুমাত্র দয়া হয়, তা' হ'লে আমাকে জুলিয়েটের পাশে সমাধি দিও।"

প্যারিস নিহত হ'লে তাঁর মুখের কাছে আলো ধ'রে ভাল ক'রে দেখে রোমিও তাঁকে চিন্‌তে পার্‌লেন। প্যারিসের সঙ্গেই যে জুলিয়েটের বিয়ের প্রস্তাব স্থির হয়েছিল, মণ্টুয়া থেকে আস্‌বার পথে এ-খবর তিনি শুনেছিলেন। ইনিও যে তাঁরই মত হতভাগ্য এ-কথা বুঝতে পেরে এখন প্যারিসের প্রতি রোমিওর মনে খুব সহানুভূতির একটা ভাব এল। প্যারিসের অন্তিম বাসনা

পূর্ণ কর্‌বার জন্যে অতি যত্নে তাঁর মৃতদেহ তুলে নিয়ে তিনি জুলিয়েটের সমাধির দিকে অগ্রসর হ'লেন।

সমাধি খুলে রোমিও দেখ্‌লেন যে, জুলিয়েট তার ভিতর শায়িতা রয়েছেন; তাঁর অলৌকিক রূপরাশি কিছুমাত্র ম্লান হয় নি। রোমিও তন্ময় হ'য়ে সেই রূপরাশি দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। এইভাবে কিছুক্ষণ কাট্‌বার পর তাঁর সঙ্গে যে তীব্র বিষ ছিল তা' পান ক'রে রোমিও মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়্‌লেন।

এ-দিকে জুলিয়েট যে-ওষুধ খেয়েছিলেন তার প্রভাব ক্রমেই ক'মে আসছিল এবং তিনি ধীরে ধীরে চেতনা লাভ কচ্ছিলেন। আবার নানা বিপাকে প'ড়ে লরেন্সের প্রেরিত লোক মণ্টুয়ায় রোমিওর কাছে পৌঁছতে পারে নি খবর পেয়ে, লরেন্স নিজেই তখন একটি আলো ও একখানি কোদালি নিয়ে জুলিয়েটকে কবর থেকে উদ্ধার কর্‌বার জন্যে সমাধিক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হ'লেন। কিন্তু সেখানে এসে একটি আলো জ্বল্‌তে দেখে, আর মাটিতে দু'খানি তরবারি, অনেকটা তাজা রক্ত এবং প্যারিস ও রোমিওর মৃতদেহ প'ড়ে রয়েছে দেখ্‌তে পেয়ে লরেন্স অত্যন্ত বিস্মিত হ'লেন। কেমন ক'রে যে এমন অনর্থের সৃষ্টি হ'ল লরেন্স তা' ভাল ক'রে বুঝে উঠ্‌বার আগেই

জুলিয়েট সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করলেন। সামনেই লরেন্সকে দেখে জুলিয়েটের আগাগোড়া সমস্ত কথাই মনে পড়ল এবং তিনি তাঁকে রোমিওর কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু বাইরে লোকের শব্দ শুনে লরেন্স জুলিয়েটকে তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে চ'লে আসতে বল্লেন—আরও বল্লেন, ভগবানের ইচ্ছা নয় যে, তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তাই তাঁদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে মহা অনর্থের সূত্রপাত হয়েছে। জুলিয়েট কিন্তু সে-স্থান ত্যাগ ক'রে যেতে স্বীকার হ'লেন না; ও-দিকে লোকের কোলাহলও ক্রমেই নিকটে আসছিল; সে-জন্যে লরেন্সও আর সেখানে থাকতে সাহস করলেন না—সেখান থেকে স'রে প'ড়লেন।

এতক্ষণ লরেন্সের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত থাকায় জুলিয়েট রোমিওকে দেখতে পান নি; এখন প্রথমেই তাঁর রোমিওর মৃতদেহের উপর দৃষ্টি পড়ল। রোমিওর হাতে একটা পাত্রের মত দেখে তাঁর আর বুঝতে বাকি রইল না যে, জুলিয়েট মরেছে মনে ক'রেই বিষ খেয়ে রোমিও আত্মহত্যা করেছেন। রোমিওকে ছেড়ে বেঁচে থাকা তাঁর পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র—এমন কি অসম্ভব; জুলিয়েট তাই একটুও দেরী না ক'রে রোমিওর ছোরা-

খানা আমূল নিজের বুকে বসিয়ে 'দিয়ে স্বামীর সহগামিনী হ'লেন।

প্যারিসের একজন ছোক্‌রা চাকর তাঁর সঙ্গে ফুল নিয়ে এসেছিল। তাকে বাইরে অপেক্ষা কর্‌তে ব'লে তিনি সমাধি-ক্ষেত্রে ঢুকেছিলেন। পরে রোমিও ও প্যারিসের মধ্যে যুদ্ধ হ'তে দেখে সে ভয় পেয়ে সহরে ফিরে গিয়ে এই খবর দেয় এবং লোকের মুখে মুখে সারা সহরে সে-খবর ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক যে কি হ'য়েছে তা' কেউ বড়-একটা বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লে না; কিন্তু অনেকেই প্যারিস, রোমিও ও জুলিয়েটের নাম ক'রে চেঁচাতে চেঁচাতে ক্যাপিউলেটদের সমাধিক্ষেত্রের দিকে রওনা হ'ল। এই গোলমালে ক্যাপিউলেট-কর্ত্তা, মণ্টেগ-কর্ত্তা এবং ভেরোনারাজেরও নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল; ব্যাপার কি জান্‌বার জন্যে তাঁরাও সমাধিক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হ'লেন।

এ-দিকে অনবরত অশ্রুবর্ষণ কর্‌তে কর্‌তে লরেন্স সেখান থেকে পালাতে যাচ্ছিলেন; সন্দেহ হওয়ায় চৌকি-দারেরা তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে রাজার কাছে এনে হাজির কর্‌লে। তখন সমাধিস্থল লোকে লোকারণ্য হ'য়ে গেছে। রাজা লরেন্সকে এই ভীষণ দুর্ব্বিপাকের কথা তিনি যা' জানেন তা' খুলে বল্‌বার জন্যে আদেশ কর্‌লেন।

লরেন্স যা' জান্‌তেন কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে সবই বল্লেন। বাকীটুকু প্যারিসের ছোক্‌রা চাকরের ও রোমিওর সাথে যে-চাকর এসেছিল তার কাছ থেকে শোনা গেল। রোমিওর চাকর মণ্টেগ-কর্ত্তাকে একখানা চিঠিও দিলে। পত্রে সব লিখে জানিয়ে রোমিও তাঁর মা-বাপের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। রোমিও ও জুলিয়েটের মধ্যে যে সত্যিকার ভালবাসা জন্মেছিল, লরেন্স যে মণ্টেগ ও ক্যাপিউলেট—এই উভয় পরিবারের মঙ্গল কামনায়ই তাঁদের বিয়ে দিয়েছিলেন ও নানাপ্রকারে তাঁদের সাহায্য করেছিলেন, তা' সকলেই বুঝ্‌তে পার্‌লেন। সব শুনে উপস্থিত সকলেই খুব দুঃখিত হ'লেন; মণ্টেগ ও ক্যাপিউলেট কর্ত্তাদেরও দুঃখের ও আত্মগ্লানির পরিসীমা থাক্‌ল না। তখন মণ্টেগ ও ক্যাপিউলেট কর্ত্তাদের দিকে ফিরে ভেরোনারাজ বল্লেন, যে, এ তাঁদের অমানুষিক শত্রুতারই বিষময় ফল; প্রিয়তম পুত্রকন্যার ভালবাসার মধ্য দিয়ে এম্‌নি ক'রেই ভগবান তাঁদের সেই অস্বাভাবিক বিদ্বেষের জন্যে শাস্তি দিলেন।

আজ মণ্টেগ ও ক্যাপিউলেট পরিবারের বহুদিনের শত্রুতার শেষ হ'ল; পুত্রকন্যার মৃতদেহের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দুই শোকাকুল বৃদ্ধ পরস্পরকে ভাই ব'লে

আলিঙ্গন কর্‌লেন। তারপর মণ্টেগ-কর্ত্তা বল্লেন, যে, তাঁর সাধ্বী বৌমা জুলিয়েটের স্মৃতি চিরদিন ভেরোনার লোকের মনে জাগিয়ে রাখ্‌বার জন্যে তিনি তাঁর একটি সুবর্ণ প্রতিমা তৈরী করিয়ে দিবেন। ক্যাপিউলেট-কর্ত্তা বল্লেন, তিনিও রোমিওর একটি সুবর্ণ মূর্ত্তি স্থাপিত ক'রে তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

আজীবন বিষম বিরোধে কাটিয়ে, তার পরিণামে পুত্রকন্যা বিসর্জ্জন দিয়ে, শেষকালে বুড়ো বয়সে মণ্টেগ ও ক্যাপিউলেট-কর্ত্তার মনোমালিন্য ও শত্রুতা দূর হ'ল ; দু'পরিবারে সখ্য স্থাপিত হ'ল। ভেরোনার লোকেরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌ল।

সব ভাল যার শেষ ভাল

রোজিলনের কাউণ্ট বারট্রাম সম্প্রতি পিতার মৃত্যুতে তাঁর উপাধি ও সম্পত্তির অধিকারী হ'য়েছিলেন। ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে বারট্রামের পিতার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। বন্ধুর মৃত্যুর কথা শুনে তিনি তাঁর ছেলে যুবক বারট্রামকে বিশেষরূপে অনুগৃহীত ও আশ্রয়দানে আপ্যায়িত করবার সঙ্কল্প করলেন এবং তাঁকে আপন রাজধানী প্যারিস নগরে আনবার জন্যে লর্ড লাফু নামে একজন সম্ভ্রান্ত ও প্রবীণ সভাসদকে রোজিলনে পাঠিয়ে দিলেন।

বারট্রাম তাঁর জননী বিধবা কাউণ্টেসের নিকট বাস কচ্ছিলেন। এমন সময় এক দিন লর্ড লাফু সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন ও বারট্রামকে রাজার অভিলাষের কথা জানালেন। সে-সময়ে ফ্রান্সের রাজার অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল; রাজ্যমধ্যে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করবে এমন ক্ষমতা কারো ছিল না। রাজার সাদর নিমন্ত্রণও রাজাজ্ঞা বা অবশ্য পালনীয় আদেশ-রূপে গণ্য হ'ত এবং যত উচ্চপদস্থ প্রজাই হোন না কেন, কেউ সে-আদেশ অমান্য করতে পারতেন না।

সুতরাং যদিও কাউণ্টেস তখনও পর্য্যন্ত স্বামীর শোব ভুলতে পারেন নি—আর প্রিয় পুত্রকে বিদায় দিতেও তাঁর খুবই কষ্ট হচ্ছিল, তবুও তিনি রাজাদেশ অমান্য করতে সাহস করলেন না। তিনি তখনই বারট্রামকে রাজসন্দর্শনে যাবার জন্যে অনুমতি দিলেন। কিন্তু এতে যে তাঁর কিরূপ কষ্ট হ'চ্ছিল, তা' লর্ড লাফু বেশই বুঝতে পারছিলেন। তাই তিনি কাউণ্টেসকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন, "মা, আপনাব পুত্রের জন্যে আপনি কোনরূপ চিন্তা করবেন না। কাউণ্ট বারট্রাম আমাদের সদাশয় রাজার নিকট যাচ্ছেন। তিনি সেখানে গিয়ে বিশেষ উপকৃত হবেন ব'লেই আমার বিশ্বাস। এখন থেকে আমাদের রাজা তাঁর পিতৃস্থানীয় হ'লেন—তিনি পিতার ন্যায় সর্ব্বদা কাউণ্টের তত্ত্বাবধান করবেন।"—এই সান্ত্বনাবাক্যে কাউণ্টেস একটু স্থির হ'লেন। তখন লাফু তাঁকে জানালেন যে, রাজা একটি উৎকট ব্যাধিতে ভুগছেন এবং চিকিৎসকেরা সে-বোগ দুরারোগ্য ব'লে মত প্রকাশ কবেছেন। এ-কথা শুনে কাউণ্টেস খুবই ব্যথিতা হ'লেন ও তাঁর পরিচর্য্যার জন্যে হেলেনা নামে যে যুবতীটি সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁকে দেখিয়ে গভীর দুঃখ প্রকাশ ক'রে বল্লেন, "আহা, আজ

যদি এই হেলেনার পিতা বেঁচে থাকতেন!—বেঁচে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই মহারাজকে রোগমুক্ত ক'রতে পারতেন।" তারপর তিনি লাফুকে হেলেনার সবিশেষ পরিচয় দিয়ে বল্লেন—"হেলেনা আমাদের দেশ-প্রসিদ্ধ ডাক্তার জেরাড-ডি-নারবণের একমাত্র কন্যা। মৃত্যু-কালে তিনি একে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন—আর সেই থেকে হেলেনা আমার কাছেই আছে। হেলেনা বড় ভাল মেয়ে ও খুব ধর্ম্মশীলা,—মেয়েটি বাপের কাছে থেকেই এই মহৎ গুণগুলি পেয়েছে।"

কাউণ্টেস যখন লাফুকে হেলেনার পরিচয় দিচ্ছিলেন, তখন হেলেনা নীরবে কেঁদে আকুল হচ্ছিলেন। এখন কাউণ্টেস তা বুঝতে পারলেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে মৃদু তিরস্কারের স্বরে বল্লেন—"ছিঃ মা, সব সময়েই কি তোমার বাবার কথা ভেবে ভেবে অমন ক'রে কাঁদতে আছে?"

এদিকে বারট্রামের ফ্রান্স যাত্রার সমস্ত আয়োজন ঠিক হ'লে তিনি তাঁর মায়ের কাছে বিদায় নিতে এলেন। কাউণ্টেস সজলনয়নে আশীর্ব্বাদ করতে করতে প্রাণতুল্য পুত্রকে বিদায় দিলেন এবং তাঁকে লাফুর হাতে সঁপে দিয়ে বল্লেন—"মহাশয়, আমার

বারট্রাম রাজসভার রীতিনীতি কিছুই জানে না—আপনি তাকে সব সময় উপদেশ দিয়ে চালিয়ে নেবেন।”

ভদ্রতার খাতিরে বারট্রাম সর্ব্বশেষে হেলেনার কাছে থেকেও সংক্ষেপে বিদায় নিলেন ও তাঁকে বল্লেন, “হেলেনা, মার সুখ-সুবিধার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখো—দেখো, তাঁর সেবা ও যত্নের যেন কোনরূপ ক্রটি না হয়। ভগবান্ তোমায় সুখী করুন।”—তারপর বারট্রাম লর্ড লাফুর সঙ্গে ফ্রান্স যাত্রা কর্‌লেন।

হেলেনা অনেক দিন থেকেই বারট্রামকে ভাল-বাস্‌তেন। কাউণ্টেস, লাফুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ক'রে দেবার সময় তিনি যে নীরবে কেঁদে আকুল হ'চ্ছিলেন সে তাঁর পিতার কথা স্মরণ ক'রে নয়—বারট্রামের ফ্রান্স যাত্রাই তার কারণ। হেলেনা তাঁর পিতাকে ভালবাসতেন বটে, কিন্তু বারট্রামের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল আরও গভীর। এই নূতন ভালবাসায় তাঁর মনপ্রাণ অধিকার ক'রে নিয়েছিল—আর তাতে ক'রে তিনি তাঁর পিতার শোকও ভুল্‌তে পেরে-ছিলেন।—কিন্তু বারট্রামের ভালবাসা লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব কি? বারট্রাম রোজিলনের কাউণ্ট—ফ্রান্সের একটি অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশের তিনি

বংশধর। আর হেলেনা?—সম্ভ্রান্তবংশে জন্ম হ'লেও মানসম্ভ্রমে ও বংশমর্য্যাদায় বারট্রামের সঙ্গে তাঁর তুলনাই হ'তে পারে না। তাই হেলেনা কোন দিনই বেশী কিছু আশা করেন নি। প্রভুকে ভৃত্য যেরূপ সম্মান ও শ্রদ্ধা করে, তিনিও বারট্রামকে তাই ক'র্তেন এবং দাসীরূপে থেকে তাঁর সেবা ক'রে জীবন কাটাবেন, এ ছাড়া অন্য কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে মনে স্থান দিতে তিনি সাহস কর্তেন না। নিজের ও বারট্রামের ভেতরকার এই পার্থক্যকে তিনি এতই বেশী বলে মনে ক'র্তেন যে, তিনি মনে মনে বল্তেন —"কাউণ্ট বারট্রাম আমার চেয়ে এতদূর শ্রেষ্ঠ যে, তাঁকে বিয়ে ক'র্বার আশা করা ও সুনীল আকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রকে ভালবেসে তাকে বিয়ে ক'র্বার আশা করা, আমার পক্ষে একইরূপ অসম্ভব।"

বারট্রামকে পতিরূপে লাভ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হ'লেও এতদিন সকল সময়েই তিনি তাঁকে চোখ ভরে দেখে পরিতৃপ্ত হ'তে পার্তেন; কিন্তু এখন যে সেটুকু থেকেও তিনি বঞ্চিত হ'চ্ছেন! তাই বারট্রামের অনুপস্থিতি তাঁর পক্ষে গভীর শোক ও মহাদুঃখের কারণ হ'য়ে উঠ্ল।

জেরাড-ডি-নার্‌বণ মৃত্যুসময়ে কয়েকটি অমূল্য ও আশ্চর্য্য গুণবিশিষ্ট ঔষধের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া মেয়ের জন্য অন্য কোন সম্পত্তি রেখে যেতে পারেন নি। চিকিৎসাশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ও বহুদর্শিতার ফলে তিনি ঐ অব্যর্থ ঔষধগুলি অবিষ্কার ক'র্‌তে পেরেছিলেন। রাজা বর্ত্তমানে যে-অসুখে ভুগ্‌ছেন ব'লে লাফু কাউণ্টেসকে বল্‌ছিলেন, অন্যান্য ব্যবস্থাপত্রের ভিতর সেই রোগের ঔষধের ব্যবস্থাপত্রও হেলেনার নিকটে ছিল। হেলেনা স্বভাবতঃই অতি নম্রপ্রকৃতি; এতদিন কোন উচ্চ আশাকেই তিনি মনে স্থান দেন নি, নীরবেই বারট্রামকে ভালবেসে এসেছেন। আজ রাজার অসুখের কথা শুনে তাঁর মনে এক দুরাকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হ'ল। তিনি সঙ্কল্প ক'র্‌লেন, প্যারিসে গিয়ে রাজার চিকিৎসার ভার নেবেন ও তাঁকে রোগমুক্ত ক'র্‌বেন। কিন্তু রাজা ও রাজচিকিৎসকগণ আগে থেকেই তাঁর ব্যাধিকে দুশ্চিকিৎস্য ব'লে স্থির ক'রে রেখেছেন; সুতরাং হেলেনার কাছে এই অব্যর্থ ঔষধের ব্যবস্থা-পত্র থাক্‌লেও এবং তিনি রাজাকে আরোগ্য ক'র্‌বার ভার নিতে চাইলেও তাঁরা যে তাঁর মত একজন অশিক্ষিতা—দীন-হীনা কুমারীর কথায় বিশ্বাস কর্‌বেন,

এ-কথা তাঁর সম্ভবপর ব'লে মনে হ'চ্ছিল না। হেলেনার পিতা তাঁর সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন; কিন্তু রাজাকে চিকিৎসা করার অনুমতি পেলে তাঁকে রোগমুক্ত ক'র্‌বার যেরূপ দৃঢ় আশা হেলেনা মনে মনে পোষণ ক'চ্ছিলেন, তাঁর পিতা বেঁচে থাক্‌লে তিনি নিজেও হয়তো সে-সম্বন্ধে ততটা সুনিশ্চয় হ'তে পার্‌তেন না। হেলেনার দৃঢ় বিশ্বাস হ'য়েছিল যে, তাঁর সৌভাগ্যক্রমেই ঐ উৎকৃষ্ট ঔষধটি তিনি তাঁর পিতার কাছে থেকে পেয়েছেন— আর ঐ ঔষধ থেকেই ভবিষ্যতে অদৃষ্ট তাঁর উপর সুপ্রসন্ন হবে। হয়তো এ থেকে তাঁর স্বপ্নও সফল হ'তে পারে এবং একদিন তিনি কাউণ্ট রোজিলনের পত্নী হবার সৌভাগ্যও লাভ ক'র্‌তে পারেন।

বারট্রাম প্যারিস যাত্রা ক'র্‌বার অল্পদিন পরেই হঠাৎ একদিন হেলেনার গোপন প্রেমের কথা সবাই জান্‌তে পার্‌ল। হেলেনা নির্জ্জনে ব'সে বারট্রামের কথা ভাব্‌ছিলেন, আর আপন মনে কত কি ব'লে তাঁর প্রতি গভীর ভালবাসার কথা ও তাঁর অনুসরণে প্যারিসে যাবার সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ ক'চ্ছিলেন। বাড়ীর ভাণ্ডারী আড়াল থেকে সে-সব শুন্‌তে পেয়ে

কাউণ্টেসকে তা জানাল'। সব কথা শুনে কাউণ্টেস হেলেনাকে ডেকে এনে, আদর ক'রে কাছে বসিয়ে, তিনি বারট্রামকে সত্যি সত্যি ভালবাসেন কিনা এ-কথা জান্‌বার জন্যে নানারূপ প্রশ্ন 'ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। কাউণ্টেস তাঁর গোপন ভালবাসার কথা জান্‌তে পেরেছেন মনে ক'রে হেলেনা খুব ভয় খেয়ে গেলেন এবং তাঁর প্রশ্নগুলির সহজ সরল উত্তর না দিয়ে প্রকৃত কথা গোপন ক'র্‌বার চেষ্টা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। কাউণ্টেস হেলেনার আকার-ইঙ্গিতে বেশই বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে, তিনি মনের ভাব গোপন ক'র্‌ছেন। কিন্তু কাউণ্টেস যখন খুবই পীড়াপীড়ি ক'র্‌তে লাগ্‌লেন, তখন হেলেনা তাঁর সাম্‌নে নতজানু হ'য়ে আপনার ভালবাসার কথা স্বীকার ক'র্‌লেন ও করজোড়ে তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বল্লেন—"আমাদের পরস্পরের অবস্থার পার্থক্য সম্বন্ধে আমার বেশই জ্ঞান আছে; আমাদের মিলনও যে সম্ভব-পর নয় তাও আমি বেশই জানি; আর আমি তাঁকে ভালবাসি এ-কথারও কিছুই বারট্রাম জানেন না।" কাউণ্টেস জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"আচ্ছা মা, তুমি কি সম্প্রতি প্যারিসে যাবার সঙ্কল্প কর নি?"

—লাফুকে রাজার রোগের কথা বল্‌তে শুনে, তাঁকে রোগমুক্ত ক'র্‌তে পার্‌বেন মনে ক'রে হেলেনা যে ঐরূপ সঙ্কল্প ক'রেছেন, সে-কথা তিনি স্বীকার কর্‌লেন। কাউণ্টেস বল্লেন—"সত্যি ক'রে বল ত মা, তুমি কি শুধু ঐ উদ্দেশ্যেই প্যারিসে যাবার সঙ্কল্প ক'রেছ?" এই প্রশ্নের উত্তরে হেলেনা তাঁর প্যারিসে যাবার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সব কথা কাউণ্টেসকে খুলে জানালেন ও বল্লেন—"মা, আমার প্রভু—আপনার পুত্রের কাছে যাবার জন্যই আমি এরূপ সঙ্কল্প ক'রেছি। তা' না হ'লে প্যারিসে যাবার ইচ্ছা, রাজার অসুখ ও তার ঔষধের কথা এর আগে আর কখনও আমার মনে আসে নি।" কাউণ্টেস ভাল-মন্দ কিছু না ব'লে হেলেনার সকল কথাই শুন্‌লেন এবং ঔষধটিতে রাজার কোন উপকার হ'বার সম্ভাবনা আছে কিনা সে-সম্বন্ধে তাঁকে নানারূপ প্রশ্ন ক'রে জান্‌তে পার্‌লেন যে, ডাক্তার জিরাড-ডি-নারবণের আবিষ্কৃত ঔষধগুলির মধ্যে ঐটিকেই তিনি সব চেয়ে মূল্যবান্ ব'লে মনে ক'র্‌তেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁর একমাত্র কন্যাকে সকল ঔষধগুলির ব্যবস্থাপত্রই দিয়ে গেছেন। হেলেনাকে কাউণ্টেস সত্যি সত্যি

ভালবাসতেন, আর ডাক্তারও মৃত্যুসময়ে তাঁকে তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন এবং তাঁর সুখদুঃখ ও রাজার জীবন হেলেনার মতলবসিদ্ধির উপর নির্ভর ক'র্‌ছে বুঝ্‌তে পেরে কাউণ্টেস হেলেনাকে আপন ইচ্ছামত কাজ ক'র্‌বার অনুমতি দিলেন। তিনি প্রচুর অর্থ ও প্রয়োজনমত লোকজন সঙ্গে দিয়ে হেলেনার প্যারিস যাত্রার বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন। যাত্রার সময় কাউণ্টেস হেলেনাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্লেন—"মা, ভগবান তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন!"—তাঁর এই আন্তরিক আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে হেলেনা প্যারিস অভিমুখে রওনা হ'লেন।

প্যারিসে পৌঁছে হেলেনা তাঁদের সেই পুরাণো বন্ধু লর্ড লাফুর সাহায্যে রাজার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বার অনুমতি পেলেন। কিন্তু রাজার সাক্ষাৎলাভ ক'রেও নিজের মতলবসিদ্ধির জন্যে হেলেনাকে বেশ বেগ পেতে হ'ল, কারণ রাজা প্রথমে কিছুতেই তাঁর ঔষধ ব্যবহার ক'রে দেখ্‌তে সম্মত হ'চ্ছিলেন না। অবশেষে হেলেনা রাজাকে জানালেন যে, তিনি দেশবিখ্যাত ডাক্তার জিরাড-ডি-নারবণের একমাত্র কন্যা, আর পিতার কাছে থেকেই তাঁর সমস্ত বিদ্যা ও জীবনের অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ এই

অমূল্য ঔষধটি তিনি পেয়েছেন। কারণ...স্বামীরও বল্লেন যে, যদি এই ঔষধে দু'দিনের মধ্যে রাজাকে সম্পূর্ণ নীরোগ ও সুস্থ ক'রে দিতে না পারেন, তা' হ'লে তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুদণ্ড বরণ ক'রে নেবেন। ডাক্তার জিরাড-ডি-নারবণের সুযশ ও কৃতিত্বের কথা রাজা ভালরূপই জান্‌তেন। সুতরাং শেষ্‌টায় তিনি হেলেনার প্রস্তাবে সম্মত হ'লেন এবং তাঁর সঙ্গে এই সর্ত্ত থাক্‌ল' যে, যদি রাজা আরোগ্যলাভ না করেন, তা' হ'লে দু'দিন পরে হেলেনাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। কিন্তু যদি তিনি সত্যি সত্যি রাজাকে ঐ-সময়ের ভেতর রোগ হ'তে মুক্ত ক'র্‌তে পারেন তা' হ'লে পুরস্কারস্বরূপ রাজকুমার-গণ ব্যতীত সমস্ত ফ্রান্সদেশের যে-কোন ব্যক্তিকে তিনি পতিরূপে লাভ কর্‌তে পার্‌বেন; হেলেনার প্রার্থনানুযায়ী রাজা এইরূপ অঙ্গীকার ক'র্‌লেন।

এ-দিকে সেই আশ্চর্য্য ঔষধের গুণে দু'দিনের পূর্ব্বেই রাজা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ ক'র্‌লেন। তখন তিনি রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ও গণ্যমান্য সকল অবিবাহিত যুবককে আহ্বান ক'রে রাজসভায় সমবেত ক'র্‌লেন এবং তাঁদের মধ্যে থেকে আপন ইচ্ছামত একজনকে পতিত্বে বরণ ক'র্‌বার জন্যে হেলেনাকে অনুমতি

[illegible] ভালবাসতেন, র কাউণ্ট বারট্রামও অবশ্য তাঁদের মধ্যে ছিলেন ; সুতরাং হেলেনা আর কারো প্রতি লক্ষ্যমাত্র না ক'রে তাঁকেই নির্ব্বাচন করলেন। রাজা তখন বারট্রামকে বল্লেন, "বারট্রাম, তুমি এঁকে পত্নী-রূপে গ্রহণ ক'রে সুখী হও, ইহাই আমার ইচ্ছা।" বারট্রাম কিন্তু হেলেনাকে বিয়ে ক'রতে সম্মত হ'লেন না ; তিনি বল্লেন, "হেলেনা একজন সামান্য চিকিৎ-সকের কন্যা, আমাদের অন্নে ও আমার জননীর আশ্রয়ে প্রতিপালিতা ; কুলে শীলে ধনে মানে কোন প্রকারেই সে আমার উপযুক্ত নয়—সুতরাং আমি তাকে কিছুতেই বিয়ে ক'রতে পারবো না।" বারট্রামের এই সব কথা শুনে হেলেনা রাজাকে বল্লেন—"মহারাজ, আপনি যে আরোগ্যলাভ ক'রেছেন তাতেই আমি খুসী হ'য়েছি— আমার অন্য কোন পুরস্কারের প্রয়োজন নেই।" রাজা সে-কথা শুনলেন না ; তিনি বারট্রামকে বল্লেন— "বারট্রাম, আমি আদেশ ক'চ্ছি, তুমি হেলেনাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ কর।" বারট্রাম রাজার আদেশ অমান্য করতে সাহস ক'রলেন না ; নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই দিনই তিনি হেলেনাকে যথারীতি বিয়ে ক'রলেন। কিন্তু অভিলষিত স্বামী লাভ ক'রেও এই বিয়েতে

হেলেনা সুখী হ'তে পারলেন না, কারণ স্বামীর ভালবাসা লাভ করা তাঁর ভাগ্যে ঘটল না।

বিয়েব পরই বারট্রাম হেলেনাকে দিয়ে রাজার কাছ থেকে দেশে যাবার অনুমতি প্রার্থনা ক'রলেন। রাজার অনুমতি লাভ ক'রে হেলেনা যখন স্বামীকে সে-খবর জানাতে এলেন, তখন বারট্রাম বল্লেন—"দেখ হেলেনা, আমি এই হঠাৎ বিয়ের জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেম না ; এতে আমাকে বড়ই বিচলিত ক'রে তুলেছে —সুতরাং আমি এখন যা' ক'রবো তাতে তুমি আশ্চর্য্য হ'য়ো না। তুমি এক কাজ কর. একলা দেশে ফিরে গিয়ে আমার মায়ের কাছে থাক গে।"—বারট্রামের আচরণে হেলেনা আশ্চর্য্য হ'লেন না বটে, কিন্তু তিনি মনে খুবই কষ্ট পেলেন, আর বেশই বুঝতে পারলেন যে, বারট্রাম প্রকারান্তরে তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছেন। তিনি স্বামীর নিকটে অনেক কাকুতিমিনতি ক'রলেন, কিন্তু অহঙ্কারী বারট্রামের মন কিছুতেই গল্‌লো না। তিনি বিদায়কালে ভাল মুখে হেলেনাকে দু'টি কথামাত্রও না ব'লে সেখান থেকে চ'লে গেলেন।

দুঃখিনী হেলেনা যে-সঙ্কল্প নিয়ে প্যারিসে গিয়েছিলেন তা' সফল হ'য়েছিল ; তিনি রাজাকে রোগমুক্ত

ক'রে বারট্রামকে পতিরূপে লাভও করেছিলেন, কিন্তু আজ আবার তাঁকে বিষণ্ণ হৃদয়ে রোজিলনে শাশুড়ীর কাছে ফিরে আস্‌তে হ'লো। সেখানে ফিরে তিনি বারট্রামের কাছে থেকে যে-চিঠি পেলেন তাতে তাঁর মনপ্রাণ আরও ভেঙ্গে প'ড়্‌লো।

বারট্রাম লিখেছিলেন—"হেলেনা, যে-দিন তুমি আমার হাতের আংটি লাভ ক'র্‌বে, সেই দিন আমাকে স্বামী ব'লে সম্বোধন ক'রো; কিন্তু সে-দিন তোমার জীবনে কোনো দিনই আস্‌বে না। যতদিন আমার স্ত্রী জীবিত থাকবে ততদিন ফ্রান্সের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

কাউণ্টেস হেলেনাকে খুবই আদর ক'রে ঘরে নিয়ে গেলেন ও সকল কথা শুনে তাঁকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিতে চেষ্টা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন, কিন্তু কিছুতেই পুত্র-বধূকে একটুকুও প্রফুল্ল ক'র্‌তে পার্‌লেন না।

পরদিন সকালবেলা হেলেনাকে আর কোথাও দেখ্‌তে পাওয়া গেল না। কিন্তু কাউণ্টেসের নামে লেখা হেলেনার একখানা চিঠি হ'তে তাঁর হঠাৎ সে-স্থান ছেড়ে চ'লে যাবার কারণ জান্‌তে পারা গেল। এই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—"মা, আমার জন্যেই যে

আজ আপনার প্রিয়তম পুত্র দেশত্যাগী, এ আমার পক্ষে খুবই দুঃখের—কষ্টের কারণ হ'য়েছে। আর এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্যেই আমি সেণ্ট জ্যাকোয়েস-লি-গ্র্যাণ্ডের পবিত্র মন্দিরের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা ক'চ্ছি। আমার একটি অনুরোধ—আপনার গৃহ ত্যাগ ক'রে আমি যে জন্মের মত চলে যাচ্ছি, এ-খবরটা যে ক'রেই হোক আপনার পুত্রকে দিবেন।"

এ-দিকে বারট্রাম প্যারিস পরিত্যাগ ক'রে ফ্লোরেন্সে গিয়ে সেখানকার ডিউকের সৈন্যবিভাগে প্রবেশ ক'রলেন এবং একটি যুদ্ধে বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজেকে খুবই বিখ্যাত ক'রে তুললেন। সেই সময়ে একদিন তিনি তাঁর মায়ের চিঠিতে হেলেনা যে চির-কালের জন্যে তাঁদের গৃহ ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন, এই সু-খবরটি পেলেন। এই খবর পেয়ে বারট্রাম বাড়ীতে ফিরে যাবার আয়োজন ক'চ্ছেন এমন সময় স্বয়ং হেলেনা ফ্লোরেন্স নগরে এসে উপস্থিত হ'লেন।

সেণ্ট জ্যাকোয়েস-লি-গ্র্যাণ্ডের তীর্থক্ষেত্রে যেতে হ'লে ফ্লোরেন্স নগর দিয়ে যেতে হোতো। হেলেনাও সেই তীর্থযাত্রার পথেই ফ্লোরেন্সে এসে উপস্থিত হ'য়েছিলেন। সেখানে এসে তিনি শুনতে পেলেন যে,

সেখানকার একজন দানশীলা বিধবা ঐ তীর্থযাত্রী স্ত্রীলোকগণকে নিজ বাটীতে আশ্রয় দিয়ে অতি যত্নের সঙ্গে তাঁদের স্নানাহারের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে থাকেন। সুতরাং হেলেনাও ঐ বিধবার বাটীতে গেলেন। বিধবাও হেলেনাকে পরম আদরে অভ্যর্থনা ক'র্‌লেন এবং সেই বিখ্যাত নগরে দেখ্‌বার মত যা'-কিছু আছে সব দেখে যেতে হেলেনাকে অনুরোধ ক'র্‌লেন। তিনি হেলেনাকে বল্লেন যে, ডিউকের সৈন্যদলটিই সর্ব্বপ্রথমে দেখা উচিত, আর ঐ সৈন্যদলে হেলেনার স্বদেশবাসী কাউন্ট রোজিলনও আছেন এবং তিনি নানা যুদ্ধে অশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়ে এখন অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হ'য়েছেন।—সেখানে তাঁর প্রিয়তম বারট্রামকে দেখ্‌তে পাবেন শুনে হেলেনা অতি আগ্রহের সঙ্গে সৈন্য-দল দর্শনে চ'ল্লেন। বিধবা ত আর হেলেনার প্রকৃত পরিচয় জানেন না, তাই পথে যেতে যেতে তিনি তাঁকে বারট্রামের সম্বন্ধে যা'-কিছু জানেন সব বল্‌তে লাগলেন এবং এখানে এসে বারট্রাম যে তাঁর কন্যা ডায়েনাকে দেখে তাঁর প্রতি খুব অনুরক্ত হ'য়েছেন, সে-কথাও বল্লেন। তিনি আরও বল্লেন যে, বারট্রাম প্রতিরাত্রে তাঁর কন্যার জানালার নীচে এসে নানা কথা

ব'লে ডায়েনার প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশ ক'রে থাকেন—বিশেষতঃ আগামী কাল ভোরে তিনি স্বদেশ যাত্রা ক'র্‌বেন ব'লে গত রাত্রে তিনি ডায়েনাকে তাঁর ভালবাসা প্রত্যাখ্যান না ক'র্‌বার জন্যে খুবই পীড়াপীড়ি ক'রেছিলেন, কিন্তু তিনি বিবাহিত ব'লে ডায়েনা তাঁর কথায় কানও দেন নি।

তাঁর প্রিয়তম বারট্রাম ডায়েনাকে ভালবাসেন শুনে প্রথমটায় হেলেনা মনে খুবই কষ্ট পেলেন, কিন্তু পরে বারট্রামকে লাভ করবার একটি উপায়ের কথা তাঁর মনে পড়ায় তিনি ধৈর্য্যধারণ ক'রে আপনার প্রকৃত পরিচয় বিধবা ও তাঁর কন্যাকে জানালেন এবং তাঁকে পতিলাভে সাহায্য ক'র্‌বার জন্যে তাঁদের অনুরোধ ক'র্‌লেন। তাঁর দুঃখে দুঃখিতা হ'য়ে বিধবা ও তাঁর কন্যা তাঁদের সাধ্যমত হেলেনাকে সাহায্য ক'র্‌তে প্রতিশ্রুত হ'লেন। তখন হেলেনা তাঁদের বল্লেন—"আমার স্বামী আমাকে বলেছিলেন যে, কোনদিন যদি আমি তাঁর হাতের আংটি লাভ ক'র্‌তে পারি, তা' হ'লেই তিনি আমাকে গ্রহণ ক'র্‌বেন—তা' ছাড়া আর কোন রকমেই তিনি আমাকে স্ত্রী ব'লে স্বীকার কর্‌-বেন না। আজ যখন তিনি ডায়েনার ঘরের জানালার

নীচে আস্‌বেন, তখন যদি আপনারা তাঁকে আপনাদের বাড়ীতে আন্‌বার এবং আমাকে ডায়েনা ব'লে পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে ডায়েনার ঘরে থাক্‌বার অনুমতি দেন, তা' হ'লে হয়তো আমি তাঁর আংটিটি লাভ ক'র্‌তে পারি। আর সেটি লাভ ক'র্‌তে পার্‌লেই আমার স্বামীকেও আমি পেতে পার্‌ব।"—এ-প্রস্তাবে বিধবা ও তাঁর কন্যা সম্মত হ'লেন।

তারপর হেলেনা বারট্রামের কাছে মিথ্যা ক'রে এই খবর পাঠালেন যে তাঁর পত্নী চিরদুঃখিনী হেলেনা কিছু দিন হোলো প্রাণত্যাগ ক'রেছেন। হেলেনা মনে ক'রেছিলেন যে, এতে তাঁর কাজের অনেক সুবিধা হ'বে; বারট্রাম তাঁকে হেলেনা ব'লে সন্দেহও ক'র্‌বেন না এবং নিজেকে বিবাহবন্ধন থেকে মুক্ত মনে ক'রে তিনি নিশ্চয়ই আজ রাত্রে ডায়েনার জানালার নীচে আস্‌বেন ও প্রকৃত ডায়েনা ভেবে তাঁর (হেলেনার) কাছে বিয়ের প্রস্তাবও ক'রবেন।

সন্ধ্যার অল্প পরেই সেজেগুজে বারট্রাম ডায়েনার জানালার নীচে এসে উপস্থিত হ'লেন। হেলেনা ত প্রস্তুত হ'য়েই ছিলেন; তিনি বারট্রামকে ঘরে নিয়ে এলেন। বারট্রাম হেলেনাকে ডায়েনা ব'লেই মনে

ক’র্লেন এবং তাঁর রূপে, বিনয়ে ও মধুর ব্যবহারে একেবারে মোহিত হ’য়ে প’ড়লেন। হেলেনাকে ত তিনি কত দিনই দেখেছেন, কিন্তু কোন দিনই তিনি তাঁকে তেমন লক্ষ্য ক’রে দেখেন নি বা তাঁর সঙ্গে তেমন মেলামেশা করেন নি। আজ কিন্তু তিনি যতই তাঁকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, আর যতই তাঁর সঙ্গে আলাপ ক’রতে লাগ্‌লেন, ততই তাঁর প্রতি বেশী ক’রে আকৃষ্ট হ’তে লাগ্‌লেন। শেষে বারট্রাম ধর্ম্মসাক্ষী ক’রে প্রতিজ্ঞা ক’রলেন যে, তিনি হেলেনাকে বিয়ে ক’রবেন। তখন চতুরা হেলেনা ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ বারট্রামের হাতের আংটিটি চেয়ে নিলেন এবং নিজের হাত থেকে ফ্রান্সের রাজার দেওয়া একটি আংটি খুলে সযত্নে বারট্রামকে পরিয়ে দিলেন। তখন রাত্রি ভোর হ’য়ে আস্‌ছে দেখে হেলেনা বারট্রামকে বিদায় দিলেন এবং বারট্রামও প্রিয়তমার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে স্বদেশের দিকে যাত্রা ক’র্লেন।

হেলেনা যে-সঙ্কল্প ক’রেছিলেন তা’ সিদ্ধির পক্ষে ডায়েনা ও তাঁর মার আরও সাহায্য নেওয়া দরকার হবে বুঝে, তিনি তাঁদের তাঁর সঙ্গে প্যারিসে যেতে রাজী ক’র্লেন। তাঁরা প্যারিসে পৌঁছে দেখ্‌লেন যে, রাজা

রোজিলনে বারট্রামের মাতা কাউণ্টেসের সঙ্গে দেখা ক'র্তে গেছেন। তখন হেলেনাও আর কিছুমাত্র দেরী না ক'রে রোজিলন যাত্রা ক'র্লেন।

রাজা তখনও তাঁর জীবনদায়িনী হেলেনার কথা ভুলে যান নি; তাই রোজিলনে পৌঁছে কাউণ্টেসের সঙ্গে দেখা হ'তেই তিনি হেলেনার খোঁজ ক'র্লেন। কাউণ্টেসের কাছে থেকে সকল কথা শুনে এবং হেলেনা আর বেঁচে নেই জেনে, রাজা খুবই দুঃখিত হ'লেন। তিনি তখনই বারট্রামকে ডেকে পাঠালেন। বারট্রাম রাজার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে হেলেনার প্রতি অন্যায় ব্যবহারের জন্যে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করায় তিনি তাঁর মৃত পিতা ও জননী কাউণ্টেসের কথা স্মরণ ক'রে তাঁকে ক্ষমা ক'র্লেন। কিন্তু হেলেনাকে রাজা যে আংটিটি উপহার দিয়েছিলেন সেটি বারট্রামের আঙ্গুলে দেখ্তে পেয়ে, রাজার মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠ্ল'।—তাঁর বেশই স্মরণ হোলো যে, হেলেনা প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন, যতদিন জীবিত থাক্বেন ততদিন কিছুতেই তিনি ঐ আংটি পরিত্যাগ ক'র্বেন না—কেবলমাত্র বিশেষ কোন বিপদে পড়ে' সাহায্যের প্রয়োজন হ'লেই তিনি সেটা রাজার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। তখন

তিনি কি ক'রে ঐ আংটিটি পেয়েছেন, রাজা বারট্রামকে সেই কথা জিজ্ঞাসা ক'র্লেন।—কিন্তু তিনি তার কোন ভাল উত্তর দিতে পাচ্ছেন না দেখে, রাজার মনে সন্দেহ হোলো—তাঁর ভয় হোলো, হয়তো বা বারট্রাম নিজেই তাঁর স্ত্রীকে মেরে ফেলেছেন। তখন রাজা তাঁর রক্ষীদের, বারট্রামকে বন্দী ক'র্তে আদেশ ক'র্লেন। ঠিক সেই সময়ে ডায়েনার জননী ডায়েনাকে সঙ্গে ক'রে সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন এবং বারট্রাম তাঁর মেয়েকে বিয়ে ক'র্বেন ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, অথচ আজ পর্য্যন্তও বিয়ে করেন নি, সুতরাং বারট্রামের প্রতি তাঁর মেয়েকে বিয়ে ক'র্বার জন্যে আদেশ হোক্—এই মর্ম্মে রাজার কাছে একখানা আবেদন-পত্র উপস্থিত ক'র্লেন। রাজা হয়তো তাঁর প্রতি আরও বিরক্ত হবেন, এই ভয়ে বারট্রাম ডায়েনাকে বিয়ে ক'র্বেন ব'লে যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন, সে-কথা একেবারেই অস্বীকার ক'রলেন। ডায়েনা তখন, বারট্রাম ডায়েনাভ্রমে হেলেনাকে যে-আংটিটি উপহার দিয়েছিলেন, সেই আংটিটি রাজাকে দেখিয়ে বল্লেন—"মহারাজ, আমাকে বিয়ে ক'র্বেন ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রে বারট্রাম এই আংটিটি আমাকে

পরিয়ে দিয়েছিলেন, আর আমিও নিজ হাত থেকে একটি আংটি খুলে তাঁকে পরিয়ে দিয়েছিলাম; ঐ দেখুন, সে-আংটিটি এখনও ওঁর হাতে আছে।”—এই ব'লে রাজা হেলেনাকে যে-আংটিটি উপহার দিয়েছিলেন, ডায়েনা বারট্রামের হাতের সেই আংটিটি দেখিয়ে দিলেন। এতে রাজার মনে আরো বেশী সন্দেহ হোলো; তিনি ডায়েনাকে বন্দী ক'র্‌বার জন্যে রক্ষিগণকে আদেশ ক'র্‌লেন এবং বল্লেন—“তোমরা কি ক'রে এই আংটিটি পেলে তা' খুলে না বল্লে তোমাদের দু'জনেরই প্রাণ-দণ্ড হবে।” ডায়েনা বল্লেন—“মহারাজ, আমি এক জহুরীর কাছে থেকে এই আংটিটি কিনেছিলাম; আপনার অনুমতি পেলে আমার মা গিয়ে সেই জহুরীকে এখানে নিয়ে আস্‌তে পারেন, আর তা হ'লে আপনিও সমস্ত ঘটনা বুঝ্‌তে পার্‌বেন।” রাজার অনুমতি পেয়ে ডায়েনার জননী তখনই হেলেনাকে সেখানে নিয়ে এলেন।

হেলেনাকে দেখে সকলের বিস্ময়ের ও আনন্দের পরিসীমা থাক্‌ল না। তাঁর কাছে রাজা সকল কথাই জান্‌তে পার্‌লেন—আর বারট্রামও তখন বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে, তিনি ডায়েনা ভেবে প্রকৃতপক্ষে

হেলেনাকেই তাঁর আংটিটি দিয়ে এসেছিলেন। তখন হেলেনাকে পত্নীরূপে গ্রহণ ক'রতে তাঁরও কোন আপত্তি হোলো না, বারট্রামের জননী কাউণ্টেসও এতদিন পরে তাঁর পুত্রবধূকে ফিরে পেয়ে পরম সুখী হ'লেন। পিতার ঔষধের গুণেই যে এতদিনে অদৃষ্ট তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন হোলো—আর স্বামীর ভালবাসা পেয়ে, নামে ও কাজে—দু'রকমেই যে এখন তিনি রোজিলনের কাউণ্টেস হ'তে পারলেন, এ ভেবে ও পিতার কথা স্মরণ ক'রে এত সুখেও আজ হেলেনার চোখে জল এল'।

আর ডায়েনা?—তিনি হেলেনাকে সাহায্য ক'রেছেন ব'লে রাজা তাঁর সভার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন সকলেই সুখ-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে লাগলেন।